উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮১,৯২৬.৭৫ (+১৩৬.৬৩)

নিফটি : ২৫,১০৮.৩০ (+৩০.৬৫)

উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে এখনও সংশয়

রাজ্যের ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগে আদালত অনুমতি দিলেও জট এখনও পুরোপুরি কাটেনি। বিষয়টি ঘিরে সংশয় রয়ে গিয়েছে। » ৫

বন্যা রোধে বঙ্গকে ১,২৯০ কোটি

কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রক মঙ্গলবার জানিয়েছে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন্য মোট ১,২৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩২°	২৫°	৩২°	২৫°	৩২°	২৫°	৩৩°	২৩°

বিহার নির্বাচনে চিরাগ-পিকে জোট নিয়ে জল্পনা » ৭

২১ আশ্বিন ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 8 October 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 138

ভিআইপিরা এলে উদ্ধারকাজে প্রভাব পড়ে। সেজন্য আমি ঘটনার ৩৬ ঘণ্টার পর পৌঁছেছি। তবে কলকাতা থেকেই দফায় দফায় বৈঠক করেছি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

এই অঞ্চলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেটা দেখার জন্য প্রধানমন্ত্রী আমাকে পাঠিয়েছেন। আমাদের সাংসদ এবং বিধায়কদের ওপর যে হামলা হয়েছে তার রিপোর্ট রাজ্যের কাছে চাওয়া হয়েছে।

কিরেন রিজিজু

দুর্যোগ ‘পর্যটন’

মিরিকে শুভেন্দু, দুধিয়ায় মমতা

রণজিৎ ঘোষ ও রাহুল মজুমদার

দুধিয়া, ৭ অক্টোবর : ১১ জনের মৃত্যু হলেও বিধ্বস্ত মিরিকে যাচ্ছেন না মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে যাওয়ার রাস্তা ঠিক না থাকায় তিনি ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখতে যেতে পারছেন না। তবে মঙ্গলবারই দিল্লি থেকে বাগডোগরায় এসে ঘুরপথে মিরিকে পৌঁছে যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বাগডোগরায় এসে মিরিকে যান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ফলে আগামীদিনে পাহাড়ের রাজনৈতিক মহল তৃণমূলকে কীভাবে গ্রহণ করবে, মিরিক সহ দার্জিলিং পাহাড়ে সেই প্রশ্নও উঁকি দিচ্ছে।

এদিন দুর্গত এলাকায় গিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে টাকা দিয়েছে। রাজ্য সরকার সেটা স্বীকার করছে না। এরাজ্যে নৈরাজ্য চলছে। সব কিছুর হিসেব হবে। ২০২৬-এ বিজেপি ক্ষমতায় এলে সব বুঝে নেব।’

এদিন দুধিয়ায় এসে পাহাড়ে ধসে চাপা পড়ে মৃতদের মাথাপিছু পাঁচ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার পাশাপাশি বাড়ি তৈরি করা থেকে শুরু করে পরিবারের একজনকে হোমগার্ডে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি অস্থায়ী রাস্তা তৈরি করে ১৫ দিনের মধ্যে মিরিকের সঙ্গে পুনরায় সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন। ভেঙে যাওয়া লোহার সেতুর পাশ দিয়ে ৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ কংক্রিটের সেতু তৈরির কাজও এক বছরের মধ্যে শেষ করার নির্দেশও দিয়েছেন মমতা।

বিজেপি নেতারা এদিন ঘুরপথে মিরিক পৌঁছে গেলেও রাস্তা ঠিক না হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিরিক পৌঁছাতে পারেননি। অন্যদিকে, পাহাড়ের দুর্যোগে আরও একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। বিজনবাড়ির বাসিন্দা সমীর ছেত্রীর (৪০) মরদেহ মঙ্গলবার দুপুরে উদ্ধার করা হয়েছে। ফলে পাহাড়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৩ হয়েছে। দার্জিলিংয়ের সদর মহকুমা শাসক রিচার্ড লেপচার বক্তব্য, ‘বিজনবাড়ির ওই ব্যক্তি মনোরোগী ছিলেন। তিনি এদিন সকালেই নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন বলে কেউ কেউ দাবি করেছেন। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’ এদিন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে প্রদেশ কংগ্রেসের এক প্রতিনিধিদল দুধিয়ায় গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন।

এদিন বেলা দেড়টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী দুধিয়ায় পৌঁছান। সেখানে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত লোহার সেতু এবং নদীবাঁধের পরিস্থিতি ঘুরে দেখেন। দুধিয়াতেই মিরিক, সুখিয়াপোখরি এবং বিজনবাড়ির ১৬ জন মৃতের পরিবারের সদস্যদের হাতে পাঁচ লক্ষ টাকা করে চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে দুধিয়ায় ঘরবাড়ি ভেঙে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ত্রাণসামগ্রী দেন। মমতা বলেন, ‘পাহাড়ে ভুটান, নেপালের দুজনের মৃত্যু হয়েছে। দুই দেশের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে মৃতদেহগুলি যাতে সেখানে পাঠানো যায় সেই ব্যবস্থা করার জন্য মুখ্যসচিবকে বলেছি।’ এদিকে, রোহিণী হয়ে কার্সিয়াং যাওয়ার রাস্তা ১৫ দিনের মধ্যেই পুরোপুরি তৈরি হয়ে যাবে বলে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, জিটিএ চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা সহ রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষস্তরের সমস্ত আমলা দুধিয়ায় উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে, পরিস্থিতি দেখতে এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু সকালেই বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন। সেখান থেকে তিনি মাটিগাড়ার হাসপাতালে ভর্তি সাংসদ এবং বিধায়কের সঙ্গে দেখা করেন।

এরপর দশের পাতায়

শিলিগুড়ির বেসরকারি হাসপাতালে খগেন মুর্মুর খোঁজ নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। (নীচে) মিরিকের কমিউনিটি হলে দুর্গতদের কথা শুনছেন বিজেপি নেতৃত্ব। মঙ্গলবার। -পিটিআই

রক্ষণাত্মক মুখ্যমন্ত্রী

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৭ অক্টোবর : পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বুঝতে ভুল হয়নি যে, উত্তরবঙ্গে পরিস্থিতি বেগতিক। ডুয়ার্সের দুর্গত এলাকায় সোমবার বুড়িছোঁয়া করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার দুধিয়া পর্যন্ত গিয়েই তাঁর যাত্রা শেষ হল। ৭২ ঘণ্টা আগের দুর্যোগে সবচেয়ে বিপর্যস্ত পাহাড়ে গেলেনই না। বদলে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে হাসপাতালে দেখতে গেলেন ড্যামেজ কন্ট্রোলের উদ্দেশ্যে। তারপরই উত্তরকন্যায় সাংবাদিক বৈঠকে একের পর এক সাফাই দিতে মরিয়া হলেন।

গত শনিবার রাতে পাহাড়-সমতলে ওই দুর্যোগ সত্ত্বেও রবিবার কলকাতায় কার্নিভালের জাঁকজমক

এরপর দশের পাতায়

গাড়ি দিয়ে পিষে খুন কং নেতাকে

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৭ অক্টোবর : কোজাগরি লক্ষ্মীপুজোর রাতে চাঁচলে খুন হলেন কংগ্রেস নেতা। ওই রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ তথা আইনজীবী নরেন্দ্রনাথ সাহাকে (৪৫) তাঁর বাড়ির কাছেই গাড়ি চাপা দিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় দুই তৃণমূল নেতা সহ চারজন আহত হয়েছেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ এবং মালদায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আহতরা হলেন শেখর সাহা, শশাঙ্ক সাহা, মনোজকুমার দাস ও পুলক সাহা। শেখর তৃণমূলের শিক্ষক নেতা, শশাঙ্ক সক্রিয় তৃণমূল কর্মী। স্থানীয়রাই তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে চাঁচল মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসকরা নরেন্দ্রনাথকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় জড়িত অভিযোগে বিপদ মণ্ডল নামে ওই গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কনুয়া ভবানীপুর এলাকায়। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার বলেন, ‘খুনের অভিযোগ দায়েরের পরেই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে বিপদ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।’

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই রাতে একটি ক্লাবের পাশে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্রনাথ ও শেখর, শশাঙ্ক, মনোজকুমার ও পুলক কথা বলছিলেন। সেসময় দ্রুতগতিতে এসে গাড়িটি নরেন্দ্রনাথকে চাপা দিয়ে দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সেসময় নরেন্দ্রনাথকে বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর আহত হন বাকি চারজন। অভিযোগ, তাঁদের ওপর দিয়েও গাড়ি চালিয়ে দেন ওই চালক। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে নরেন্দ্রনাথকে বাঁচানো যায়নি।

DESUN HOSPITAL SILIGURI

ক্লাস ১২ পাশ করে জয়েন্ট পরীক্ষা দিয়ে GNM নার্সিং পড়া যায়

90 5171 5171

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২২ সালে অভিযুক্ত গাড়িচালক বিপদের ভাই এলাকার এক বিবাহিত মহিলার সঙ্গে পরকীয়া করতে গিয়ে তাঁর স্বামীর সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। সেই ঘটনায় মহিলার স্বামী কুপিয়ে খুন করেন বিপদের ভাইকে। ওই ঘটনায় মহিলার স্বামীকে পরবর্তীতে জামিন করিয়েছিলেন আইনজীবী নরেন্দ্রনাথ। তারপর থেকেই বিপদের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের বিবাদ শুরু। সেই সময় নরেন্দ্রনাথকে প্রাণে মারার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। এই সব ঘটনায় রাগ থেকে বিপদ নরেন্দ্রনাথকে খুন করতে পারেন বলে পুলিশের সন্দেহ।

নিহত নরেন্দ্রনাথ সাহার স্ত্রী মঞ্জু সাহার দাবি, ‘এটা কোনও দুর্ঘটনা নয়। পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছে। আমার স্বামীকে পরিকল্পনা করে গাড়ি চাপা দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনায় আমি দোষীর ফাঁসি চাই।’

স্থানীয় বাসিন্দা বাসন্তী দাস বলেন, ‘আমি খাওয়াদাওয়া করে পরিবারের সঙ্গে ঘুমিয়ে ছিলাম। ঠিক সেসময়ে বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। বাইরে এসে দেখি একটি গাড়ি এলাকার কয়জনকে ধাক্কা মেরেছে। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে রয়েছেন অনেকে। গাড়ির ধাক্কায় আমার বাড়ির টিনের চালও খুলে পড়ে যায়। এর বেশি কিছু আমি জানি না।’

এই ঘটনার খবর পেয়ে চাঁচল মহকুমা হাসপাতালে যান হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি বিমানবিহারী বসাক। তিনি বলেন, ‘নরেন্দ্রনাথ এলাকায় জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। ওই ব্যক্তির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই ওঁর বিবাদ চলছিল। সুযোগ বুঝে এই ঘটনা ঘটিয়েছে ওই তরুণ। আমরা দোষী ব্যক্তির শাস্তির দাবি করছি।’

প্রকৃতির কাছে সকলেই যে অসহায় তা ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে মিরিকে। কারও ঘর পুরোটা ধুয়েমুছে সাফ, কারও আবার ঘরে হাঁটুভর্তি কাদা।

প্রলয়ের সাক্ষী দেবতা আর তাজা ফুল

দীপ সাহা ও শুভঙ্কর চক্রবর্তী

মিরিক, ৭ অক্টোবর : পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে আকাশ ছুঁতে চায় চোখ। যতই ওপরে তাকাই, গড়িয়ে আসা অসংখ্য ছোট-বড় পাথর আর পড়ে থাকা গাছের গুঁড়ি ছাড়া কিছুই নজরে আসে না। চোখ দু’খানা মাটিতে ফেলতেই বিস্ময় জাগে। এ তো রীতিমতো ধ্বংসস্তূপ!

মিরিক শহরের ঠিক গা ঘেঁষেই ফুগুরি চা বাগানের মেচি ডিভিশন। জায়গাটার নাম ডারাগাঁও। পথের ঢাল বেয়ে মূল রাস্তা থেকে কয়েকশো মিটার এগিয়ে যেতেই নজরে পড়ল পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে পাশাপাশি গোটা ছয়েক বাড়ি। ইতিউতি আরও বেশ কয়েকটা। প্রতিটিই এখন জনমানবহীন। খাড়া পথ বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে বারবার হোঁচট খেতে হয় কাদামাখা লেপতোশক কিংবা পড়ে থাকা খেলনায়। যেন বেড়ি হয়ে বলতে চায়, ‘আমায় আর মাড়িয়ে যেও না প্লিজ...।’

ঠিক মাঝখানে ধ্বংসের দগদগে ক্ষত নিয়ে দাঁড়িয়ে টিনের চাল দেওয়া একটা ঘরের অর্ধেক অংশ। ধসে যাওয়া পাশের ঘরেই ‘মৃত্তিকাসমাধি’ হয়েছে একই পরিবারের চারজনের। কেউই অবশ্য বাড়ির সদস্য নন। স্বজন। বেড়াতে এসেছিলেন দশেরায়। কিন্তু প্রলয় প্রাণ কেড়েছে তাঁদের। কেউ বাঁচাতে পারেননি।

যে ঘরটা এখনও মাটি আঁকড়ে কোনওমতে দাঁড়িয়ে, সেই ঘরের দরজার বাইরে টাঙানো আরাধ্য দেবতার ছবি। সামনে ছোট্ট কাঠের পাটাতনে পোড়া সলতে বুকে নিয়ে প্রলয়ের সাক্ষী মাটির প্রদীপ।

এরপর দশের পাতায়

স্মৃতিচিহ্ন আগলে শপথ রাই হাউসে

শুভঙ্কর চক্রবর্তী ও দীপ সাহা

মিরিক, ৭ অক্টোবর : আটপৌরে তক্তপোশের উপর জমেছে কয়েকশো সাদা খাদা। একঝলক দেখলে মনে হচ্ছে সুন্দর করে যেন কেউ সাদা চাদর বিছিয়ে দিয়েছেন। তার পাশেই রাখা তুলসী গাছের তলায় টিমটিম করে জ্বলছে একটি তেলের প্রদীপ। যেন ঠাকুরঘর। অবশ্য, ঈশ্বরের দেশে যাঁরা পাড়ি দিয়েছেন তাঁদের ঠাকুরঘরেই থাকার কথা। তক্তপোশটা বিজেন্দ্র রাই ও ঊষা রাইয়ের বিয়ের স্মৃতি। টিনের চালাঘর ভেঙে পাকা দোতলা বাড়ি তৈরির সময় অনেককিছুই বদলেছে মিরিকের রাই পরিবারে, কিন্তু বদল হয়নি তক্তপোশটির। বড় মেয়ে নিশার আবদারে শনিবার রাতে নিজের ঘর ছেড়ে পাশের ঘরে ঘুমোতে গিয়েছিলেন বিজেন্দ্র ও ঊষা। তখনও জানতেন না প্রিয় তক্তপোশে আর ঘুমোনোর সুযোগ মিলবে না। ধসে চাপা পড়ে দুজনেরই মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের সঙ্গেই ঘুমের দেশে পাড়ি দিয়েছেন ছোট মেয়ে সতমা। বাবা-মাকে আর ফিরে পাবেন না নিশা। প্রিয় তক্তপোশই এখন তাঁর কাছে স্মৃতিচিহ্ন।

মঙ্গলবারও মিরিক লেকের ধারে থানা লাইনের রাই হাউসে দগদগে ছিল ধসের ক্ষত। কাদামাটি সরিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কাজ করছিলেন এনডিআরএফ-এর কর্মীরা। শোকের আবহে সান্ত্বনা দিতে ভিড় জমিয়েছিলেন বহু মানুষ আর একবার করে মাথা ঠেকাচ্ছিলেন তক্তপোশে। সেই তক্তপোশই যেন রাই দম্পতির জীবাশ্ম।

এরপর দশের পাতায়

ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে মিরিক। মঙ্গলবার। ছবি : দীপ সাহা

DHUPGURI MUNICIPALITY
AMADER PARA AMADER SAMADHAN'25

BOOTH NO.	ENIT NO. & ID	BOOTH NO.	ENIT NO. & ID
171	WBMAD/DHUPGURI/05/2025-26	176	WBMAD/DHUPGURI/20/2025-26
	2025_MAD_910463_1		2025_MAD_916231_1
	2025_MAD_910463_2		2025_MAD_916231_2
208	WBMAD/DHUPGURI/06/2025-26		2025_MAD_916231_3
	2025_MAD_912434_1		2025_MAD_916231_4
	2025_MAD_912434_2	183	WBMAD/DHUPGURI/21/2025-26
209	WBMAD/DHUPGURI/07/2025-26		2025_MAD_916425_1
	2025_MAD_912550_1		2025_MAD_916425_2
	2025_MAD_912550_2		2025_MAD_916425_3
210	WBMAD/DHUPGURI/08/2025-26	184	WBMAD/DHUPGURI/22/2025-26
	2025_MAD_914628_1		2025_MAD_916465_1
	2025_MAD_914628_2		2025_MAD_916465_2
205	WBMAD/DHUPGURI/09/2025-26		2025_MAD_916465_3
	2025_MAD_914727_1		2025_MAD_916465_4
	2025_MAD_914727_2	173	WBMAD/DHUPGURI/23/2025-26
206	WBMAD/DHUPGURI/10/2025-26		2025_MAD_916550_1
	2025_MAD_914795_1		2025_MAD_916550_2
207	WBMAD/DHUPGURI/11/2025-26		2025_MAD_916550_7
	2025_MAD_915070_1		2025_MAD_916550_8
	2025_MAD_915070_2		2025_MAD_916550_9
178	WBMAD/DHUPGURI/12/2025-26		2025_MAD_916550_10
	2025_MAD_915339_1	174	WBMAD/DHUPGURI/24/2025-26
	2025_MAD_915339_2		2025_MAD_916859_1
179	WBMAD/DHUPGURI/13/2025-26		2025_MAD_916859_2
	2025_MAD_915365_1		2025_MAD_916859_3
	2025_MAD_915365_2		2025_MAD_916859_4
188	WBMAD/DHUPGURI/14/2025-26		2025_MAD_916859_5
	2025_MAD_915420_1		2025_MAD_916859_6
	2025_MAD_915420_3		2025_MAD_916859_7
189	WBMAD/DHUPGURI/15/2025-26	187	WBMAD/DHUPGURI/25/2025-26
	2025_MAD_915481_1		2025_MAD_916945_1
	2025_MAD_915481_2		2025_MAD_916945_2
177	WBMAD/DHUPGURI/16/2025-26		2025_MAD_916945_3
	2025_MAD_915656_1		2025_MAD_916945_4
	2025_MAD_915656_2		2025_MAD_916945_5
	2025_MAD_915656_3		2025_MAD_916945_6
193	WBMAD/DHUPGURI/17/2025-26		2025_MAD_916945_7
	2025_MAD_916111_1		2025_MAD_916945_8
	2025_MAD_916111_2	172	WBMAD/DHUPGURI/26/2025-26
194	WBMAD/DHUPGURI/18/2025-26		2025_MAD_916996_1
	2025_MAD_916122_1		2025_MAD_916996_2
	2025_MAD_916122_2		2025_MAD_916996_3
	2025_MAD_916122_3		2025_MAD_916996_4
195	WBMAD/DHUPGURI/19/2025-26		2025_MAD_916996_5
	2025_MAD_916127_1		2025_MAD_916996_6
	2025_MAD_916127_2		2025_MAD_916996_7
			2025_MAD_916996_8

Sd/ -Chairperson.
BOA, Dhupguri Municipality

पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय
(नवोदय विद्यालय समिति की एक इकाई)
शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार
PM SHRI SCHOOL JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA
(A Unit of Navodaya Vidyalaya Samiti)
Ministry of Education, Department of School Education & Literacy, Govt. of India
बारोबिशा, अलीपुरद्वार, पश्चिम बंगाल-736207 Barobisha, Alipurduar, West Bengal-736207
Email: jnvalipurduar@gmail.com UDISE: 19220707304

F.No.F.1-3/JNVA/2025-26/ Dated: - 07.10.2025

PM SHRI SCHOOL
JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYABAROBISHA, ALIPURDUAR (W.B)
WALK-IN-INTERVIEW

PM Shri Jawahar Navodaya Vidyalaya, Barobisha, Alipurduar, West Bengal is going to appoint suitable candidate against the following post on contract basis against purely temporary vacancy for the session 2025-26, for which interview will be conducted in the Vidyalaya on 14.10.2025 at 10:30 am. Interested candidates can attend the Walk-In-Interview in the Vidyalaya with all original certificates of educational qualification and experience alongwith one set of Xerox copy of educational qualification & 02 sets of colour passport size photograph.

Sl.No.	Post	Eligibility Criteria	Remuneration	Duration
01.	PGT (Mathematics)	Integrated Post Graduate Course from NCTE recognized institution, in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate including B.Ed. component OR Master degree from a recognized institution with at least 50% marks in aggregate in the relevant subject concerned. AND B.E/d degree from NCTE recognized institution with at least 50% marks. OR Three year integrated B.Ed.-M.Ed. from NCTE recognized institution with at least 50 % Marks. OR Four years integrated degree with at least 50% marks form NCTE recognized institution including B.Ed. component. Desirable:- 1. Experience as PGT in the recognized institution in concerned subject. 2. Experience of working in a residential school. 3. Knowledge of Computer application.	35,750/-PM	The contract will be for a period up to 31.03. 2026 or till the regular incumbent joins whichever is earlier

PRINCIPAL

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা
বিবাহবার্ষিকীতে
শুভেচ্ছা জানাতে,
হবু জামাই অথবা
পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির
খোঁজ পেতে অথবা
শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে,
কখনও বা হারিয়ে যাওয়া
প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার
প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

স্ত্রীর স্মৃতিতে শ্মশানে বাগান

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৭ অক্টোবর : এ যেন এক অন্য দশরথ মাঝির গল্প। বালুরঘাটের ৬০ বছরের গণেশ বর্মন। না, তিনি স্ত্রীর স্মৃতিতে দশরথের মতো পাহাড় কাটেননি। তবে শ্মশানের ভেতরে তৈরি করে চলেছেন বিশাল ফুল ও ফলের বাগান। এই পর্যন্ত সব মিলিয়ে গণেশ অন্তত ৮০০টি গাছের চারা রোপণ করেছেন বালুরঘাট ব্লকের কাশিয়াডাঙ্গা শ্মশানে। এই বাগানই যেন হয়ে উঠেছে এক জীবন্ত স্মৃতিসৌধ। এখানেই শেষ নয়, একসময় এই শ্মশানে যাওয়ার রাস্তা ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। সেই জঙ্গল নিজের হাতে পরিষ্কার করে রাস্তা নির্মাণ করেছেন গণেশ।

গল্পের শুরু ৩ মাস আগে। যখন বালুরঘাটের বাওধারা গ্রামের বাসিন্দা গণেশের স্ত্রী সীতা বর্মন মারা যান। পরিজন ও প্রতিবেশীরা শেষকৃত্য করতে শ্মশানে দেহ নিয়ে যান বটে। কিন্তু দাহকার্যের জায়গায় পৌঁছাতে বেগ পেতে হয়েছিল সকলকে। কারণ তখন ভরা বর্ষা। বেড়ে উঠেছে ঝোপঝাড়। এর মধ্যে দিয়ে রাস্তা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে দুজনের কাঁধে করে তাঁর স্ত্রীর শব নিয়ে যাওয়া হয়। বাকিরা সাপ ও পোকামাকড়ের ভয়ে আর যেতে চাননি। বিষয়টি গণেশের মনে গভীর দাগ কাটে। স্ত্রী যখন চিতায় জ্বলছেন, ঠিক তখনই সংগোপনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন- স্ত্রীর স্মৃতিতে এই শ্মশানে এক মনোরম পরিবেশ গড়ে তুলবেন তিনি। দূর করবেন শ্মশানে যাতায়াতের সমস্যা।

দেরি করেননি তিনি। কয়েকদিন পরই গণেশকে দা, কোদাল হাতে শ্মশানে যেতে দেখে অবাক হয়েছিলেন অনেকেই। যখন কয়েকদিনের মধ্যেই শ্মশানের জঙ্গল পরিষ্কার হয়ে গেল, কারণটি আন্দাজ করতে পারলেন স্থানীয়রা। সকলের চোখের সামনেই শ্মশানের মধ্যে দিয়ে এক রাস্তা তৈরি করে ফেললেন তিনি। এখানেই থেমে থাকেননি গণেশ। তার পরে শুরু হয় শ্মশানের সৌন্দর্যায়ন। একে একে বিভিন্ন ফুল ও ফলের চারাগাছ নিয়ে শ্মশানে হাজির হতে থাকেন গণেশ। এমন উদ্যোগ দেখে তাঁর দু'-তিনজন বন্ধুও সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। ইতিমধ্যেই তিনি বকুল, শেফালি, গাঁদা সহ নানান ফুলের গাছ লাগিয়েছেন। সঙ্গে আম, রাজকুল সহ বিভিন্ন ফলের গাছ। নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করেই তাঁর এই উদ্যোগ।

আজ থেকে ২৮ বছর আগে গণেশের বিয়ে হয়েছিল। দম্পতির ৩ ছেলে। কেউ রাজমিস্ত্রি, তো কেউ কৃষিজীবী। এক মেয়ে ছিল, মারা গিয়েছেন। অভাবের সংসারে নামসংকীর্তন, গানবাজনা করেই দিন কাটত তাঁদের। ঈশ্বরে মগ্ন দুই প্রাণে ভালোবাসা ছিল অটুট। কিন্তু বিধি বাম। চলতি বছরেই সীতাদেবীর ক্যানসার ধরা পড়ে। তারপর আর বেশি সময় পাওয়া যায়নি।

শ্মশানে বাগান তৈরিতে ব্যস্ত গণেশ বর্মন।

> কোনও ফুলের চারা ১০০ টাকায় তো কোনও ফলের গাছ ২০০ টাকায় কিনে লাগিয়েছি। অর্থ শেষ হয়ে এলে ভিক্ষা করে হলেও স্ত্রীর স্মৃতিতে বাগান তৈরি করে যাব।
>
> **গণেশ বর্মন**

সাফারি খুলতেই পর্যটকদের ভিড়

ডলোমাইটে ক্ষতিগ্রস্ত ঘাসজঙ্গল

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৭ অক্টোবর : দু'দিন বন্ধ থাকার পর বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে ফের জঙ্গল সাফারি শুরু হল। মঙ্গলবার রাজাভাতখাওয়া ও জয়ন্তী দুই কাউন্টার থেকে সাফারি হয়। সকাল ও বিকেলে সাফারির প্রায় সবগুলি গাড়ি পর্যটকে ভর্তি ছিল। তবে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের হাতি ও জিপসি সাফারি নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। কবে সাফারি খুলবে তা এখনও নিশ্চিত নয়। জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জঙ্গল পর্যবেক্ষণের পর সাফারি চালু নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে। কারণ জলদাপাড়ায় যেমন সাফারির রাস্তা বৃষ্টিতে বেহাল হয়েছে, তেমনি কয়েকটি গাছ ভেঙেছে। এছাড়া হলং নদীর উপর সেতু ভেঙে গিয়েছে।

জলদাপাড়ার জাতীয় উদ্যানের বিভিন্ন জায়গায় ঘাসজঙ্গল নষ্ট হয়েছে। শিলতোর্ষা, শিসামারা, হলং ও কালজানি নদীতে ভুটান থেকে আসা ডলোমাইটমিশ্রিত জলে ঘাসজঙ্গল ক্ষতিগ্রস্ত। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ডিএফও পারভিন কাশোয়ান বলেন, 'ঘাসজঙ্গলের ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ কতটা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সবকিছু দেখার পর বিস্তারিত বলা যাবে।'

আলিপুরদুয়ার জেলার যেসব বন্যপ্রাণী জঙ্গল থেকে বেরিয়েছিল সেগুলিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু কোচবিহার জেলায় এখনও কয়েকটি বুনো থাকতে পারে বলে অনুমান। সোমবার সারারাত অভিযান চালিয়ে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে ঢোকা তিনটি গন্ডার বনকর্মীরা জঙ্গলে ফিরিয়েছেন।

বক্সায় ২৭ মাইল, ২৬ মাইল ও শিকারি রোডের সাফারির আরও বেশি বেহাল হয়েছে। বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি (পূর্ব) দেবাশিস শর্মার কথায়, 'কোন জায়গায় কী ক্ষতি হয়েছে সেটা দেখা হচ্ছে।'

বক্সায় ফের জঙ্গল সাফারি।

বক্সার পর্যটন ব্যবসায়ীরা রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। বক্সার ট্যুরিস্ট গাইড শেখর ভট্টাচার্য জানান, রাস্তা খারাপের বিষয়টি বন দপ্তরকে জানানো হয়েছে। তারা বিষয়টি দেখবে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় কাটিয়ে এদিন বক্সায় সাফারি খুলতেই পর্যটকরা তা উপভোগ করেন। বেশ কয়েকজন পর্যটক সাফারি চালুর অপেক্ষা করছিলেন। এদিন সকালে সাফারি চালুর খবর আসতেই সাফারি কাউন্টারগুলিতে পর্যটকদের ভিড় দেখা যায়। এদিকে, জলদাপাড়ার বিভিন্ন কাউন্টারে দ্রুত সাফারি চালুর দাবি উঠছে।

অন্য রুটে ট্রেন

আলিপুরদুয়ার, ৭ অক্টোবর : ভারী বৃষ্টি ও রেইনকাটজনিত সমস্যার জন্য বুধবার তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেস, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, নর্থ-ইস্ট এক্সপ্রেস, সরাইঘাট এক্সপ্রেস, অমরনাথ এক্সপ্রেস, ব্রহ্মপুত্র মেল, ডিব্রুগড় লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস, বন্দে ভারত সহ ১১টি ট্রেন রুট বদল করে চালানো হবে। ট্রেনগুলিকে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন থেকে মেইন লাইনের বদলে মাথাভাঙ্গা-চ্যাংরাবান্ধা রুট দিয়ে চালানো হবে বলে খবর। অন্যদিকে, আলতাগ্রাম ও বেতগাড়ায় রেইনকাটে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা বুধবার পরিদর্শন করবেন রেল আধিকারিকরা।

ইঞ্জিন বিকল

ইসলামপুর, ৭ অক্টোবর : ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় গুঞ্জরিয়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় মঙ্গলবার প্রায় দু'ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে আপ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস। স্বাভাবিকভাবেই ট্রেনযাত্রীদের ভোগান্তিতে পড়তে হয়। বিষয়টি জানতে পেরে রেল কর্তৃপক্ষ অন্য একটি ইঞ্জিন পাঠিয়ে দেয়। সেই ইঞ্জিন লাগানো হলে ট্রেন গন্তব্যের দিকে রওনা দেয়। আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশনের ম্যানেজার বিকে সিং বলেন, 'ইঞ্জিনের পাওয়ারে সমস্যা হয়েছিল। ফলে ট্রেনটি দাঁড়িয়েছিল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্রুত পদক্ষেপে অন্য ইঞ্জিন পাঠিয়ে ট্রেনটি আবার রওনা করানো হয়।'

তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. টিএসকে/ইএনজিজি/৫৫ অব ২০২৫, তারিখ : ২৯-০৯-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। আইটেম নং.১, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: তিনসুকিয়া ডিভিশনে:- চালখোয়া-ধামালগাঁও-মোরানহাট(এসএল)-টিএসআর(পি)-৪২.০০০ টিকেএম। টেন্ডার মূল্য: ১১,৯২,৯৭,৪৫৯ টাকা; বায়নার ধন: ৭,৪৬,৫০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২১-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ২১-১০-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৫-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http//www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্ক)/তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. টিএসকে/ইএনজিজি/৫৬ অব ২০২৫, তারিখ : ২৯-০৯-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। আইটেম নং ১, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: তিনসুকিয়া ডিভিশনে:- ডিব্রুগড়-ধামালগাঁও-মোরানহাট-টিটিআর (টিডব্লিওএস +ডব্লিওসিএমএসসি)-৯১ সেট এবং ডিব্রুগড় টাউন-তিনসুকিয়া টিটিআর (এফএস+টিডব্লিওএস+ ডব্লিওসিএমএসসি)-৭৪ সেট। টেন্ডার মূল্য: ১২,২০,০০,৯৮৬ টাকা; বায়নার ধন: ৭,৬০,০০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২১-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ২১-১০-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৫-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্ক)/তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ০৫-জিএসইউ-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখ ০৪.১০.২০২৫। চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার/জিএসইউ, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : টেন্ডার নং : ৫-জিএসইউ-এমএলডিটি-২৫-২৬। কাজের নাম : পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিশনের অধীনে কুমারগঞ্জ, গাঙ্গুয়ারা, গণ্ডামা ও পাকুড়ওয়ারা রোড স্টেশনে হল্ট স্টেশনকে ক্রসিং স্টেশনে পরিবর্তনের জন্য আর্থওয়ার্ক ইন এমব্যাঙ্কমেন্ট, ব্লাঙ্কেটিং, মাইনর ব্রীজের, ফুট ওভার ব্রীজের সম্প্রসারণ এবং পি.ওয়ে কাজের ব্যবস্থার জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান : ৪৩,৫৯,৬৬,৭৪০.৯৪ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ : ২৮.১০.২০২৫। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in (MLD-190/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিভিন্ন প্রকার বগের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-১৫-২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. এপি-ইএল-টিআরডি-১৫-২৫-২৬। কাজের নাম: নিউ চ্যাংরাবান্ধা-নিউ কোচবিহার (এসএল)-টিএসআর (পি) র সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকারের বগের ব্যবস্থা করা- আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের ৩৬.০০০ টিকেএম। টেন্ডার রাশি: ১৯,১৬,৩২৬.০৬/- টাকা। বায়না রাশি: ৩৮,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৩-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জোন্ট ডিইই/টিআরডি, ওপি এন্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:
১) ই-টেন্ডার নম্বর : ডিবি২৫৫৬৬২, তারিখ : ২৬-০৯-২০২৫; আইটেমের বর্ণনা : প্রেরকের স্থানে কোচগুলিতে অ্যান্টি-থেফট মেকানিজম সহ (স্থানের তালিকা এবং তাদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ সংযুক্তিতে সংযুক্ত করা হয়েছে) ০৬ কেজি পোর্টেবল স্টোরেজ প্রেসার ডিসিপি টাইপ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সরবরাহ এবং ফিটমেন্ট, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য সহ অ্যান্টি-থেফট মেকানিজম সম্পূর্ণভাবে আরসিএফ স্পেসিফিকেশন নং এমডিটিএস-৪৬২৭০ 'রেভ-০৩' অনুসারে যেটি নথি হিসেবে সংযুক্ত। দ্রষ্টব্য: দরদাতাদের আরসিএফ স্পেসিফিকেশন নং এমডিটিএস ৪৬২৭০ রেভ-০৩ -এর বিভিন্ন অনুচ্ছেদে চাওয়া অফার ডকুমেন্ট সহ জমা দিতে হবে। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৮৪ মাস]। পিএল কোড (গ্রুপ) : ৮৬০১০৮৪৫০০১৩; মোট পরিমাণ : ২০০০ টি। বায়না মূল্য : ২,৪২,১৪০/- টাকা; ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ২২-১০-২০২৫ তারিখে ১৪:৩০ টায়।
বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in দেখুন।
ডেপুটি সিএমএম/ডি/ডিব্রুগড় টাউন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রবিনা ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর

নিউজ ব্যুরো, ৭ অক্টোবর : বলিউড আইকন রবিনা ট্যান্ডন ও তাঁর মেয়ে রাশা থাদানিকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর করল দেশের অন্যতম গয়না ব্র্যান্ড, রিলায়েন্স জুয়েলস। দীপাবলির আগে এই ঘোষণার মাধ্যমে রিলায়েন্স জুয়েলস বাজারে তাদের উৎসব সংগ্রহের সূচনা করতে চলেছে।

এক প্রজন্ম থেকে অপর প্রজন্মে গয়নার ব্যবহারকে তুলে ধরতে মা ও মেয়ের এই জুটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৯৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২০৫৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৪৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৫০১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৫০২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

অ্যাফিডেভিট

আমার জন্মের সার্টিফিকেটে মায়ের নাম লুৎফা বিবি থাকায় দিনহাটা JM (1st cl.) কোর্টে 26/09/25, 1189 নং অ্যাফিডেভিট বলে গালো বেওয়া হল। রমজান আলী, বড় ফলিমারী, দিনহাটা। (S/M)

●

আমি সাব্বির হোসেন মোল্লা, পিতা মাহাবুর মোল্লা, গ্রাম দাউদপুর, পোঃ আঙ্গিনা, থানা- কুমারগঞ্জ, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর। আমার আধার কার্ড, বার্থ সার্টিফিকেট ইত্যাদিতে নাম সঠিক আছে। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন, অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশীট, সার্টিফিকেটে ভুলবশত আমার বাবার নাম মাহাবুর রহমান মোল্লা লেখা রয়েছে। এই অবস্থায় গত 18.08.2025 বালুরঘাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, দক্ষিণ দিনাজপুরের অ্যাফিডেভিট বলে আমার পিতা মাহাবুর মোল্লা ও মাহাবুর রহমান মোল্লা এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিগনিত হয়েছেন। (C/118482)

●

I, Sikha Das (good name), W/o Suvash Chandra Das, am a resident of Shyam Sree Maa Sarani Road, near St Joseph School, Nabagram Road, Nabagram, Ward No. 33 of S.M.C., P.O. Bhaktinagar, P.S. Bhaktinagar, Dist Jalpaiguri, Pin 734007. I am also known as Rama Das (nick name). I declare before the court of Ld. Executive Magistrate Public at Siliguri vide affidavit no. 13AB 036456 dated 10.11.2017 that Sikha Das (good name) & Rama Das (nick name) both are same & one identical person. (C/118483)

NOTICE

E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide N.I.T. No. 20/DEV/PHD/APAS/JNGP/2025-26 dated 05.10.2025 Last date for Submission of Bids- 21/10/2025 at 03.00 P.M. And NIT No 21/DEV/PHD/APAS/JNGP/2025-26 NIT No- 22/DEV/PHD/APAS/PBGP/2025-26, Date- 06/10/2025. Last date for Submission of Bids- 24/10/2025 at 03-00 P.M. Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/- Block Development Officer,
Phansidewa Development Block

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ৭৬-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এসএসই/পি-ওয়ে/নর্থ লখিমপুর/ওয়েস্ট-এর অধিক্ষেত্রের অধীনে ১৫.২ কিমি কাজের সেস মেরামত। টেন্ডার মূল্য: ৩,৯১,৬৭,২৫৬.৯৯ টাকা; বায়নার ধন: ৩,৪৫,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২১-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ২১-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডের কাজের জন্য M/F লোক চাই, লোকেসান শিবমন্দির -শিলিগুড়ি-বিধাননগর। M- 9679368850. (M/M)

●

শিলিগুড়ি লোকালে ও রায়গঞ্জের জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই (থাকা ফ্রি + খাওয়ার ব্যবস্থা)। M -8797633557, 9832489908 (C/118327)

অ্যাফিডেভিট

আমার কন্যা Priyanka Biswas র জন্মের শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকার জন্য গত ইং ২২-০৯-২০২৫ তাং J.M. 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Amita Bhadra(Biswas এবং Tandra Biswas এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/118510)

●

আমার পুত্র Sangram Biswas র জন্মের শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকার জন্য গত ইং ২২-০৯-২০২৫ তাং J.M. 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Amita Bhadra(Biswas) এবং Tandra Biswas এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/118510)

●

ভুলবশতঃ রেশন কার্ডে আমার নাম মুদ্রিত হয়েছে Jahanaf Khatun. গত 25.9.25 তারিখে ইসলামপুর কোর্টের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাফিডেভিট করে আমার আসল নাম Kasim Ali নামে পরিচিত হলাম। উল্লেখ্য Kasim Ali ও Jahanaf Khatun একই ব্যক্তির নাম। -Kasim Ali.(S/N)

●

আমি রফিকুল ইসলাম। পিতা স্বর্গীয়, বিঃ মহম্মদ, গত 26.09.2025 শিলিগুড়ি নোটারি কোর্ট থেকে অ্যাফিডেভিট করে রফিকুল রহমান এবং পিতা স্বর্গীয় বিসারত মহম্মদ হলাম। Licence No- WB 7319900241847. (C/118481)

●

আমার পুত্র Anal Kumar Biswas-র জন্মের শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকার জন্য গত ইং ২২-০৯-২০২৫ তাং J.M. 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Amita Bhadra (Biswas) এবং Tandra Biswas এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/118510)

●

ভোটার কার্ড নং WB/01/004/327083 আমার নাম ভুল ছাপায় গত 26.9.25, J.M, 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Nani Gopal Bir এবং Gopal Chandra Bir এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার সঠিক নাম Nani Gopal Bir উল্লেখিত ভোটার কার্ডে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই হলফনামা পেশ করলাম। বনচুকামারী, পোঃ খারিজা, কাকড়িবাড়ী, থানা- পুণ্ডিবাড়ী, জেলা- কোচবিহার। (C/118130)

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ সুয়োরানি দুয়োরানি, দুপুর ১২.০০ গুরুদক্ষিণা, ২.৩০ তোমায় পাব বলে, বিকেল ৫.০০ শিমুল পারুল, রাত ১১.০০ শিবপুর
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ পরিবার, দুপুর ১২.৩০ মহাগুরু, বিকেল ৫.০০ বন্ধন, সন্ধে ৭.০০ তুলকালাম, রাত ৯.৪৫ রণক্ষেত্র
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বন্দিনী কমলা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ স্ত্রীর মর্যাদা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ রূপসী দোহাই তোমার
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৪৫ ক্র্যাক, দুপুর ২.২২ স্যামি-টু, বিকেল ৪.৫৮ হিন্দুস্তানি জানবাজ, সন্ধে ৭.৩০ মুম্বই কি কিরণ বেদি, রাত ১০.২২ ভূতমামা
জি ক্লাসিক : দুপুর ১২.০৮ সঙ্গম, বিকেল ৪.০৭ অন্ধেরি রাত মেঁ দিয়া তেরে হাত মেঁ, সন্ধে ৭.০০ পেয়ার ঝুকতা নেহিঁ, রাত ৯.৫৯ চলতি কা নাম গাড়ি
এমএনএক্স : দুপুর ১২.৫৮ ট্রেসার্স, ২.৩৩ এজ অফ টুমরো, বিকেল ৫.৪১ স্ট্রিট ডান্স-টু, সন্ধে ৭.০৬ ওয়েডিং ক্র্যাশার্স, রাত ৯.০০ স্পেকচার, ১১.২৩ গিয়ালো

পেয়ার ঝুকতা নেহিঁ
সন্ধে ৭.০০ জি ক্লাসিক

প্ল্যানেট আর্থ-থ্রি রাত ৮.২৯
সোনি বিবিসি আর্থ

মহাগুরু দুপুর ১২.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আলস্যের কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে মনোমালিন্য। বৃষ : লটারিতে অর্থ নষ্ট। কোনও কারণে কাছের লোকের দ্বারা হেনস্তা হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। মিথুন : সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ থেকে সাবধান। ব্যবসায় অর্থলগ্নি না করাই ভালো। কর্কট : জীবিকার ক্ষেত্রে মানসিক চাপ বাড়বে। প্রেমের ক্ষেত্রে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির উসকানিতে সমস্যা হতে পারে। সিংহ : রাজনৈতিক নেতাদের সম্মান বাড়লেও খুব মেপে কথা বলুন। নিজের অধিকার লাভের জন্য সংসারে অশান্তি হবে। কন্যা : কোনও গোপন প্রকাশ্যে আসায় দাম্পত্যে অশান্তি হতে পারে। পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে কথা বলুন। তুলা : অপরিচিত কোনও ব্যক্তির প্ররোচনায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমস্যা। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়লেও, সুখবর পাবেন। বৃশ্চিক : বেহিসেবি খরচে রাশ টানার চেষ্টা করুন। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রায় বাধা কাটবে। ধনু : যেচে কাউকে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। মকর : মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। উচ্চপদস্থ কোনও ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনায় উপকৃত হবেন। অর্থভাগ্য ভালো। কুম্ভ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের আগে অভিজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। পরিবারের সকলের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলার চেষ্টা করুন। মীন : কোনও সম্পর্ক নিয়ে পরিস্থিতি জটিল হতে পারে। সম্পদ নিয়ে কেনাবেচায় লাভবান হতে পারেন। সর্দিজ্বরে ভোগান্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২১ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ১৬ আশ্বিন, ৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১ আহিন, সংবৎ ১/২ কার্তিক বদি, ১৫ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৪, অঃ ৫।১৬। বুধবার, প্রতিপদ দিবা ৭।২৬ পরে দ্বিতীয়া শেষরাত্রি ৫।১০। অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ২।১০। ব্যাঘাতযোগ দিবা ৮।৫১। কৈলবকরণ দিবা ৭।২৬ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৬।১৮ গতে গরকরণ শেষরাত্রি ৫।১০ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ২।১০ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ৭।২৬ গতে শেষরাত্রি ৫।১০ মধ্যে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্ব্বে, দিবা ৭।২৬ গতে উত্তরে, শেষরাত্রি ৫।১০ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৮।৩০ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১১।২৫ গতে ১২।৫৩ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৩০ গতে ৪।২ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বীতিয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ত্র্যহস্পর্শ, স্নানদানে সহস্রগুণ ফল। ভারতীয় বায়ুসেনা দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩০ মধ্যে ও ৭।১৫ গতে ৭।৫৯ মধ্যে ও ৭।১৩ গতে ১২।২৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৭ গতে ৬।৪৮ মধ্যে ও ৮।২১ গতে ৩।১১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৩০ গতে ৭।১৫ মধ্যে ও ১।১২ গতে ৩।২৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সাজাব যতনে।। *মালদা টাউন স্টেশনে। মঙ্গলবার। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ*

ভালো নেই, জানালেন খগেন

‘সামান্য আঘাত’ মন্তব্যে বিতর্কে মমতা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : নাগরাকাটায় হামলায় জখম মালদা (উত্তর)-এর সাংসদ খগেন মুর্মুকে দেখতে মঙ্গলবার হাসপাতালে গেলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই হাসপাতালে থাকলেও শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষকে তিনি দেখতে যাননি। তবে, সাংসদের ছেলে হাসপাতালে থাকলেও এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি কথা বলেননি। মুখ্যমন্ত্রী সাংসদের কাছেই জানতে চান, ‘কেমন আছেন।’ মাথা নাড়িয়ে সাংসদ উত্তর দেন, ‘ভালো নেই।’ এরপর মুখ্যমন্ত্রী জানতে চান ব্লাড সুগারের চিকিৎসা কোথায় করাচ্ছেন।’ খগেন জবাব দেন, ‘দিল্লি এইমসে।’ মুখ্যমন্ত্রী জানতে চান, ‘মালদায় এত বড় হাসপাতাল বানিয়ে দিয়েছি, সেখানে কেন চিকিৎসা করাচ্ছেন না?’ ওই প্রশ্নের জবাব দেননি সাংসদ। এরপরই শুভকামনা জানিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী। হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, ‘খুব সামান্য আঘাত লেগেছে। কানের পাশে হালকা লেগেছে। আসলে উনি ডায়াবিটিসের রোগী। তাই চিকিৎসকরা অবজার্ভেশনে রেখেছেন।’

মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, ‘মানুষ কোনও অসুস্থকে দেখতে এলে মনুষ্যত্বের খাতিরেও এসব কথা বলেন না। চিকিৎসকরা বলছেন আঘাত গুরুতর আর উনি বলছেন কিছু হয়নি।’

সোমবার নাগরাকাটায় বন্যায় বিপর্যস্ত এলাকা দেখতে গিয়ে আক্রান্ত হন খগেন এবং শংকর। পাথরের ঘায়ে চোখের নীচে চোট লাগে খগেনের। তাঁর চোখের নীচে হাড় ভেঙেছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ছয় সপ্তাহ তাঁকে কথা না বলে থাকতে হবে। নয়তো অস্ত্রোপচার করতে হবে।

দলের সাংসদ এবং বিধায়কের ওপর হামলার ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করতে চলেছে রাজ্য বিজেপি। বামনডাঙ্গার যে

খগেন মুর্মুর খোঁজ নিচ্ছেন শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। -সংবাদচিত্র

এলাকায় সাংসদ এবং বিধায়কের ওপর হামলা হয়েছে সেই এলাকা দলের নাগরাকাটা-১ মণ্ডলের অধীনে। সেখানকার মণ্ডল সভাপতিকে মামলা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্য বিজেপির যুগ্ম অবজাভর্স তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবকে শিলিগুড়িতে পাঠিয়েছে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সব হিসেব বুঝে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বিজেপির দাবি, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই হামলায় জড়িত। ডাকবেন আপনাদের।’ শুভেন্দুর ধারণা, ‘এই হামলার পেছনে বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা জড়িত থাকতে পারে। ২০২৬-এ এই ঘটনার বদলা নেওয়া হবে। আমাদের সরকার আসার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পদক্ষেপ করা হবে।’ এদিন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবও মাটিগাড়ার বেসরকারি হাসপাতালে এসেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, ‘২০২৬-এ মানুষ এর জবাব দেবে। মানুষকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আমরা বদল আনব।’

সরাসরি বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা এই ঘটনায় যুক্ত থাকতে পারে বলে মনে করছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর কথাকে সমর্থন করে এনআইএ কিংবা সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, ‘জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি দিল্লি যাওয়ার জন্য ব্যাগ গুছিয়ে রাখুন। স্পিকার

বালুরঘাটে একরাতে চার দোকানে চুরি

বালুরঘাট, ৭ অক্টোবর : পুজোর পর বালুরঘাটের গ্রামাঞ্চলে চোরের উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। বিবেকানন্দপল্লি এলাকার পর, সোমবার রাতে চকভৃগু গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্দ্রদৌল্লা হাটখোলা এলাকাতে চুরি হয়। রাতের অন্ধকারে ওই এলাকার পরপর চারটি দোকানে চুরি হয়। মোবাইল, কাপড়, ওষুধ ও সোনার দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। এরমধ্যে সোনার দোকানটি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল। মঙ্গলবার সকালে দোকান খুলতে গিয়ে চুরির বিষয়টি লক্ষ করেন ব্যবসায়ীরা।

প্রতিটি দোকানের টিন কেটে দুষ্কৃতীরা ভেতরে প্রবেশ করেছিল। তারপর তারা দোকানের বেশ কিছু সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয়। সব মিলিয়ে কয়েক হাজার টাকার সামগ্রী চুরি গিয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

এরপর স্থানীয় ব্যবসায়ীরা মঙ্গলবার দুপুরে গণস্বাক্ষরযুক্ত একটি অভিযোগপত্র বালুরঘাট থানায় জমা দেন। রাতে এলাকায় পুলিশি নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

কাপড় ব্যবসায়ী তপনকুমার ঘোষ বলেন, ‘এই বাজার চত্বরে জুয়া ও মদের ঠেক বসে। এই ঠেক বন্ধ না করলে আগামীতে চুরির ঘটনা আরও বাড়বে।’ ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, রাতে দোকান বন্ধ করে শান্তিতে বাড়িতে থাকতে পারছেন না তাঁরা। সকালে ভয়ে ভয়ে দোকান খুলছেন। ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

জিএসটি সচেতনতা

বালুরঘাট, ৭ অক্টোবর : ২২ সেপ্টেম্বর থেকে দেশজুড়ে জিএসটি’র নতুন হার কার্যকর হয়েছে। নতুন জিএসটি’র হার নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে। মঙ্গলবার বালুরঘাটের বিশ্বাসপাড়া এলাকায় বিজেপির বালুরঘাটের টাউন মণ্ডলের তরফ থেকে জিএসটি নিয়ে সচেতনতার অভিযান চালানো হয়।

সাধারণ মানুষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার জিএসটি’র হার অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের কী কী সুবিধা হবে কিংবা ব্যবসায়ীরা পুরোনো জিএসটি’র হারে সামগ্রী কিনে সেই টাকা কীভাবে ফেরত পাবেন, সেই বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এই কর্মসূচির আয়োজন বলে বিজেপির তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপি’র সহ সভাপতি পিন্টু সরকার, বালুরঘাট টাউন মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ রজক, বালুরঘাট টাউন মণ্ডলের সহ সভাপতি সঞ্জয় দেব প্রমুখ। এদিন বালুরঘাট বিশ্বাসপাড়া মোড় থেকে শুরু হয়ে গোটা বালুরঘাট বাজার এলাকায় সচেতনতা অভিযান চলে।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভয় দেখানোর অভিযোগ

শারদ সম্মান প্রত্যাখ্যান

বিধান ঘোষ

হিলি, ৭ অক্টোবর : এবছর বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের উদ্যোগে তাঁর লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তাদের সাংসদ শারদ সম্মান দেওয়া হয়। সোমবার সেই সাংসদ শারদ সম্মান প্রত্যাখ্যান করল হিলি ব্লকের ৫ নম্বর জামালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মানিকো অঞ্চল মোড় বারোয়ারি দুর্গাপুজো কমিটি।

ওইদিন রাতে সাংবাদিক সম্মেলন করে ওই পুজো উদ্যোক্তারা দাবি করেন, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করেও তাঁদের পুজোকে সাংসদ শারদ সম্মানের তৃতীয় স্থানে ভূষিত করা হয়েছিল। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁদের শারদ সম্মান দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। সেজন্য ওই সম্মান তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

পুজো কমিটির সম্পাদক সুজন মণ্ডল বলেন, ‘আমরা সাংসদ শারদ সম্মানে অংশগ্রহণ করিনি। স্থানীয় বিজেপি জনপ্রতিনিধি জানান, আমাদের পুজো ওই শারদ সম্মানে তৃতীয় হয়েছে। আমাদের পাশে ৭০ থেকে ৭৫ বছর ধরে একটি পুজো হচ্ছে। সেখানে বিজেপির লোকজন রয়েছেন। অথচ তাঁদের না দিয়ে মাত্র ২৩ বছরে পদার্পণ করা আমাদের পুজোকে ওই সম্মান দিচ্ছে। এতে অবাক হয়েছি। তাই আমরা সুকান্ত মজুমদারের শারদ সম্মান প্রত্যাখ্যান করছি। পুজোর জন্য রাজ্য সরকারের ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা পেয়েছি। তা পেয়ে আমরা উচ্ছ্বসিত।’

এদিকে সাংসদ শারদ সম্মান ফিরিয়ে দিতেই তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, সাংসদের ওই শারদ সম্মান প্রত্যাখ্যানের পিছনে তৃণমূলের প্রভাব রয়েছে। পালটা বিজেপির অভিযোগ অস্বীকার করেছে ঘাসফুল শিবির।

এবছর সুকান্ত মজুমদার সাংসদ শারদ সম্মানের ঘোষণা করেন। সেখানে ১টি করে ট্রফি সহ প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে যথাক্রমে ৩০ হাজার, ২০ হাজার এবং ১০ হাজার টাকা ঘোষণা করা হয়। প্রতিটি ব্লকে পুজো উদ্যোক্তাদের নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে এতে অংশগ্রহণ করতে বলা হয়েছিল। তারপরেই সাংসদ নিযুক্ত বিচারকমণ্ডলীরা পুজোমণ্ডপ পরিদর্শন করেন। এরপর ষষ্ঠীর দিন সাংসদ শারদ সম্মানের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী পুজো কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়।

বাগযুদ্ধ

- এবছর দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে সাংসদ শারদ সম্মান পুরস্কার দেন সুকান্ত মজুমদার
- সোমবার সেই সম্মান প্রত্যাখ্যান করল হিলির একটি পুজো কমিটি
- প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করেও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁদের সম্মান দেওয়া হয়েছে বলে দাবি উদ্যোক্তাদের
- পালটা তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভয় দেখানোর অভিযোগ সাংসদের

সাংসদ সুকান্ত মজুমদার বললেন, ‘আমরা যেচে কাউকে শারদ সম্মান দিইনি। যদি সম্মান না-ই নেবে, তাহলে ওরা ফর্ম ফিলআপ কেন করেছিল। তৃণমূলের চাপে তারা সম্মান প্রত্যাখ্যান করেছে।’

তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়ালের বক্তব্য, ‘তৃণমূলের ওপর যে দোষ চাপানো হয়েছে তা ভিত্তিহীন। সাংসদের সম্মান কারা গ্রহণ করবে, আর কারা প্রত্যাখ্যান করবে সেটা সম্পূর্ণ ক্লাবগুলির ব্যাপার। রাজ্য সরকার পুজো কমিটিগুলিকে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা দিয়েছে। এর পাশাপাশি ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র জেলার ২৫০টি ক্লাবকে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা করে দিয়েছেন। এরপরও যদি কেউ সাংসদের শারদ সম্মান না নিতে চায়, সেটা তাদের ব্যাপার। আমরা কিছু বলিনি।’

কাজীভাগ গ্রামে রাস্তা সংস্কার চলছে। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

শিক্ষকের উদ্যোগে রাস্তা সংস্কার

মণিশংকর ঠাকুর

তপন, ৭ অক্টোবর : তপন ব্লকের কাজীভাগ গ্রাম এলাকায় সৎসঙ্গ বিহার আশ্রমের পাশ দিয়ে তপন হাইস্কুল ও ন্যাথানিয়াল মুর্মু মেমোরিয়াল কলেজ যাবার বাইপাস সিসি রোডটি দীর্ঘদিন ধরেই পড়ে আছে বেহাল অবস্থায়। রাস্তার বেহাল অবস্থার কথা বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও সুরাহা মেলেনি। প্রশাসনের কাছ থেকে কোনওরূপ সাহায্য না পেয়ে মঙ্গলবার নিজেই রাস্তা সংস্কারের কাজে নামলেন ওই গ্রামের বাসিন্দা তথা তপন হাইস্কুলের শিক্ষক অলোক সরকার। অলোক এদিন নিজের উদ্যোগে শ্রমিক লাগিয়ে রাস্তাটির সংস্কারকাজ শুরু করেন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয়রাও শিক্ষকের এই মহৎ উদ্যোগের পাশে দাঁড়ান।

এই প্রসঙ্গে অলোক বলেন, ‘রাস্তার এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে পড়ুয়াদের অত্যন্ত অসুবিধার মুখে পড়তে হত। প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারেন তাই আমি নিজেই রাস্তা সারাইয়ের উদ্যোগ নিয়েছি।’ তিনি যোগ করেন, ‘আমি আলাদা কিছু করিনি। এটা তো আমাদের সকলের সামাজিক

> রাস্তার এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে পড়ুয়াদের অত্যন্ত অসুবিধার মুখে পড়তে হত। প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারেন তাই আমি নিজেই রাস্তা সারাইয়ের উদ্যোগ নিয়েছি।
>
> **অলোক সরকার**
> *তপন হাইস্কুলের শিক্ষক*

দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।’ স্থানীয় শিক্ষক যখন নিজের সামাজিক দায় স্বীকার করে রাস্তা সংস্কার করছেন, তখন শুকনো আশ্বাস ছাড়া প্রশাসনের কাছে এই সমস্যার কোনও উত্তর নেই। এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ৬ নম্বর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাবিনা টুডু বলেন, ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পের আওতায় ওই রাস্তা সংস্কারের কাজ নথিভুক্ত করা আছে। খুব তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ রাস্তাটি নতুনভাবে সংস্কার করা হবে।’

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তপন হাইস্কুল ও ন্যাথানিয়াল মুর্মু মেমোরিয়াল কলেজ যাবার বাইপাস সিসি রোডটি বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রাস্তাটির একাধিক জায়গায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। বৃষ্টি হলেই সেই গর্তে জল জমে চলাচল প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ত। প্রতিদিন ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগের মুখে পড়তে হত, এমনকি অনেক পথচারী পড়ে গিয়ে আহতও হয়েছেন। প্রশাসনকে একাধিকবার জানানো হলেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ। অবশেষে স্থানীয় শিক্ষক অলোকের এই উদ্যোগের ফলে গ্রামবাসীরা স্বস্তি পেয়েছেন। তপন হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র সাহেব প্রামাণিকের কথায়, ‘বৃষ্টি হলে ওই রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যাওয়া যায় না। বর্ষাকালে অনেক ঘুরে স্কুলে যেতে হত। স্যর এদিন উদ্যোগ নিয়ে রাস্তা ঠিক করায় আমাদের স্কুল এবং টিউশনে যেতে সুবিধা হবে।’ অলোকের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে স্থানীয় বাসিন্দা স্বপন বর্মন বলেন, ‘একজন শিক্ষক নিজের উদ্যোগে রাস্তাঘাট মেরামত করছেন এটা সত্যিই অনুপ্রেরণা জোগায়।’

শিক্ষক সামাজিক দায় স্বীকার করে রাস্তা সংস্কার করছেন। আর তার ঠিক বিপরীতে প্রশাসনের এই উদাসীনতা সাধারণের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে আইনি চিঠি

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ৭ অক্টোবর : কুশমণ্ডি ব্লকের বড়ইল অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে একাধিক অভিযোগে সরব হলেন গ্রামের বাসিন্দারা। তাঁদের মধ্যে অনেকে অভিভাবকও ছিলেন। ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৯৬ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। শিক্ষক রয়েছেন ৫ জন।

বড়ইল গ্রামের হরিশ সরকার নামে এক অভিভাবক বলেন, ‘সম্প্রতি বিদ্যালয় সংস্কার করার জন্য সর্বশিক্ষা মিশন থেকে লক্ষাধিক টাকা দেওয়া হয়। প্রধান শিক্ষক শিবেন সরকার সেই টাকার কাজ শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন। কিন্তু কী কাজ হয়েছে সেটা তিনি বলেননি।’ তাঁর আরও অভিযোগ, ‘বাথরুমের দরজা নেই, টয়লেটের অবস্থা শোচনীয়, এমনকি অফিসরুমের ছাদ দিয়ে জল পড়ে।’

বাথরুমে দরজা নেই।

ইসনাইল গ্রামের আরেক অভিভাবক সুজিতকুমার রায়ের কথায়, ‘পুরাতন সেপটিক ট্যাংকে কোনও ঢাকনা নেই। খোলা অবস্থায় পড়ে আছে সেটি। সেখানে পড়ুয়াদের সঙ্গে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা হতে পারে। স্কুলের অফিসঘরের দেওয়াল থেকে পলেস্তারা খসে পড়ছে।’

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে এমন আরও গুরুতর অভিযোগ রয়েছে অভিভাবকদের। তাঁদের দাবি, বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী কম এলেও মিড-ডে মিলের রেজিস্টার খাতায় বেশি করে লেখেন প্রধান শিক্ষক।

এই সমস্ত অভিযোগ অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক থেকে শুরু করে জেলা পর্যায়ে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিভাবকদের অধিকাংশ ক্ষুব্ধ। তাই বাধ্য হয়ে তাঁরা আইনের দ্বারস্থ হয়েছেন। প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ওই সমস্ত অভিযোগ তুলে স্থানীয়রা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদে একটি আইনি চিঠি পাঠিয়েছেন। সাতদিনের মধ্যে তাঁরা এই সমস্ত অভিযোগের জবাব চেয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক শিবেন সরকার বললেন, ‘মিড-ডে মিলের বিষয়ে জেলা স্তরে সব জানিয়েছি। বিদ্যালয়ে আরও কিছু সংস্কারের কাজ করতে হবে। বর্তমানে শেষ হওয়া সব কাজ আমার সময় শুরু হয়নি।’ এবিষয়ে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সাহিম রেজার বক্তব্য, ‘বড়ইল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্ত বিষয় তিনি জেলা কর্তৃপক্ষের নজরে এনেছেন। যা পদক্ষেপ করার জেলা থেকে করা হবে।’

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা জানিয়েছেন, বড়ইল প্রাথমিক বিদ্যালয় সংক্রান্ত একটি চিঠি এসেছে। যদি কোনও দুর্নীতি হয়ে থাকে তাহলে তা বরদাস্ত করা হবে না।

আহতদের বাড়িতে সুকান্ত

পতিরাম, ৭ অক্টোবর : গুজরাটের মুন্দ্রায় গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে হতাহতদের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদরে সঙ্গে দেখা করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। মঙ্গলবার আহত শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে খোড়নায় আসেন তিনি। এদিন তিনি সাংসদ তহবিল থেকে মৃত ও আহত শ্রমিকদের পরিবারকে পাঁচ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেন।

কবি প্রয়াত

গাজোল, ৭ অক্টোবর : হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মঙ্গলবার মারা গেলেন গাজোলের প্রবীণ কবি স্বদেশ বর্মন (৬৪)। গাজোল সাহিত্য মঞ্চের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন সাহিত্য, পত্রিকায় লেখালেখি করেছেন তিনি। বেশ কিছুদিন ধরে স্বদেশ হৃদরোগজনিত অসুখে ভুগছিলেন। এদিন তাঁর বাস ভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন স্বদেশ। রেখে গেলেন মা, স্ত্রী, দুই ছেলে এবং দুই বৌমাকে।

মাদক সহ ধৃত

গাজোল, ৭ অক্টোবর : সোমবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে ব্রাউন সুগার সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করল গাজোল থানার পুলিশ। রাঙ্গাভিটা ফ্লাইওভারের কাছে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি ছোট চারচাকার গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৮০ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃত দুই তরুণের নাম প্রীতম দাস এবং সুব্রত হালদার।

জুয়াড়ি গ্রেপ্তার

গঙ্গারামপুর, ৭ অক্টোবর : গঙ্গারামপুর থানার আউশা গ্রামের একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে মঙ্গলবার ভোররাতে অভিযান চালিয়ে ১১ জন জুয়াড়িকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এদের কাছ থেকে মোট ১১,৬২০ টাকা বোর্ডমানি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

লক্ষ্মীপুজোর মেলা জমজমাট

বুনিয়াদপুর, ৭ অক্টোবর : বংশীহারীর বিভিন্ন প্রান্তে মঙ্গলবার লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে বসেছে বর্ণিল ও জমজমাট মেলা। দুর্গোৎসব শেষ হওয়ার পরপরই প্রতিবছরের মতো এবারও গ্রামীণ জনপদে লক্ষ্মী দেবীর আরাধনার সঙ্গে শুরু হয়েছে মেলার আমেজ। এদিন সকাল থেকেই স্থানীয় বাসিন্দারা দলবেঁধে ভিড় করছেন মেলায়। বাগদুয়ার পুজো কমিটির সদস্য চন্দন মহন্ত বলেন, ‘এই মেলার জন্য আমরা সারাবছর অপেক্ষা করি। শুধু পুজো নয়, এটা আমাদের আত্মীয়পরিজনদের সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার সময়।’

বংশীহারীর গাঙ্গুরিয়া পঞ্চায়েতের বাগদুয়ার, এলাহাবাদ পঞ্চায়েতের দক্ষিণ চিতাহার পূর্বপাড়া, ব্রজবল্লভপুর পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীতলা গ্রাম সহ একাধিক এলাকায় মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এসব মেলায় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা খেলনা, মিষ্টি, বাসনপত্র, হাতের কাজের জিনিস, বেলুন, পোশাক সহ নানা সামগ্রীর পসরা সাজিয়ে বসেছেন। শিশু-কিশোরদের জন্য রয়েছে নাগরদোলা, ঝুলন সহ বিভিন্ন বিনোদনের আয়োজন। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পুলিশের টহল, স্বেচ্ছাসেবকদের নজরদারি এবং প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

চিতাহার পূর্বপাড়া পুজো কমিটির সম্পাদক ধ্রুব বর্মন জানালেন, সামাজিক সম্প্রীতি ও লোকসংস্কৃতির বাহক এই ধরনের মেলা গ্রামীণ জনজীবনে এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। মেলায় লক্ষ্মীপুজোর ধর্মীয় আবহের সঙ্গে মিশে গিয়েছে লোকজ উৎসবের প্রাণ।

ডাকিনী কালীপুজো

কুশমণ্ডি, ৭ অক্টোবর : কুশমণ্ডি ব্লকের দেউল পঞ্চায়েতের রুয়ানগর হাটখোলার ডাকিনীকালীর প্রতিমা তৈরির পাটাতন পুকুর থেকে ওঠানো হল মঙ্গলবার। কয়েক শতাব্দীপ্রাচীন এই নিয়মের সাক্ষী থাকলেন সহস্রাধিক ভক্ত। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরীশ সরকার।

গতবছর প্রতিমা নিরঞ্জনের শেষে পুকুরে ডুবিয়ে দেওয়া পাটাতন মঙ্গলবার সকালে একডুবে জল থেকে তোলা হয়। বিকেল থেকেই প্রতিমা তৈরি শুরু হয়ে যাবে। কালীপুজোর রাতেই পুজো হয় ডাকিনীকালীর। অম্বরীশ বলেন, ‘একসময় পাকুড় গাছের তলায় পুজো হত। চল্লিশ বছর আগে ভক্তরা একটি মন্দির তৈরি করে মাকে প্রতিষ্ঠা করেন।’

চাতর থেকে কুশিদা বাঁধ রোড সংস্কারের দাবি

মুরতুজ আলম

সামসী, ৭ অক্টোবর : মালতীপুর বিধানসভার চাতর থেকে শুরু হয়েছে মহানন্দা বাঁধ রোড। শেষ হয়েছে চাঁচল বিধানসভার কুশিদা এলাকায়। প্রায় ৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ বাঁধ রোডের রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে। রাস্তার বিভিন্ন অংশে পিচের চাদর উঠে গিয়ে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে, একাধিক জায়গায় ফাটল ধরেছে। অনেক জায়গায় রাস্তা ধসে মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। যাতায়াতের সময় প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনাও। তারপরেও বিষয়টি নিয়ে অদ্ভুতভাবে নীরব সেচ দপ্তর। রাস্তাটি মেরামতের ব্যাপারে কোনও উদ্যোগই দেখা যায়নি। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার মানুষ।

এলাকার বাসিন্দা এমাদুর রহমানের ক্ষোভ, ‘২০১৭ সালের ভয়াবহ বন্যার পরে বাঁধ রোডটির অবস্থা নড়বড়ে হয়ে যায়। অনেক জায়গা ধসে পড়ে। বন্যা পরবর্তী সময়ে ধসগুলি মেরামত করা হয়েছিল। কিন্তু ফের কঙ্কালসার চেহারা দেখা দিয়েছে রাস্তার। আমাদের দাবি স্থায়ীভাবে বাঁধ সংস্কার সহ বাঁধ রোড সংস্কার।’

আরেক বাসিন্দা আরজাউল হক জানান, চাতর থেকে কুশিদা পর্যন্ত ওই বাঁধ রাস্তাটি প্রায় ১৫টি পঞ্চায়েতের লক্ষাধিক মানুষের রোজকার যাতায়াতের একমাত্র ভরসা। যার মধ্যে স্কুল, মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী, পড়ুয়া থেকে

চাতর থেকে কুশিদা পর্যন্ত ৪৮ কিমি বেহাল বাঁধ রোড।। -সংবাদচিত্র

শুরু করে চাকরিজীবী, ব্যাংককর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী- রয়েছে সকলেই। কিন্তু এখন সেখানে বড় বড় গর্ত তৈরি হওয়ায় দুর্ঘটনা বেড়েছে। রাতের বেলাও অনেক দুর্ঘটনা ঘটছে। বেহাল রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে সবার মধ্যেই ক্ষোভ বাড়ছে।

বাসিন্দা জিয়াউল হকের বক্তব্য, ‘২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে গালিমপুরে নদীবাঁধ সংস্কারের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে এসে রাজ্যের সেচ প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেছিলেন বাঁধ রোড সংস্কারের জন্য প্রায় ১৫ কোটি টাকা বাজেট ধরা হবে। কিন্তু তারপর প্রায় আড়াই বছর হয়ে গেল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।’ আরেক বাসিন্দা আব্দুর রশিদ জানান, এলাকার কেউ অসুস্থ হলে ভীষণ সমস্যায় পড়তে হয়। ওই বেহাল রাস্তা দিয়ে ঠিকমতো অ্যাম্বুল্যান্স চলে না। যে কারণে অনেক সময় মুমূর্ষু রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়তে হয়। এই অবস্থায় সকলেই চাইছেন রাস্তাটি খুব শীঘ্রই সংস্কার করা হোক।

বিষয়টিতে মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘আপাতত পিরগঞ্জ থেকে যদুপুর পর্যন্ত ৩০ কিমি বাঁধের রাস্তা সংস্কারের জন্য ডব্লিউবিএসআরডিএ প্রকল্প থেকে প্রায় ২২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। সংস্কারের কাজ শুরুও হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে কোনও এক অজ্ঞাত কারণে কাজ বন্ধ রয়েছে। পুনরায় কাজটি যাতে চালু হয় সে ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।’ এছাড়াও তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, পরবর্তী ধাপে যদুপুর থেকে কুশিদা পর্যন্ত বাকি কাজটুকুও হবে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

সূর্য ডোবার পালা।। কোচবিহারের হলদিবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ রায়।

ভোটের রণকৌশল ঠিক করতে বৈঠক মালদায়

বিহারের পর্যবেক্ষক ইশা

জসিমুদ্দিন আহম্মদ ও কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৭ অক্টোবর : বিহার নির্বাচনে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পেলেন দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খান চৌধুরী। বিহার নির্বাচনের জন্য ১৭ জন পর্যবেক্ষকের নাম ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। তাঁদের মধ্যে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, প্রাক্তন সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী সহ পশ্চিমবঙ্গের ছয়জনের নাম রয়েছে। রয়েছেন দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খান চৌধুরীও।

মূলত পশ্চিমবঙ্গ ঘেঁষা বিহারের বাঙালি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ইশা প্রচারের কাজে নামবেন। প্রচারে যাবেন পূর্ণিয়া, কাটিহার, পূর্ব চম্পারণ, কিশনগঞ্জ এলাকায়। এদিকে, পুজো পার হতেই ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মালদায় তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে কোতুয়ালিতে। গত বিধানসভা নির্বাচনে জেলায় শূন্য পাওয়া কংগ্রেস ঘর গোছাতে নেমে পড়েছে ময়দানে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে একসময়ের 'কংগ্রেস গড়' বলে পরিচিত মালদায় ঠিক কী কৌশল নেওয়া হবে, তা ঠিক করতে আগামী ১১ অক্টোবর বসছে স্ট্র্যাটেজি কমিটির বৈঠক।

মঙ্গলবার কোতুয়ালির বাসভবনে বসে এমনটাই জানান দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ইশা খান চৌধুরী। তবে, এই মুহূর্তে তিনি বামেদের সঙ্গে জোট নিয়ে কিছু ভাবতে রাজি নন। রাহুল গান্ধির নির্দেশে আপাতত নিজেদের ঘর গোছানোর কাজ শুরু করেছেন বলে জানান ইশা।

বিহার ভোটের ঠিক পরেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যেই ভোটার তালিকার শুদ্ধিকরণ করতে বাংলায় এসআইআরের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আগামী শনিবার তা নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে বসছে মালদা জেলা কংগ্রেস। মঙ্গলবার ইশা বলেন, 'এআইসিসি আমাকে বিহার নির্বাচনে দলীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছে। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল আমাকে বিহারে চাইছেন। যেহেতু বিহারের ঠিক পরেই আমাদের রাজ্যে ভোট, তাই আমাদের বাড়তি চাপ রয়েছে। বেশ কিছুদিন বিহারে থাকতে হবে। বিহারের একাধিক বিধানসভা কেন্দ্র আমাদের বাংলা সংলগ্ন। সেই সব এলাকায় বহু বাঙালি বসবাস করেন। পূর্ণিয়া, কাটিহার, পূর্ব চম্পারণ, কিশনগঞ্জ এলাকায় প্রচারে যাব।'

এই মুহূর্তে মালদা জেলা কংগ্রেস সভাপতি পদে রয়েছেন বর্ষীয়ান নেতা আবু হাসেম খান চৌধুরী। তবে তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি ভালো নেই। ইশার কথায়, 'ডালুবাবুর শরীর কখনও ভালো, কখনও খারাপ। আপ-ডাউন করছে।' এই পরিস্থিতিতে মালদায় কংগ্রেসের কান্ডারি হিসাবে এগিয়ে এসেছেন ইশাই।

মঙ্গলবার কোতুয়ালি ভবনে গিয়ে দেখা গেল, ভোট মরশুম যেন শুরু হয়ে গিয়েছে। ভোট আসতেই আগের মতো অর্থাৎ বরকত গনি খান চৌধুরীর আমলের মতো গ্রামগঞ্জের কংগ্রেস নেতারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন ইশার সঙ্গে দেখা করতে। কোতুয়ালির বাসভবনে নিজের বসার ঘরে একে একে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে দেখা করছেন। কথা বলছেন তিনি। কোতুয়ালি ভবন থেকেই ওয়ার রুম চালানোর কথা ভেবেছেন ইশা। বিশেষত, মালদার সুজাপুর, মোথাবাড়ি, মানিকচক, মালতীপুর, চাঁচল এবং মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা, সামশেরগঞ্জে নজর রাখছেন। কিন্তু বিহার নির্বাচনে জড়িয়ে পড়ায় কোতুয়ালি ছেড়ে কিশনগঞ্জ থেকে পূর্ণিয়ায় ছুটে বেড়াতে হবে। তাই একটু চাপ নিয়েই কোতুয়ালিতে বসেই বিহার ও বঙ্গের ভোট কৌশল ঠিক করছেন দক্ষিণ মালদার সাংসদ।

নজরে নির্বাচন

- পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিহার ভোটের ছয় পর্যবেক্ষকের মধ্যে রয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খান চৌধুরী, বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরীরা
- বিহারের বাঙালি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে নজর কংগ্রেসের
- পূর্ণিয়া, কাটিহার, পূর্ব চম্পারণ, কিশনগঞ্জ এলাকায় প্রচারে যাবেন ইশা
- আপাতত কোতুয়ালিতে বসেই বিহার ও বঙ্গের ভোট কৌশল ঠিক করছেন ইশা

> যেহেতু বিহারের ঠিক পরেই আমাদের রাজ্যে ভোট, তাই আমাদের বাড়তি চাপ রয়েছে। বেশ কিছুদিন বিহারে থাকতে হবে। পূর্ণিয়া, কাটিহার, পূর্ব চম্পারণ, কিশনগঞ্জ এলাকায় প্রচারে যাব।
>
> ইশা খান চৌধুরী

হাসপাতালের জরাজীর্ণ কোয়ার্টারে আতঙ্ক

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৭ অক্টোবর : চারদিকে আগাছা আর ঝোপঝাড়। দীর্ঘদিন ধরে ভেজা দেওয়াল থেকে পলেস্তারা খসে পড়ছে। তার ওপর সাপের উপদ্রব তো রয়েইছে। ওই জরাজীর্ণ কোয়ার্টারগুলিতে যে কেউ থাকতে পারে সেটা ভাবাই যায় না। তবে দিনের পর দিন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা সেখানে বসবাস করছেন। বেশ কিছুদিন আগে কোয়ার্টারে ছাদের একটি অংশ খসে পড়ে। অল্পের জন্য রক্ষা পান এক স্বাস্থ্যকর্মী। এই পরিস্থিতিতে অনেক চিকিৎসক, নার্স এখন বাইরে ভাড়া থাকছেন। তাহলে প্রশ্ন উঠছে, কয়েক বছর আগে যখন হাসপাতালের ঝাঁ চকচকে নতুন ভবন তৈরি হয়েছে তখন কেন আবাসনগুলি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি?

যদিও হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের মন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন, 'হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসক, নার্স ও অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের আবাসন সংস্কারের ব্যাপারে ইতিমধ্যে রোগীকল্যাণ সমিতিতে আলোচনা হয়েছে। সংস্কারের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক হাসপাতালে চিকিৎসকদের জন্য তিনটে কোয়ার্টার, ফার্মাসিস্ট, বিপিএইচএন ও পিএইচএনের জন্য বরাদ্দ দুটি এবং নার্সদের জন্য রয়েছে তিনটি কোয়ার্টার। সবগুলি কোয়ার্টারের অবস্থা বেহাল।

উদাসীন

কয়েকদিন আগে কোয়ার্টারে ছাদের একটি অংশ খসে পড়লে অল্পের জন্য রক্ষা পান এক স্বাস্থ্যকর্মী

কয়েক বছর আগে হাসপাতালের নতুন ভবন তৈরি হয়েছিল

সেই সময় কেন নার্স, চিকিৎসকদের কোয়ার্টার সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, উঠছে প্রশ্ন

কোনও কোয়ার্টারের ছাদের পলেস্তারা খসে পড়ছে, কোথাও বা ভেঙে পড়ছে চাঙড়। কোনও কোনও কোয়ার্টারের ছাদ ফুটো হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে বর্ষার সময় জল আটকাতে ছাদের ওপর ত্রিপল টাঙিয়ে থাকতে হচ্ছে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের। নেই আবাসনের সীমানা প্রাচীরও। একাধিকবার চুরির ঘটনাও ঘটেছে সেখানে। রীতিমতো আতঙ্ক নিয়ে রাত কাটাচ্ছেন সকলে। এক চিকিৎসক বলেন, 'দিনরাত পরিশ্রমের পরে ঘরে যে শান্তিতে বিশ্রাম নেব তারও উপায় নেই। পাঁচিল না থাকায় সারাক্ষণ আতঙ্কে সিঁটিয়ে থাকতে হয়। পাশাপাশি সাপের উপদ্রব রয়েছে।'

এলাকার বাসিন্দারাও একই কথা বললেন। স্থানীয় দীপক দাসের কথায়, 'সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে রোগীদের সেবা করেন চিকিৎসক, নার্সরা। কিন্তু তাঁদেরই থাকার জায়গার ঠিক না থাকে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। সংস্কারের অভাবে আবাসনগুলি ভূতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে।' বিএমওএইচ ডাঃ ছোটন মণ্ডল বলেন, 'আমরা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিককে এই সমস্যাগুলোর বিষয়ে জানিয়েছি। আবাসনগুলির ছবিও পাঠানো হয়েছে। দ্রুত এ ব্যাপারে পদক্ষেপ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।'

এই নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন হরিশ্চন্দ্রপুর উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক মফিজউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, 'এটা খুবই লজ্জার। অবিলম্বে আবাসনগুলি সংস্কার করা উচিত। হাসপাতালে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করতে হবে। সীমানা প্রাচীরের অভাবে হাসপাতালে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে।'

কাশ্মীরি কায়দায় খগেনের ওপর হামলার অভিযোগ

সিবিআই তদন্তের দাবি শ্রীরূপার

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৭ অক্টোবর : কাশ্মীরি কায়দায় হামলা চালানো হয়েছে উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মুর ওপর, এমন অভিযোগ তুলে ঘটনায় সিবিআই, এমআইএ তদন্তের দাবি তুললেন ইংরেজবাজারের বিধায়ক বিজেপির শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। তাঁর বক্তব্য, যেভাবে পাথর ছোড়া হয়েছে সাংসদকে লক্ষ্য করে, তা শুধুমাত্র কাশ্মীরেই দেখা যায়। শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন উত্তর মালদার সাংসদের সঙ্গে মঙ্গলবার দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ঘটনায় যুক্তদের একজনকেও কেন গ্রেপ্তার করা হল না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন শ্রীরূপা। সিবিআই, এনআইএ তদন্তের দাবিতে তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলেও জানান শ্রীরূপা। অন্যদিকে, ইংরেজবাজারের বিধায়ককে প্রতারক হিসেবে তুলে ধরেছেন মালতীপুরের বিধায়ক ও তৃণমূলের মালদা জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী।

উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মুর ওপর হামলার ঘটনাকে হাতিয়ার করে এবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব হলেন ইংরেজবাজারের বিধায়ক বিজেপির শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। মঙ্গলবার দুপুরে মালদা প্রেস কর্নারে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'কাশ্মীরি স্টাইলে পাথর ছোড়া হয়েছে। ত্রাণ নিয়ে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ থাকলে, তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে পারেন, কিন্তু জনপ্রতিনিধিদের ওপর পাথর বৃষ্টি করবেন না। সে কারণেই ওঁর বোন হিসেবে পরিবারের তরফ থেকে সিবিআই, এনআইএ তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।' শ্রীরূপার প্রশ্ন, উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী থাকার পরেও কেন একজনকে গ্রেপ্তার করা হল না? পুলিশের উর্দিতে যাঁরা ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের সাসপেন্ড করা হল না কেন? যদি তাঁরা পুলিশকর্মী না হয়ে থাকেন, তবে তাঁরা কারা? ঘটনার মাস্টারমাইন্ড কে, তা তাঁরা জানতে চান বলে মন্তব্য করেন ইংরেজবাজারের বিধায়ক। তিনি বলেন, 'তৃণমূলের মালদা জেলা সভাপতি একজন বিধায়ক হয়েও মঞ্চ থেকে বারবার বিজেপির জনপ্রতিনিধিদের ওপর শারীরিক হামলার কথা বলেছেন। কিন্তু তৃণমূল সুপ্রিমো কোনও পদক্ষেপ করেননি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এভাবেই গুন্ডামি করে রাজ্য চালাতে চান।' সামশেরগঞ্জ ও মোথাবাড়ি থেকে এই সংস্কৃতির উৎপত্তি হয়েছে দাবি করে তিনি বলেন, 'হামলাকারীরা রাজ্যের শাসকদলের প্ররোচিত। নিশ্চিতভাবে মাস্টারমাইন্ড রয়েছেন। তাঁদের আশ্রয় দিচ্ছে তৃণমূল। মাস্টারমাইন্ডকে চিহ্নিত করতে হবে। কেননা, কাশ্মীর থেকে লোক এসে পশ্চিমবঙ্গে এই ঘটনা ঘটাতে পারে না।'

> হামলাকারীরা রাজ্যের শাসকদলের দ্বারা প্ররোচিত। নিশ্চিতভাবে মাস্টারমাইন্ড রয়েছে। তাদের আশ্রয় দিচ্ছে তৃণমূল। মাস্টারমাইন্ডকে চিহ্নিত করতে হবে। কেননা, কাশ্মীর থেকে লোক এসে পশ্চিমবঙ্গে এই ঘটনা ঘটাতে পারে না।
>
> শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী
> *বিধায়ক, ইংরেজবাজার*

শ্রীরূপার অভিযোগের প্রেক্ষিতে তৃণমূলের মালদা জেলা সভাপতি ও বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, 'ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়কের কোনও কথার উত্তর আমি দেব না। উনি বিধায়ক নির্বাচিত হয়ে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। বিধায়কের দায়িত্ব পালনে উনি ব্যর্থ। যখন বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের ওপর হামলা হয়, বাঙালিকে বাংলাদেশে পুশ ব্যাক করা হয়, তখন উনি কোথায় থাকেন?'

বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে প্রেমিকাকে ছুরি

কালিয়াগঞ্জ, ৭ অক্টোবর : প্রেমিকা বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। এর জেরে প্রেমিকার বাড়িতে ঢুকে এলোপাতাড়ি ছুরি মেরে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল প্রেমিকের বিরুদ্ধে। রবিবার মধ্যরাতে কালিয়াগঞ্জ শহরের ঘটনা।

বর্তমানে ওই তরুণী কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। সোমবার ভোরে পুলিশ ধৃত প্রেমিককে রাধিকাপুর রেলস্টেশন থেকে আটক করে।

প্রেমিকার মা অভিযোগ করে বললেন, 'বেঙ্গালুরুতে একসঙ্গে আমার মেয়ে আর শুভ নার্সিং কলেজে পড়াশোনা করেছে। এরপর প্রায় ৭ মাস আগে দুজন কলকাতার একটি নার্সিংহোমে এক সঙ্গে কাজে ঢুকেছিল। ৩ মাস আগে আমার মেয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে ওই সময় শুভ মেয়েকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায়। ঘটনার দিন রাতে মেয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই পেছন থেকে এলোপাতাড়ি ছুরি চালায় শুভ। যন্ত্রণায় মেয়ে চিৎকার করলে শুভ পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ এসে মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।'

সোমবার সকালে প্রেমিকার পরিবারের তরফ থেকে কালিয়াগঞ্জ থানায় অভিযোগ করা হয়। তারপর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে মঙ্গলবার সকালে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'তরুণীর মায়ের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের নাম শুভ দুর্লভ। তার বাড়ি নদিয়া জেলার শান্তিপুর এলাকার বাহাদুরপুর গ্রামে। অভিযুক্তের কাছ থেকে ঘটনায় ব্যবহৃত ছুরি উদ্ধার করা হয়েছে।'

পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার পর রাধিকাপুর রেলস্টেশন থেকে কুলিক এক্সপ্রেসে পালানোর ছক ছিল প্রেমিকের। কিন্তু পুলিশের জালে ধরা পড়ে যান।

তীরে বাঁধা নৌকা।। বৃষ্টিতে জল বাড়ছে আত্রেয়ীতে। মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।

পতিরামে ফের জল জমায় দুর্ভোগ

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ৭ অক্টোবর : চারদিনের টানা বৃষ্টিতে ফের জলমগ্ন বালুরঘাট ব্লকের পতিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক পাড়া। বর্ষার শুরু থেকে শেষপর্যন্ত নোংরা জল এবং কাদা পেরিয়ে চলাচল যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। কয়েকদিন আগে যখন জল নামতে শুরু করেছিল, তখন খানিকটা স্বস্তি ফিরেছিল। কিন্তু পুজোর পরে চারদিনের বৃষ্টিতে ফের রাস্তায় হাঁটুসমান জল জমেছে। তৈরি হয়েছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ।

অরবিন্দপল্লির কল্পনা বর্মনের বাড়ির সামনের সিমেন্ট ঢালাই রাস্তা হোক বা দক্ষিণপাড়ার বর্মনপাড়া, অরবিন্দপল্লি পূর্বপাড়ার অভিজিৎ চক্রবর্তী কিংবা মলয় মণ্ডলের বাড়ির সামনের রাস্তা, ছবিটা সব জায়গায় এক।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ, বছরের পর বছর নিকাশিনালা সাফাই না করার ফলেই এই দুরবস্থা। বর্ষার আগেই যদি পাড়ার নিকাশিনালাগুলো পরিষ্কার করা হত, তাহলে এমন দুর্ভোগ পোহাতে হত না। কদমতলির রাজ্য সড়কেও খানিক বৃষ্টিতেই হাঁটুসমান জল জমে যায়, ফলে গাড়িচালক এবং নিত্যযাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েন।

পতিরাম নাগরিক ও যুব সমাজের সদস্য অলিন্দ সরকার বলেন, 'শুধু ছোটখাটো সংস্কার নয়, এই অঞ্চলের জন্য দরকার বড় মাস্টার প্ল্যান। প্রতি বছর বর্ষার আগে নিকাশিনালা পরিষ্কার বাধ্যতামূলক করতে হবে।'

বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকারও সমস্যার কথা স্বীকার করে নিলেন। তাঁর দাবি, 'পঞ্চায়েত প্রধান পার্থ ঘোষের সঙ্গে মিলে চেষ্টা করছি একটি মাস্টার প্ল্যান অনুমোদনের জন্য। তবে কিছুটা অংশ পিডব্লিউডি-র আওতায় পড়ে, তাই অনুমতির প্রয়োজন।'

অন্যদিকে, লক্ষ্মীপুর ট্যাংকের উলটোদিকের পূর্বপাড়ায় জমা জল থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, বাড়ছে মশার উপদ্রব। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তার ধারে একটি হার্ডওয়্যারের দোকান পিডব্লিউডি-র জায়গায় মাটি ফেলে সরু পাইপ বসিয়েছে। তাই জল বেরোতে পারছে না। বারবার জানানোর পরে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আর্থমুভার দিয়ে রাস্তার বিভিন্ন অংশ পরিষ্কার করেন। কিন্তু একটি হার্ডওয়্যারের দোকানের সামনের কিছুটা অংশ পরিষ্কার করা হয়নি বলে অভিযোগ। এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ বিশ্বাস বললেন, 'বর্ষাকালেও জল জমে থাকে, এখনও জল জমে থাকছে। ওই রাস্তায় চলাচল মানে নরকযন্ত্রণার সমান।'

অরবিন্দপল্লি গার্লস প্রাইমারি স্কুলের পেছনের রাস্তাটিও পুরোপুরি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তিনশোরও বেশি বাসিন্দা, স্কুল এবং অঙ্গনওয়াড়ির শিশুরা প্রতিদিন নোংরা জলে পা ডুবিয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছে।

ভোগান্তির একশেষ

চারদিনের বৃষ্টিতে ফের জল জমেছে পতিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক পাড়ায়

বছরের পর বছর নিকাশিনালা পরিষ্কার না করায় ফি বছর বর্ষায় ভোগান্তি পোহাতে হয়

মাঝে বৃষ্টি না হওয়ায় জল নেমে গিয়েছিল

বালুরঘাটে বিজেপির পথ অবরোধ। মঙ্গলবার। ছবি : মাজিদুর সরদার

সম্প্রীতির বার্তা তৃণমূলের

পুরাতন মালদা, ৭ অক্টোবর : দুর্গাপুজো শেষে বিজয়ার আনন্দে মেতে উঠেছে পুরাতন মালদা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। মঙ্গলবার বিকেল তিনটে নাগাদ মঙ্গলবাড়ির শুভেচ্ছা লজে বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মহিলারা একে অপরকে সিঁদুর লাগিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। সকলকে মিষ্টিমুখ করানো হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী, পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ, শহর সভাপতি বিভূতিভূষণ ঘোষ, তৃণমূল নেতা নবরঞ্জন সিংহ বর্মা প্রমুখ। তৃণমূল নেত্রী অনসূয়া দাস বলেন, 'এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সমাজে ঐক্য ও সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছাবে।'

অন্যদিকে, জেলা তৃণমূল সভাপতি এই বিজয়া সম্মিলনিকে আনন্দ অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সংগঠনের শক্তি প্রদর্শনের দিন হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি কর্মীদের বলেন, 'জনগণের সমর্থন নিয়ে আগামীতে বিজেপি সরকারকে উৎখাত করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।'

রাস্তায় নেমে বিজেপির প্রতিবাদ

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

৭ অক্টোবর : নাগরাকাটায় বিজেপির সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শংকর ঘোষকে আক্রমণ করার প্রতিবাদে মঙ্গলবার গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় বিজেপির নেতা-কর্মীরা প্রতিবাদে সরব হন। এদিন বিজেপির আহত সাংসদ ও বিধায়ককে দেখতে শিলিগুড়ি যান বিজেপির রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল। এদিন তিনি শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে তাঁদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন।

মঙ্গলবার দুপুরে বালুরঘাটে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিজেপি। তপনের বিধায়ক বুধরায় টুডু সহ জেলা বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব এই পথ অবরোধে উপস্থিত ছিলেন। বুধবার ওই এলাকায় যেতে পারেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। তপন চৌরিঙ্গি মোড়ে বিজেপির তরফ থেকে বিক্ষোভ মিছিল ও পথ অবরোধ করা হয়। বিজেপির ৬০ জন কর্মী এই কর্মসূচিতে শামিল হন। নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সাধারণ সম্পাদক গৌতম রায় স্থানীয় নেতৃত্ব কানু পান্ডে, পিন্টু দাস প্রমুখ। তপন ব্লকের মালঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারিলা মোড়ে রাজ্য সড়কে বেঞ্চ রেখে পথ অবরোধে শামিল হন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা।

কুমারগঞ্জের বরাহারে বিজেপির পক্ষ থেকে পথ অবরোধ করা হয়। জেলা সম্পাদক রজত ঘোষ এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন। বুনিয়াদপুর তিন মাথার মোড়ে বিজেপি পথ আবরোধ করে। এদিন বিজেপির টাউন মণ্ডলের পক্ষ থেকে সাংসদ এবং বিধায়কের ওপর হামলার ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানানো হয়। পুলিশ হস্তক্ষেপ করলে এই পথ অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য দীপেশ বসাক, বুনিয়াদপুর টাউন মণ্ডলের সভাপতি প্রবীরকুমার মণ্ডল প্রমুখ।

ঠ্যাঙ্গাপাড়ায় মঙ্গলবার বিজেপির পক্ষ থেকে পথ অবরোধ করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সহ সভাপতি অশোক বর্ধন, গঙ্গারামপুর শহর মণ্ডল সভাপতি বৃন্দাবন ঘোষ সহ অন্য বিজেপি নেতৃত্ব। কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সাংসদ এবং বিধায়কের ওপর হামলার প্রতিবাদে বেলবাড়ি গুড়িয়াপাড়ায় পথসভা করেন বিজেপি বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়। মালদার মানিকচক এলাকায় মথুরাপুর বাসস্ট্যান্ডে এদিন পদ্ম শিবিরের তরফে পথ অবরোধ করা হয়।

ফসল বেচে কুম্ভরানি দুর্গার আরাধনা সিঙ্গারদহে

বরুণকুমার মজুমদার

করণদিঘি, ৭ অক্টোবর : উমা বিদায়ে চারদিকে যখন বিষাদের সুর, করণদিঘির সিঙ্গারদহ গ্রামে তখন উৎসবের আবহ। মঙ্গলবার থেকে সিঙ্গারদহে যে সোনামতি কুম্ভরানি দুর্গার আরাধনা শুরু হয়েছে!

প্রায় দুশো বছর ধরে রাজবংশী সমাজের রীতিনীতি মেনে চলে আসছে সোনামতি কুম্ভরানি দুর্গার পুজো। প্রথা মেনে বিজয়া দশমীর পরে প্রথম মঙ্গলবার শুরু হয় এই পুজো। নিয়ম মেনে বিসর্জন হয় শনিবার। মঙ্গলবার থেকে শনিবার পর্যন্ত এই পাঁচদিন বিধি মেনে পূজিত হন সোনামতি কুম্ভরানি। রীতি মেনে ষষ্ঠীতে দেওয়া হয় ছাগবলি। কুম্ভরানির আশীর্বাদ পেতে ভিড় করেন বহু মানুষ। মূলত রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষই এই পুজোয় অংশ নেন। তবে বিগতদিনে পুরোহিত প্রতিমা তৈরি করতেন। এবার প্রতিমা তৈরি করেছেন কুমোররাই।

সিঙ্গারদহের এক প্রবীণ গুণধর সিনহা বলেন, 'কথিত রয়েছে, পাল বংশের কোনও এক বংশধর বসবাস করতেন করণদিঘির সিঙ্গারদহে। ওই বংশের এক বধূ দেবী দুর্গার দর্শনের জন্য ঘরে সাজগোজ করছিলেন। তখন স্থানীয় মহিলারা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। গৃহকর্তার কথা মতো ঘরে ঢুকে মহিলারা সোনামতিকে দেবী দুর্গা রূপে দেখতে পান। তারপরই পাল রাজপরিবারের ঘোষণা মতো দশমীর পরে প্রথম মঙ্গলবার শুরু হয় সোনামতি কুম্ভরানির পুজো।'

সোনামতি কুম্ভরানি দুর্গার পুজোয় ভিড়। মঙ্গলবার।

পুজোর সম্পাদক জয়দেব সিংহ বলেন,'এই পুজোতেও প্রথা মেনে ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী এই পাঁচদিনে চলে দেবীর আরাধনা। প্রতিবারের মতো এবারেও সপ্তমীর দিন থেকে মেলা বসছে। আশা করছি, পুজো উপলক্ষ্যে মন্দিরে দর্শণার্থীদের ভিড় হবে আশাতীত।'

পুজো কমিটির সভাপতি যদুনন সিংহ বলেন, 'মায়ের নামে দশ একর জমি আছে। এই জমির ফসল বেচে প্রতি বছর পুজোর আয়োজন হয়। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, মায়ের আশীর্বাদে গ্রামে কোনও বিপদ ছুঁতে পারে না।'

প্রতি বছর উত্তর দিনাজপুর ছাড়াও পার্শ্ববর্তী দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি থেকে অসংখ্য রাজবংশী মানুষ এই পুজো দেখতে আসেন।

> মায়ের নামে দশ একর জমি আছে। এই জমির ফসল বেচে প্রতিবছর পুজোর আয়োজন হয়। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, মায়ের আশীর্বাদে গ্রামকে কোনও বিপদ ছুঁতে পারে না।
>
> যদুনন সিংহ
> *সভাপতি, পুজো কমিটি*

মেট্রো বিভ্রাট

ফের বিভ্রাট মেট্রোয়। দক্ষিণেশ্বর থেকে নোয়াপাড়ার মাঝে মঙ্গলবার সকালে থমকে যায় পরিষেবা। এক ঘণ্টার পর স্বাভাবিক হয়। শহিদ ক্ষুদিরাম থেকেও পরিষেবায় সমস্যা হয়েছে।

খুদের নালিশ

ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়ায় মায়ের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে কান্দি থানার পুলিশের কাছে নালিশ জানাল ৯ বছরের মেয়ে। শেষপর্যন্ত তার অভিমান ভাঙিয়ে বাড়ি ফেরায় পুলিশ।

নিয়োগ শুরু

আগামী সপ্তাহ থেকে শুরু হতে পারে প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়ার ফর্ম ফিলআপ। ১৩৪২১টি শূন্যপদ রয়েছে। আগেই জারি হয়েছিল বিজ্ঞপ্তি। শিক্ষাগত যোগ্যতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবাদ মিছিল

দলীয় সাংসদ, বিধায়কদের ওপর হামলার প্রতিবাদ কর্মসূচিতে কলকাতার কাশীপুর থানার হাতে গ্রেপ্তার ১৪ বিজেপি কর্মী। গড়িয়াহাটে বিক্ষোভ দেখাল দক্ষিণ কলকাতা বিজেপি।

বিদায়... *মঙ্গলবার কলকাতায় লক্ষ্মী প্রতিমা বিসর্জনের ছবিটি তুলেছেন রাজীব মণ্ডল।*

এনআইএ তদন্তের দাবি

৩৫৬'র দিকে ঠেলে দিচ্ছে তৃণমূলই, বলছে বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : নাগরাকাটার পর কুমারগ্রাম। সোমবার নাগরাকাটায় দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে গুরুতর জখম হন মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু। হেনস্তা করা হয় শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষকে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার কুমারগ্রামের বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওঁরাওয়ের ওপর হামলা হল একই ধাঁচে। দলীয় সাংসদ, বিধায়কদের ওপর উপর্যুপরি হামলায় এনআইএ তদন্তের দাবি করেছে বিজেপি। প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা আরও একদফা সুর চড়িয়ে বলেছেন, 'ভোটের আগে রাজ্যে ৩৫৬ ধারা জারির মতো পরিস্থিতি তৈরি করছে তৃণমূল।'

সোমবার নাগরাকাটার ঘটনার পর এদিন উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি ও ত্রাণবণ্টন নিয়ে পর্যালোচনা করতে বসে বিজেপি। সেই বৈঠক চলাকালীনই কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর ফোন আসে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের কাছে। নাগরাকাটায় দুষ্কৃতীদের হাতে জখম হওয়া সাংসদ খগেন মুর্মুর শারীরিক পরিস্থিতির খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন রাজনাথ। ইতিমধ্যেই কুমারগ্রামের দলীয় বিধায়ক মনোজ ওরাওঁয়ের ওপর হামলার খবর এসে পৌঁছোয় কলকাতায় রাজ্য নেতৃত্বের কাছে। ঘটনার প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে শমীক বলেন, 'বারবার এই ঘটনা চলতে পারে না। কেউ যদি মনে করে থাকেন কোনও সাংসদকে আক্রমণ করে, রক্তাক্ত করে বিজেপিকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা যাবে, তাহলে তাঁরা ভুল করছেন।' হামলার পর ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও অপরাধীদের কেউ গ্রেপ্তার না হওয়ায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'যারা গতকাল এই কাণ্ড ঘটিয়েছে, তারা যদি পাতালেও থাকে, কেন্দ্রের সরকার তাদের পাতাল থেকে টেনে এনে শাস্তি দেবে।'

সম্প্রতি রাজ্যে এসআইআর হতে দেব না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় রাজ্যের ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ ভেস্তে যেতে পারে এমন আশঙ্কা করে রাজ্যে ৩৫৬ ধারা জারির জন্য কমিশনের কাছে দরবার করেছিল বিজেপি। এবার ত্রাণবণ্টনে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে, তাতে ৩৫৬ ধারা জারি করা দরকার বলেই মনে করছে বিজেপি।

> আমরা জানি, এই সরকারকে ক্ষমতায় রেখে স্বচ্ছ নির্বাচন সম্ভব নয়। কিন্তু ত্রাণবণ্টন করতে গিয়েও যদি সাংসদ, বিধায়কদের হামলার মুখে পড়তে হয়, তাহলে ভোটের সময় কী হবে? আমার তো মনে হচ্ছে ৩৫৬ ধারা জারির দিকে রাজ্যকে ঠেলে দিচ্ছে তৃণমূল।
>
> **রাহুল সিনহা**

প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা দলের সাংসদ, বিধায়কদের ওপর উপর্যুপরি হামলার ঘটনার প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বলেন, 'আমরা জানি, এই সরকারকে ক্ষমতায় রেখে স্বচ্ছ নির্বাচন সম্ভব নয়। কিন্তু ত্রাণবণ্টন করতে গিয়েও যদি সাংসদ, বিধায়কদের হামলার মুখে পড়তে হয়, তাহলে ভোটের সময় কী হবে? আমার তো মনে হচ্ছে ৩৫৬ ধারা জারির দিকে রাজ্যকে ঠেলে দিচ্ছে তৃণমূলই।'

সাংসদ হামলার অভিযোগ পেয়ে এদিনই রাজ্যের কাছে কৈফিয়ত তলব করেছেন লোকসভার স্পিকার। ঘটনার কড়া ভাষায় নিন্দা করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, রাজ্যের কাছে তা জানতে চেয়েছে জাতীয় এসসি-এসটি কমিশন। সোমবার রাতে নাগরাকাটার ঘটনায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু তাতে দলের কর্মীদের ক্ষোভ মেটেনি। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের থেকে ক্ষোভের অভিমুখ ঘুরে গিয়েছে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা-র দিকে। বিজেপির সমাজমাধ্যমের একাধিক গ্রুপে তার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে। দলের নীচুতলার কর্মীরা সরাসরি শীর্ষনেতৃত্বের কাছে জানতে চেয়েছেন, 'প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা কি শুধু ঘটনার নিন্দা করেই ক্ষান্ত হবেন, রাজ্যের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে কবে দেখব?' দলের একাংশের মতে, নীচুতলার এই ক্ষোভে মলম দিতেই এনআইএ তদন্ত বা রাষ্ট্রপতি শাসনের তোপ দেগে কর্মীদের আশ্বস্ত করতে চাইছেন রাজ্য নেতৃত্ব।

খগেন মুর্মুকে মারধরের ঘটনায় রামপুরহাটে বিজেপির টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ। ছবি-তথাগত চক্রবর্তী।

এসআইআর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বৈঠক

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : রাজ্যে এসআইআর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বুধবার কলকাতায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে সব জেলা শাসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করবেন উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। জাতীয় কমিশনের ৫ সদস্যের এই প্রতিনিধি দলে জ্ঞানেশ ছাড়াও আছেন কমিশনের অন্যতম ডিজি (আইটি) সীমা খান্না। জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালও। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য উত্তরবঙ্গের জেলা শাসক ও নির্বাচন আধিকারিকদের এই বৈঠক থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। চলতি মাসের শেষে দ্বিতীয় দফার বৈঠকে তাঁরা যোগ দেবেন।

সব ঠিকঠাক থাকলে দেওয়ালির পরই বাংলা সহ বাকি রাজ্যে এসআইআর শুরুর ঘোষণা করতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এ ব্যাপারে প্রস্তুতি সেরে ফেলতে সব জেলার নির্বাচনি আধিকারিকদের ৩০ সেপ্টেম্বর সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল কমিশন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই কাজ শেষ করা যায়নি। তবে খবর, অধিকাংশ জেলাই এসআইআর-এর জন্য প্রস্তুত। সেটা খতিয়ে দেখতে এসেছেন জ্ঞানেশ ভারতী।

এসআইআর-এর প্রস্তুতির শুরুতেই ম্যাপিংকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে জেলায় জেলায় এই দুই তালিকা মিলিয়ে ম্যাপিংয়ের কাজ চূড়ান্ত করা চলছে। বুধবার ভিডিও কনফারেন্সে জেলা নির্বাচনি আধিকারিক ও অন্যান্য নির্বাচনি আধিকারিকদের কাছে এই বিষয়েই নির্দিষ্টভাবে জানতে চাইবে কমিশন। এই বৈঠকের পর রাজারহাট-গোপালপুর বিধানসভার এসআইআর-এর কাজ দেখতে যাওয়ার কথা কমিশনের প্রতিনিধি দলের। ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে এখানেই কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল ৪ আধিকারিকের বিরুদ্ধে।

রাজারহাট জেলা পরিষদ ভবনে এই বৈঠকে দুই বিধানসভার ইআরও, এইআরওদের সঙ্গে বৈঠক করবেন জ্ঞানেশ। থাকবেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলা শাসক এবং সিইও। দ্বিতীয় বৈঠকটি হবে বারাসতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শাসকের দপ্তরে। পরের দিন কোলাঘাট অডিটোরিয়ামে সংশ্লিষ্ট জেলা শাসক ও নির্বাচনি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রামের এসআইআর-এর প্রস্তুতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন তাঁরা।

শিক্ষাকর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : শিক্ষাকর্মী নিয়োগে গতি আনতে চলেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। রাজ্য সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পদে নিয়োগের আবেদন গ্রহণ শুরু হবে পুজোর ছুটির পরই। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহের মধ্যে অনলাইনে এই আবেদন গ্রহণ করার প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানিয়েছে কমিশন।

মাসিক ভাতা থেকে শিক্ষাকর্মীরা যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত, তাই তাঁদের শীঘ্র সুরাহার জন্য ব্যবস্থা নিতে চাইছে এসএসসি। যদিও শিক্ষাকর্মীদের পুনর্নিয়োগের বিষয়ে আদালত কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা এখনও নির্ধারণ করে দেয়নি। চাকরিহারা গ্রুপ সি কর্মী অমিত মণ্ডলের ক্ষোভ, শিক্ষকদের জন্য সরকার এত তৎপরতা দেখাচ্ছে, এদিকে শিক্ষাকর্মীদের দিকে তাদের কোনও নজর নেই। এসএসসি চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার জানিয়েছেন, পুজোর ছুটি শেষে ৭ অক্টোবর অফিস খুললে শিক্ষাকর্মীদের সরকার অনুমোদিত স্কুলগুলিতে পুনর্নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। সেখানে অনলাইন আবেদন জমা দেওয়ার বিস্তারিত সময়সূচিও উল্লেখ করা হবে। সম্প্রতি এসএসসি মারফত চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, ১৫ অক্টোবরের মধ্যে নোটিফিকেশন ও 'অযোগ্য'দের তালিকা প্রকাশ করা হবে। সেই আশ্বাসের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন চাকরিহারারা। তবে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর ঘোষণা কিছুটা হলেও স্বস্তি দিয়েছে তাঁদের। গত ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগের কথা থাকলেও বিভিন্ন জটিলতায় তা তখন স্থগিত হয়ে যায়। তাছাড়াও শিক্ষাকর্মীদের ভাতা দেওয়ার বিষয়ে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য সরকার। সমস্ত জট কাটিয়ে নির্বিঘ্নে পুনর্নিয়োগ প্রক্রিয়া এবারও সম্ভব হবে কি না, সেই দুশ্চিন্তায় রয়েছেন গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীরা।

স্নেহের ছোঁয়া... *মঙ্গলবার নদিয়ায়। ছবি-পিটিআই।*

শরতে সুরায় লক্ষ্মীলাভ বঙ্গে

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : রাস্তাঘাটে যতই বিজ্ঞাপন পড়ুক 'গোপনে মদ ছাড়ান', সুরারসিকদের তাতে থোড়াই কেয়ার। জীবনের দুঃখ বা আনন্দ মদের গ্লাসে ডোবানোতেই তাঁদের যত সুখ। আর যদি তাতে ব্যাঘাত ঘটে, তখন বলে বসেন, 'একটু মদ খাব না আমরা, খাবনা আমরা একটু মদ।'

সারা বছর এর প্রভাব অর্থনীতিতে বিশেষ দেখা না গেলেও পুজোয় ঠিক জানান দেয়। তার ফলাফল শরতে সুরায় লক্ষ্মীলাভ রাজ্যের। পুজোর চারদিনে প্রায় ১৫০ কোটি টাকার মদ বিক্রির রেকর্ড করেছে রাজ্য। আর তাতেই ভাঁড়ার ভরেছে রাজ্য আবগারি দপ্তরের। ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত রেকর্ড পরিমাণ মদ

মদ বিক্রি দেড়শো কোটির

বিক্রি হয়েছে বলে আবগারি দপ্তর সূত্রে খবর। মদ বিক্রির তালিকায় শীর্ষে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর। এখানে প্রায় ৩৪ কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছে।

উৎসবের মরশুমে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রতিবারই রেকর্ড অঙ্কের মদ বিক্রি হয়। এবছর দশমী ও গান্ধি জয়ন্তী একই দিনে থাকায় ড্রাই ডে পালিত হয়েছে। মদের দোকান বন্ধ ছিল। ফলে ষষ্ঠী থেকে নবমীর হিসেব অনুযায়ী এবারে বিপুল পরিমাণ মদ বিক্রি হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর বেশ কয়েক বছর ধরে মদ বিক্রিতে টেক্কা দিচ্ছে অন্য জেলাগুলিকে। পুজোতেও তা ছাপিয়ে গিয়েছে। ওই জেলার আবগারি দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বিদেশি মদকে টেক্কা দিয়েছে দেশীয় মদ। আইএমএফএল বা এদেশে তৈরি বিলিতি মদ বিক্রি হয়েছে ৩ লক্ষ ২০ হাজার ৫১০ লিটার, এফএল বা বিদেশি মদ বিক্রি হয়েছে ২ লক্ষ ২৬ হাজার ৫৬ লিটার, বিয়ার বিক্রি হয়েছে ২ লক্ষ ৮৪ হাজার ২০৫ লিটার।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, দিঘা, তাজপুর, মন্দারমণি, শংকরপুরের মতো পর্যটনকেন্দ্রগুলি থাকায় সারা বছরই পূর্ব মেদিনীপুরে মদ বিক্রির পরিমাণ বেশি থাকে। পুজোয় অনেকেই শহরের ভিড় এড়িয়ে সমুদ্র সৈকতে যান। ফলে রেকর্ড গড়েছে ওই জেলা। তবে এখনও উৎসবের মরশুম বাকি রয়েছে। ফলে সমস্ত জেলা মিলিয়ে মদ বিক্রির পরিমাণ আরও অনেকটাই বাড়বে বলে মনে করছে আবগারি দপ্তর। গত বছর মদ থেকে প্রায় ১৪৮ কোটি টাকা আয় হয়েছিল। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে এক লাফে ২০ শতাংশ মদের ব্যবসা বেড়েছিল।

ডিজির কাছে রিপোর্ট তলব

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের নাগরাকাটায় মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করল জাতীয় তপশিলি উপজাতি কমিশন। রাজ্য পুলিশের ডিজি ও জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপারের কাছে তিন দিনের মধ্যে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে।

সোমবার নাগরাকাটায় দুর্গতদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দুষ্কৃতী হামলায় আক্রান্ত হন সাংসদ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষও। তিনিও রেহাই পাননি। আহত বিজেপি সাংসদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক জলঘোলা শুরু হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে কমিশন জানিয়েছে, এই ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানাতে হবে। সংবিধানের ৩৩৮এ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনদিনের মধ্যে উত্তর না এলে কমিশন তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে।

উপাচার্য নিয়ে এখনও সংশয় বঙ্গে

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতে দাঁড়ি টানল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার রাজ্যের ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগে আদালত অনুমতি দিলেও জট এখনও পুরোপুরি কাটেনি। বিষয়টি ঘিরে সংশয় রয়ে গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলি বুক বাঁধছে নতুন দাবি-দাওয়া নিয়ে, তার পাশাপাশি উপাচার্য মহলে চলছে জোর চর্চা। তাদের একাংশের মত, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনামা বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফে চূড়ান্ত নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এই খবরের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকবে। ফলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দিনের পর দিন যে সমস্যাগুলি দানা বেঁধেছে, তা আদৌ কতটা সমাধান হবে, তা নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের সবুজ সংকেত মিললেও স্থায়ী উপাচার্যদের চূড়ান্ত নিয়োগপত্র দেবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সম্পূর্ণ মামলার নিষ্পত্তি না হওয়ায় উপাচার্য নিয়োগে এখনও সম্পূর্ণ জট কাটেনি বলে একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে শিক্ষামহলের একাংশ। প্রায় দু'বছর স্থায়ী উপাচার্যহীন কাটিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে এবার স্থায়ী উপাচার্য পদে দায়িত্ব সামলানো কতটা চ্যালেঞ্জিং হবে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের? তাঁর উত্তর, '৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ও শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত থেকেছি। ফলে ক্যাম্পাস আমার দ্বিতীয় বাড়ি। স্থায়ী উপাচার্য না থাকায় একাধিক উত্থানপতনের সাক্ষী হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। ফলে যে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে, তার সমাধান করে বিশ্ববিদ্যালয়কে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনব। নিজস্বতাকে বজায় রেখে প্রতিটি সমস্যাকে আলাদাভাবে বিচার করে ক্যাম্পাসকে সর্বসেরা করে তোলার অঙ্গীকার নিচ্ছি।' তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য শান্তা দত্ত দেব বক্তব্য, 'আদালতের নির্দেশিকাই হাতে আসেনি, তাই উপাচার্য বদলের খবর নিয়ে হইচই করার এখনও কোনও মানে হয় না। গত ১৯ অগাস্ট উপাচার্য নিয়োগের ইন্টারভিউ হওয়ার পরের দিনই আমার কাছে আশুতোষ ঘোষের নামে চিঠি আসে। এটা কীভাবে সম্ভব? ইন্টারভিউয়ের পর নতুন উপাচার্য নিয়োগের দীর্ঘ প্রক্রিয়া থাকে। তাহলে একটি বেসরকারি সংস্থার তরফে আমার কাছে ২০ অগাস্ট আশুতোষের উদ্দেশে চিঠি এল কেন? রাজ্যপালকে তখনই অভিযোগ জানিয়েছিলাম।'

এছাড়াও বিশ্ববাংলা, সাধু রামচাঁদ, গৌড়বঙ্গ, কাজী নজরুল ও রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়েও স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের সবুজ সংকেত মিলেছে বলে সূত্রের খবর। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্যাগুলি দীর্ঘদিন ধরে বাসা বেঁধেছে, তা নতুন উপাচার্যরা সমাধান করতে পারবে বলে ইতিমধ্যেই আশা দেখছেন পড়ুয়ারা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএফআই লোকাল কমিটির সভাপতি রাসেল পারভেজের বক্তব্য, 'দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা ইসি মিটিংয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিষয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। নতুন উপাচার্যকে সেদিকে নজর রাখার দাবি জানাব। এছাড়াও ছাত্র, কর্তৃপক্ষ ও সরকার পক্ষের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের ব্যবস্থা করা হোক, যাতে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সমস্যা নিয়ে আমরা সেখানে কথা বলতে পারি।' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএফআই আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক অমিত কুমার ঘোষের দাবি, 'তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দাদাগিরি যেন কড়া হাতে দমন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ক্যাম্পাসে নিজস্ব প্রিন্টিং মেশিন, জেরক্স মেশিন নিয়মিতভাবে চালু করার পাশাপাশি ছাত্রদের স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়া হোক।'

দাম্পত্যকলহে সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে নির্দেশিকা

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : দাম্পত্য কলহ ও বিবাহবিচ্ছেদে সন্তানকে অনেক সময় শিখণ্ডী হিসেবে ব্যবহার করেন বাবা-মা। এবার সন্তানের মানসিক বিকাশ, নিরাপত্তা ও অভিভাবকদের ভূমিকা নিয়ে নির্দেশিকা জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। এই প্রথম কোনও মামলায় সন্তানের অভিভাবকত্ব ও তার হেপাজতের বিষয় নিয়ে গাইডলাইন মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। অনেক সময় বাবা-মায়ের দাম্পত্য লড়াইয়ে বা বিবাহবিচ্ছেদের সময় সন্তানের হেপাজত, তার নিরাপত্তা, অভিভাবকত্ব নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হয়।

এই বিষয়ে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে ২০২১ সালে মামলা করেছিলেন রাতুল রায়। পরে এই মামলায় আরও একটি সংগঠনও যুক্ত হয়। সেই মামলাতেই আদালত সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছে, 'চাইল্ড অ্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টডি গাইডলাইন ও প্যারেন্টিং প্ল্যান ২০২৫' নামক নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে। হাইকোর্টের

রেজিস্ট্রার জেনারেল রাজ্যের জেলা আদালতগুলিতে ও বিচারকদের কাছে এই নির্দেশিকা পাঠাবেন। হাইকোর্টের ওয়েবসাইটেও এই নির্দেশিকা প্রকাশ করতে হবে।

আবেদনকারীদের দাবি ছিল, একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তৈরি নির্দেশিকা অবলম্বন করে গাইডলাইন তৈরি করা হোক। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব হাইকোর্টের রুল মেকিং কমিটিকে বিষয়টি বিবেচনা করে নির্দেশিকা তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। ২০২৪ সালে ওই কমিটি খসড়া নির্দেশিকা পেশ করে। এই নির্দেশিকা মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তাতে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে, মামলা চলাকালীন সন্তানদের দেখভালের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের ভূমিকা, মামলার নিষ্পত্তির পর অভিভাবকদের ভূমিকা, সন্তান ও মা-বাবার মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়ন, দীর্ঘ দূরত্ব ও স্বল্প দূরত্বে থাকা অভিভাবকদের ভূমিকা, আদালত নিযুক্ত পর্যবেক্ষকের ভূমিকা সহ আরও নানা বিষয়। রুল মেকিং কমিটির পর্যবেক্ষণ, 'বাবা-মায়ের লড়াইয়ে মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সন্তানেরা। একজন শিশুর সুষ্ঠু মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজন বাবা-মা ও পরিবারের ভালোবাসা। দাম্পত্য কলহ থেকে সন্তানদের রক্ষা করতে ও বেড়ে উঠতে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে দেওয়া এবং অভিভাবকত্বের সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি করা জরুরি।'

পরিবার, কর্মক্ষেত্রে বাড়ছে পুরুষ নির্যাতন

রিমি শীল

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : ঘটনা এক: সদ্য একবছর হল বিয়ে করেছেন। অথচ পুরুষসঙ্গীকে নিয়ে স্বামীর বাড়িতে থাকতেন স্ত্রী। নিজের বাড়িতেই একপ্রকার তৃতীয় পক্ষ হয়ে উঠেছেন স্বামী। ঘটনা দুই: বীরভূমের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান অসীম চক্রবর্তী (নাম পরিবর্তিত)। তাঁর বাবার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনেছেন অসীমের স্ত্রী। অপমানে আত্মঘাতী হয়েছেন বৃদ্ধ। এরকম প্রচুর কাহিনী শুনিয়ে গেলেন সমাজকর্মী নন্দিনী ভট্টাচার্য। পুরুষদের অধিকার নিয়ে বহু বছর কাজ করছেন তিনি।

তাঁর মতে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের পুরুষরা এই হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। কখনও পরিবারের মধ্যে স্ত্রী-পুত্রবধূর দ্বারা, কখনও কর্মক্ষেত্রে মহিলা সহকর্মীর দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছেন তাঁরা। প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও আইনি গেরোয় আটকে পড়ছেন তাঁরা। ফলে শেষমেশ পুরুষ অধিকার নিয়ে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির দ্বারস্থ হচ্ছেন তাঁরা।

অল বেঙ্গল মেনস ফোরামের হিসাব অনুযায়ী, ৬৩৩ জন পুরুষ চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নানা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দ্বারস্থ হয়েছেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল হিউম্যান রাইটস প্রোটেকশন ডেমোক্রেটিক অর্গানাইজেশনের চেয়ারম্যান শুভাশিস দেব বলেন, 'আমাদের কাছে আসা অভিযোগগুলির মধ্যে বিয়ের পরে পুরুষদের হেনস্তার সম্মুখীন হওয়ার ঘটনা বেশি। কখনও স্ত্রী বা শ্বশুরবাড়ির লোকজন মানসিক হেনস্তা করছে।'

নন্দিনী ভট্টাচার্য বলেন, 'গত বছর আমাদের সংস্থার কাছে এই রাজ্য থেকে ১০৭২ জন পুরুষ অভিযোগ জানিয়েছিলেন। এবছর মাত্র ৯ মাসেই সংখ্যাটা ৭০০-র কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে ৩০-৪৫ বছরের পুরুষরা অভিযোগ করছেন।'

পুরুষাধিকার নিয়ে হৃদয়া নামক সংস্থার কর্মী কৌশিক ভৌমিক বলেন, 'নারী বা শিশুদের জন্য কমিশন থাকলেও পুরুষদের ক্ষেত্রে তা নেই। আমাদের বিচারব্যবস্থার এই ত্রুটি তো রয়েছেই। আইনি জটিলতায় পড়ার ভয়ে অনেকে মুখ খোলেন না।' দম্পতির অশান্তির প্রভাব শুধুমাত্র তাঁদের পরিবৃত্তেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বিষয়টি নাড়া দেয় শিশু মনকেও।

রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস বলেন, 'শিশুমনে তৎক্ষণাৎ এর প্রভাব না পড়লেও পরবর্তীতে প্রাপ্তবয়স্ক হলে বিষয়টি পরিস্ফূট হয়। তখন ওই ব্যক্তিকে দোষারোপ করা হলেও আদতে তাঁর দোষ থাকে না।' ৭০-৮০ বছর আগেও পুরুষ নির্যাতনের বিষয়টি সোনার পাথরবাটি ছিল। সময় বদলের সঙ্গে পরিস্থিতিও বদলেছে। মনোবিদ দেবলীনা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'মহিলারা স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে সাংসরিক চাহিদার বাইরেও বাহ্যিক লোভ-লালসা তৈরি হচ্ছে। সীমারেখা লঘু হচ্ছে।'

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৩৮ সংখ্যা, বুধবার, ২১ আশ্বিন ১৪৩২

সফরের প্রতিযোগিতা

মৃত্যু, ক্ষতির খবর ক্রমশ আড়ালে। শিরোনামে ঝাঁকে ঝাঁকে নেতা, মন্ত্রীদের সফর। যাঁদের আনাগোনা শুরু হয়েছে বিপর্যয়ের ২৪ ঘণ্টা পর। দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিযোগিতা যেন। সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারস্পরিক দোষারোপ। পাশাপাশি বেলাগাম খিস্তিখেউড়। উত্তরবঙ্গ যেন দুর্যোগকেন্দ্রিক পর্যটনের গন্তব্য হয়ে উঠেছে। সেই পর্যটকরা প্রায় সবাই ভিভিআইপি। যাঁদের নিয়ে প্রশাসন ও পুলিশের ব্যস্ততায় পিছনে পড়ে গিয়েছে বিপর্যয় পরবর্তী ত্রাণ ও উদ্ধারকার্য।

প্রবল বর্ষণে পাহাড়ে ধস ও সমতলের নদীতে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের কারণে প্লাবনের পর ৭২ ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে। বীভৎস ক্ষতচিহ্ন নিয়ে কোনও কোনও জায়গা এখনও হয় বিচ্ছিন্ন, নাহয় দুর্গম হয়ে আছে। জল নেমে যাওয়ায় ত্রাণশিবির প্রায় ফাঁকা। কিন্তু বাড়িঘর অনেক জায়গায় থাকার অনুপযুক্ত। কাদা, পলিতে ওই বিপর্যয় থেকে বাঁচতে নিজেদের মতো মরিয়া প্রয়াস করে চলেছে সাধারণ মানুষ।

ধ্বংসের এই চিহ্ন এখন আরেক ধরনের পর্যটনের জন্ম দিয়েছে উত্তরবঙ্গে। উৎসাহী, কৌতূহলী মানুষ, জীবিকার তাগিদে ভ্লগার, ইউটিউবার কিংবা সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা তো আছেনই। বিশেষ করে তৃণমূল নেতারা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ওইসব এলাকায় যাওয়ার জন্য। যত না স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন বা ত্রাণ দিচ্ছেন তাঁরা, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি তৈরি করছেন রিল বা ভিডিও। যা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

জন্ম হচ্ছে বিনোদনের আরেক ধরনের। সাধারণ মানুষের দুর্গতি হয়ে উঠছে সেই বিনোদনের উপকরণ। অনেকটা যেন 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি তাড়াতাড়ি'র দশা। দুর্যোগের পরের সন্ধ্যায় সরকার মেতে থাকল কলকাতার রেড রোডে দুর্গাপুজোর কার্নিভালে। বিরোধীরা তার সমালোচনা করল। কিন্তু কেউ উত্তরবঙ্গমুখী হল না। কিন্তু যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ সফরসূচি ঘোষণা হল, অমনি বিশেষ করে বিজেপি নেতৃত্ব যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

মমতার আগে উত্তরবঙ্গে উড়ে এলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছানোর আগে তিনি দলীয় সতীর্থদের নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখে সন্ধ্যায় ফিরে গেলেন। তাঁর কাজ শেষ। পরদিন এলেন তাঁর দলের শুভেন্দু অধিকারী। দিল্লি থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। মালদা থেকে এসে আবার তৃণমূলের হাতে মার খেলেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। হেনস্তার শিকার হলেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ।

এই হামলা নিয়ে কথার যুদ্ধ চলল শাসক ও বিরোধী শিবিরের। এক্স হ্যান্ডেলে মন্তব্য করে তাতে জড়িয়ে পড়লেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। নৌকা ভ্রমণে দেখা গেল নেতা, মন্ত্রীদের। কোথাও লাইফজ্যাকেট পরে শমীকের সঙ্গে জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত রায়, কোথাও রাজ্যের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক। ছবি উঠল, ভিডিও ছড়িয়ে পড়ল। বিপর্যয়ের চেয়ে মুখ্য হয়ে উঠল এইসব সফরনামা।

উত্তরবঙ্গের কতটা লাভ হল? মানুষের ভোগান্তি কতটা দূর হল? ক্ষতির পুনরুদ্ধার আদৌ হল কি? ভবিষ্যতে এমন দুর্যোগের পুনরাবৃত্তি হলে, তার মোকাবিলা করার পরিকাঠামো তৈরির পরিকল্পনা হল কি? শাসক-বিরোধীর কোন্দল, কেন্দ্র-রাজ্যের তর্জায় সেসব প্রসঙ্গ আড়ালেই চলে গেল। মৃতদের পরিবার রাজ্য সরকারের দেওয়া ৫ লক্ষ টাকার চেক ও চাকরির আশ্বাস পেল। কিন্তু ভবিষ্যতে এমন প্রাণহানি ঠেকানোর কর্মসূচি অজানাই থাকল।

শুধু প্রতিশ্রুতি মিলল। মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, রাজ্য পাশে আছে। কেন্দ্র সবরকম সহায়তা করবে বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী। যা প্রায় সব দুর্যোগের পর দেখে এসেছে উত্তরবঙ্গ। বিপর্যস্ত হওয়ার পর এই দুর্যোগ-পর্যটনে যে অর্থ ও সময় ব্যয় হয়, তা দিয়ে পুনর্নির্মাণ, পুনরুদ্ধার ও দুর্যোগ মোকাবিলার পরিকাঠামো উন্নয়ন হতে পারে কিছুটা। কিন্তু ভোটের তাগিদের কাছে সফরের প্রতিযোগিতাটাই যেন বড় হয়ে ওঠে।

অমৃতধারা

মনের চেয়ে চিত্ত সূক্ষ্ম। চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলেই মনের সৃষ্টি হয়। যেরূপ সরোবরের জলের মধ্যে ঢিল ছুড়লে বা অন্য কোনওরকম আঘাত লাগিলে তরঙ্গ উপস্থিত হয়, সেইরূপ চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলে মনের ক্রিয়া হয়। চিত্তই প্রকৃতি। চিত্ত, অহংকার, বুদ্ধি ও মন-মনের এই চারিটি বিভাগ। মন জড়ও নয়, চেতনও নয়-মনের স্বরূপ অচিন্তনীয়। যেমন রঙ্গমঞ্চে এক নট- বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন প্রকার অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন নাম ধারণ করে, তদ্রূপ মনও কর্মভেদে অনেক ধারণ করিয়া থাকে। এই জগৎ মনেরই সৃষ্টি। সমষ্টি মনই ব্রহ্ম। এই জীবজগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ। ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। ব্রহ্ম যেমন অনাদি, জীবও সেইরূপ অনাদি।

-শ্রীশ্রীনিগমানন্দ সরস্বতী

আলোচিত

কাল জলপাইগুড়ি গিয়ে সাংসদ ও বিধায়কের ওপর হামলাকারীদের ছবি ও মোবাইল নম্বর দিয়ে পোস্টার সেঁটে দিতে বলব স্থানীয় বিজেপি নেতাদের। এরপর দেখি, ওঁরা কোথায় পালিয়ে থাকেন। এই ঘটনা যাঁরা ঘটিয়েছেন, তাঁরা যেখানেই লুকিয়ে থাকুন, আমরা খুঁজে বের করবই।

- সুকান্ত মজুমদার

ভাইরাল

জলের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে ডজন ডজন গাড়ি। বুলগেরিয়ার এলেনাইটের এমনই এক ভয়াবহ বন্যার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। জলের বেগ এতটাই যে, গাড়িগুলি খেলনার মতো ভেসে চলেছে। কৃষ্ণসাগর উপকূলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।

আজ

১৮৬২

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ'র জন্ম আজকের দিনে।

১৯২৬

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা রাজকুমার।

সোজা-সাপটা

বাবার দুই চেহারা আবিষ্কারের লোভে উঁকি

পি সি সরকার

রিহার্সাল রুমের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে প্রতুলচন্দ্রের সচেতনতা ছিল দেখবার মতো। তিনি মনে করতেন, মঞ্চে পারফেকশন আনার জন্য রিহার্সালের কোনও বিকল্প নেই। আমাকে যেমন অনেকে প্রশ্ন করেন, ভালো জাদুকর হতে গেলে কী করতে হবে, তেমনই ওঁকেও এই প্রশ্ন অনেকবারই শুনতে হয়েছে।

তিনি বলতেন, ভালো জাদুকর হতে গেলে তিনটি জিনিস খুব দরকার। এক নম্বর হল প্র্যাকটিস। দুই নম্বর হল প্র্যাকটিস। আর তিন? তিন নম্বরেও ওই প্র্যাকটিস। আসলে ম্যাজিকের শতকরা তিরিশভাগ হল বিজ্ঞান, বাকিটা শিল্প বা দেখাবার কায়দা। অর্থাৎ সাধারণ ম্যাজিশিয়ানকেও তার ম্যাজিক দেখানোর জন্য একভাগ বিজ্ঞানের আর বাকিভাগ অভিনয়ের বা উপস্থাপনার সাহায্য নিয়ে করতে হয়। এই ব্যাপারটা ছোট-বড় মাঝারি সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এর সঠিকভাবে ব্যবহার এবং প্রয়োগই তাকে সাধারণ থেকে অসাধারণের পর্যায়ে নিয়ে যায়। বিজ্ঞানকে যে যত বেশি শিল্পসম্মতভাবে, শৈল্পিক রাংতা দিয়ে মুড়ে পরিবেশন করতে পারে, তার তত সুনাম। সে তত জনপ্রিয়। তার জাদু তত ভুবনমোহিনী। এবং এই ব্যাপারটা আয়ত্ত করার জন্য দরকার প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিস আর প্র্যাকটিস। প্র্যাকটিস দেবে আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাস দেবে সাবলীলতা। আত্মবিশ্বাস আনে দর্শকের মুগ্ধতা, সেই মুগ্ধতার ওপরই তৈরি হয় জাদুময় পরিবেশ। তাছাড়া বড় মাপের ম্যাজিক মানেই তো একটা টিম গেম।

এই মানসিকতা থেকেই বাবার রিহার্সাল রুমের দরজা সবার জন্য খোলা ছিল না। বা আরও স্পষ্ট করে বললে বলা যায়, আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু আমার মন পড়ে থাকত ওই বন্ধ দরজার ভেতরে। চুপচাপ এক কোণে বসে থাকারও অনুমতি মিলত না।

ওখানে ছেলেমানুষির স্থান নেই। সব কিছুই যেন হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারের মতোই কড়া, কঠিন, গম্ভীর। প্রবেশ নিষেধ। শুধু কি ওই মানসিকতা? মোটেই না। আসলে বাবা ভয় পেতেন স্টেজের ঝলমলে জগৎ আমাদের মাথা বিগড়ে না দেয়। মঞ্চমায়ার জগতের রাস্তা নাকি ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক।

একবার ঢুকলে শুধু সেদিকে এগুতেই হবে। পিছন ফিরে আসা যায় না। লেখাপড়ার হবে জলাঞ্জলি। সেজন্য ওখানে ঢোকা তো দূরের কথা, উঁকি মারাও নিষেধ। কিন্তু আমি দেখতাম ওই বিহার্সাল। দেড়তলার ছোট ঘরের জানলা দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আমি সবকিছু দেখতাম। পেট কেটে জোড়া লাগাবার খেলায় নিরীহ সহকারীর কাজ যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা জেনেছিলাম। ফাঁসিকাঠ থেকে কী করে অদৃশ্য হতে হয় তাও জেনেছিলাম। আরও জেনেছিলাম কোন

ম্যাজিকে কোন জায়গাটা বেশি করে নজর রাখতে হয় এবং ঢাকতে হয়।

তখন কেমন করে অভিনয় করতে হয়, কখন হাসাটা জরুরি, কখন নয়। বাবার পাশে দাঁড়িয়ে তখন ম্যাজিক করা তো কল্পনাও করা যায় না। আমি যে একক কোনও অনুষ্ঠান করেছি, তাও নয়। কিন্তু মনে মনে আমি সবকিছুই করতাম। বিভিন্ন সহকারী হিসেবে হ্যাঁ। সেই দেখাটা রিহার্সাল দেখা বা ম্যাজিক দেখার লোভে শুরু হয়নি। শুরু হয়েছিল আমার বাবার দুই চেহারা কেমনভাবে এক হয়ে যায় সেটা আবিষ্কার করতে।

বাড়ির বাবাই যে আমার স্টেজের বাবা সেটা তখন সবে বুঝতে শুরু করেছি। বাড়ির বাবাকেও ভালোবাসতে শুরু করেছি। তিনি আড়ালে কী করেন সেটা দেখতে গিয়েই আমার জাদুশিক্ষার শুরু। কাছাকাছি হতে না পেরে নিজেকে তাঁর পাশাপাশি রয়েছি বলে কল্পনা করতাম।

মাঝে মাঝে আমি যতীনবাবু হতাম, একেকবার হতাম মাধববাবু, কখনও-বা বীরেনবাবু, নন্দীবাবু বা পলান। শুধু তা-ই নয়, দুঃসাহসীর মতো নিজেকে বাবা ভেবে মাঝে মাঝে কল্পনাও করতাম যে ম্যাজিক দেখাচ্ছি। প্রচুর দর্শক ছিল আমার, মঞ্চ তো ছিল বিরাট।

সেই মঞ্চে পর্দা, আলো এবং বাজনা সবই ছিল। প্রতিটি প্রদর্শনীই আমার হাউসফুল যেত। কত হাততালি, মজা হত সেই প্রদর্শনীতে। কিন্তু কেউই সেটা জানতেন না। পুরো জগৎটাই তো আমার মনের ভেতরে। ভয় পেতাম, কারণ আমি যে মনে মনে ম্যাজিক দেখাই সেটা জানতে পারলে বাবা প্রচণ্ড বকাবকি করবেন।

বিকেল হলেই বাবা গাড়ি নিয়ে বড়বাজার, অথবা চাঁদনি চক, নয়তো সরস্বতী প্রেস, তিমির প্রেস, কোথাও-না-কোথাও চলে যেতেন। ম্যাজিকের যন্ত্র তৈরি করতে, তাঁর কল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে, বিজ্ঞানভিত্তিক যন্ত্র তৈরিতে প্রয়োজনমাফিক কব্জা বা অন্য কিছু সংগ্রহ করা বা আলোচনা করা ছিল তাঁর নিত্যদিনের কাজ। বাবা বেরিয়ে গেলেই আমার রাজত্ব শুরু হত।

পা টিপে টিপে বাবার আপিসঘরে গিয়ে ঢুকতাম। বাড়ির অন্য একটা তালার চাবি দিয়েও যে এ ঘরের তালা খোলা যায় তা আমরা আবিষ্কার করেছিলাম। সেই ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দরজা চাপিয়ে লক করে দিতাম। বাইরে থেকে বোঝা যেত না যে ভেতরে কেউ আছে। ভেতরে যে কী তুলকালাম কাণ্ড চলছে তা কি কেউ জানে?

আমি ঘরে ঢুকতেই হাততালির ঝড় বয়ে যেত। ঢুকে বলতাম, 'আশা করি আমি বেশি দেরি করিনি, রাস্তা পরিষ্কার ছিল না তাই আসতে দেরি হল।'

আমার কাল্পনিক জগতের ম্যাজিক শুরু হত। মাঝেমধ্যে যখন দৃশ্যান্তর হত তখন দর্শকরা কেউ থাকতেন না। মনে মনে ভাবতাম, গুপ্তধনের খোঁজে জাদুগুহায় ঢুকেছি। চারদিকে সব মণিমাণিক্য ছড়িয়ে আছে। ওগুলো চোখ দিয়ে দেখতাম কিন্তু স্পর্শ করতাম না। ছুঁলেই বাবা বুঝে যাবেন কেউ ঘরে ঢুকে তাঁর জিনিসে হাত দিয়েছে। এভাবে পড়তাম বাবার লেখা বিভিন্ন 'নোট', প্ল্যানিং-এর অনেক কিছু।

কী কী উনি করতে চাইছেন এবং কোনটা সবার আগে করতে হবে। জাদুশিক্ষার্থী হিসেবে সে সব ছিল আমার আসল লেখাপড়ার জিনিস। তাছাড়া বাবার লাইব্রেরির বিভিন্ন ম্যাজিকের বই তো বটেই, টারবেল-এর কোর্স অফ ম্যাজিক পড়ে আত্মস্থ করলাম। কিন্তু মন ভরল না। ওতে শুধু কৌশল শেখানো আছে। উপস্থাপনার কথা শেখানো বিশেষ নেই।

এই সব কৌশল যে কেউই পয়সা খরচ করে ম্যাজিক বেচার দোকান থেকে কিনতে পারে। কিন্তু উপস্থাপনা, প্রদর্শন ভঙ্গি- সেটাই তো আসল। সেটা তো বই পড়ে শেখা যায় না। নইলে এই বই তো হাজার হাজার কপি ছাপা হয়েছে। হাজার হাজার উঁচু জাদুকর তো সৃষ্টি হয়নি। একই খেলা দেখিয়েও মানুষের মন জয় করতে পারে না। পড়লাম স্কার্নের এনসাইক্লোপিডিয়া অফ কার্ড ট্রিক্স, বাইসের এনসাইক্লোপিডিয়া অফ সিল্ক ম্যাজিক ইত্যাদি। কিন্তু মানুষের মন জয় করতে পারে না।

১৯৫৮ সালের কথা। ক্লাস এইটে পড়ি। নিউ এম্পায়ারে ম্যাজিক দেখাবেন বলে বাবা তৈরি হচ্ছেন। সব ঠিকঠাক। মনে আছে অনুষ্ঠানের ঠিক দু'দিন আগে নন্দীবাবু, পলান এবং আরও দু'-চারজন সহকারী বাবাকে এসে চাপ দিলেন মাইনে বাড়াবার জন্য। একটু-আধটু বাড়ানো নয়, ওঁদের দাবি একেবারে দ্বিগুণ।

ওঁদের বক্তব্য, মাইনে যদি বাড়ানো না হয়, ওঁরা এখনই দল ছেড়ে দেবেন। বাবাকে জীবনে কোনওদিন হারতে দেখিনি। সোজা দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, বেরিয়ে যাও। তোমাদের ছাড়াও চলবে। সেদিনের কথা আমি কখনও ভুলব না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেছে। অগ্রিম টিকিটও বিক্রি হয়ে গেছে। এই সময়ে চাপ দিলে পি সি সরকার নিশ্চয়ই মাইনে বাড়াতে বাধ্য হবেন। কী চমৎকার চক্রান্ত!

কিন্তু ওঁদের চমকে দিয়ে পি সি সরকার ওঁদের বাদ দিয়ে দিলেন। বললেন, 'ভেবো না, তোমাদের ছাড়া আমার ম্যাজিক আটকাবে। একটু কষ্ট হবে প্রথম কয়েকটা দিন। কিন্তু আমার শো তোমরা নষ্ট করতে পারবে না।'

ঘটনাটা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। সে কথা অন্য আরেক দিন।

ভালো জাদুকর হতে গেলে তিনটি জিনিস খুব দরকার। এক নম্বর হল প্র্যাকটিস। দুই নম্বর হল প্র্যাকটিস। আর তিন? তিন নম্বরেও ওই প্র্যাকটিস। আসলে ম্যাজিকের শতকরা তিরিশভাগ হল বিজ্ঞান, বাকিটা শিল্প বা দেখাবার কায়দা।

জনমন জনমত

কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক

সাম্প্রতিক বিপর্যয়ে উত্তরবঙ্গবাসী বিশেষত জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার বেশিরভাগ মানুষ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। মুখ্যমন্ত্রী মৃতের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করলেও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে তেমন কিছু বলেননি।

এই পরিস্থিতিতে আমন ধান সহ শীতকালীন অনেক ফসল নষ্ট হয়েছে। ধানের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় আগামীদিনে তাঁরা কী খাবেন সেটাই এখন তাঁদের দুশ্চিন্তার বিষয়। তাই ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শস্যবিমা যোজনার মাধ্যমে বা কৃষকবন্ধু প্রকল্পে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের নাম নথিভুক্ত করে তাঁদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হোক।

অন্যদিকে, বন্যার গ্রাসে অনেক পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছে। বিশেষত যেসব শিক্ষার্থীর বইখাতা সহ পড়াশোনার সামগ্রী নষ্ট হয়েছে

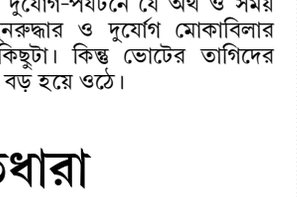

তাদেরও সরকারের সাহায্য ভীষণ দরকার, যাতে তারা অন্তত নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারে। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও 'ঘুমন্ত' জনপ্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ভূপেশ রায়
টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি।

দুর্ভোগের দেশে মানবতার আলো

বৃষ্টি যখন নামল, তখন কে জানত তার গায়ে এমন ভয়ানক শোকের গন্ধ লেগে আছে? উত্তরবঙ্গের আকাশটা তখনও শান্ত, কেবল দূরের মেঘে নীলচে ছায়া। কেউ জানত না, সেই মেঘের বুকের ভেতর জমে থাকা জল এক রাতে ছিঁড়ে ফেলবে পাহাড়, নদী, মানুষের বুকের বাঁধ।

ডুয়ার্স থেকে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার- সব যেন জলমগ্ন শোকগাঁথা। তোর্ষা, জল্পেশ, ঘিস, মাল, জলঢাকা- সব নদী যেন পাগল হয়ে উঠেছে। ঘরবাড়ি গিলে নিচ্ছে, পথ নেই, সেতু ভেসে গিয়েছে, মাঠের ধান নষ্ট হয়েছে।

বৃদ্ধরা ছেঁড়া কম্বল মুড়ে বসে আছেন ত্রাণশিবিরে, চোখে একরাশ অবিশ্বাস। শিশুদের মুখে দুধ নেই, নারীরা পা ভিজিয়ে সারারাত কাটাচ্ছেন। নাগরাকাটা, বিন্নাগুড়ি, মেটেলি, বানারহাট - সব জায়গা থেকেই ভেসে আসছে একটাই শব্দ 'বাঁচাও'। এমন করুণ ছবিও এই মাটি আগে দেখেছে। কিন্তু এবার যেন আরও গভীর, আরও তীক্ষ্ণ।

তবু এর মাঝেও মানুষ জেগে রয়েছেন। হাঁটুজলে নেমে তরুণরা চাল-ডাল নিয়ে যাচ্ছেন অজানা গ্রামে। মেয়েরা রান্না করছেন ত্রাণের খিচুড়ি। কেউ ভাঙা স্কুলঘরে আশ্রয় দিয়েছেন আশিজন মানুষকে। কেউ নিজের একবেলা খাবার ছেড়ে দিয়েছেন অন্যের মুখে তুলে দিতে।

এই যে মানবতার আলোকবিন্দুগুলো- এগুলোই তো উত্তরবঙ্গের প্রকৃত চেহারা।

এই বন্যা শুধু ঘর ভাসিয়ে নেয়নি, সে কেটে দিয়েছে অহংকারের বাঁধও। কে শহরের, কে গ্রামের, কে গরিব, কে ধনী- এইসব প্রশ্ন জলে মিশে গিয়েছে। এখন সবাই শুধু মানুষ। আর মানুষ মানেই একজোট হওয়া, হাত বাড়িয়ে দেওয়া, দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানো। যাঁদের ঘর ভেঙেছে তাঁদের ঘর আবার গড়ে তুলতে হবে, শিশুদের মুখে হাসি ফিরিয়ে আনতে হবে, তাদের মন থেকে ভয় দূর করতে হবে- এই দায় আমাদের সবার। শুধু আমরা যেন দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে না ভুলে যাই।

শমিত বিশ্বাস
সূর্য সেন কলোনি, শিলিগুড়ি।

৫৭ বছর আগের ঘটনা মনে পড়ল

৬ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'ধসে, জলে প্রকৃতির তাণ্ডবে মৃত ২৮' শীর্ষক প্রতিবেদনটি পড়ে আজ থেকে ঠিক ৫৭ বছর আগের একটি ভয়াবহ ঘটনা মনে পড়ে গেল।

১৯৬৮ সালে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও সিকিম অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছিল। ফলে অনেক লোকের প্রাণহানি হওয়ার পাশাপাশি গবাদি পশু ও সম্পত্তি নষ্ট হয়েছিল। সেই সময়টাও ছিল লক্ষ্মীপুজোর আগে। এবারও সেই একই দিন এবং একই তারিখ। সেই সময় জলপাইগুড়ি শহরকে তিস্তার হড়পায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তখনকার মানুষের আজও মনে রয়েছে তিস্তার সেই ভয়াল তাণ্ডবের কথা। আমি তখন অবশ্যই ছোট ছিলাম, বাবার কাছে শুনেছিলাম সেই কথা। আমাদের কামাখ্যাগুড়ির পূর্ব পাশের রায়ডাক নদীর জলে বারবিশা, চকচকা, তেলিপাড়া সহ ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে জল বয়ে গিয়েছিল, যা কি না পুরোনো মানুষজন ভোলেননি। সেই সময়ও প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে বন্যার কবলে পড়তে হয়েছিল। এবারও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে অনেক মানুষকে হারালাম। প্রশাসন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আশা করি, সকলেই আবার ঘুরে দাঁড়াবে।

দীপক বিশ্বাস
কামাখ্যাগুড়ি, আলিপুরদুয়ার।

পানীয় জলের জন্য হাহাকার

জলঢাকা নদীর প্রবল জলোচ্ছ্বাসে জলপাইগুড়ি জেলার চারেরবাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় মানুষের অবর্ণনীয় ক্ষয়ক্ষতি হয়। নদীর জল ঘরবাড়ি, খেত সব তছনছ করে দেয়।

বর্তমানে সেই অঞ্চলে কিছু কিছু ত্রাণের কাজ শুরু হলেও তা খুবই অপ্রতুল। বিশেষ করে পানীয় জলের সমস্যা খুবই গুরুতর আকার নিয়েছে। জলের জন্য হাহাকার করছেন সকলে। এই পরিস্থিতিতে বাসিন্দারা নলকূপ বসানোর আবেদন জানিয়েছেন। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের যথাযথ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যত দ্রুত সম্ভব নলকূপ বসানো হলে উপকার হয়।

সত্যজিৎ চক্রবর্তী
বিবেকানন্দপাড়া, ধূপগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৬০

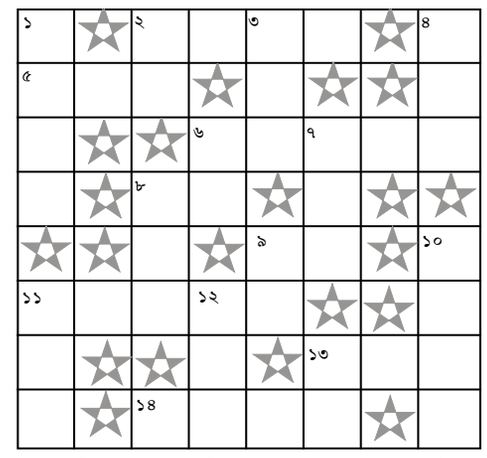

পাশাপাশি : ২। অত্যাচারী শাসকের শাসনকাল ৫। অবিকল একই রকম দেখতে ৬। বাণভট্ট এঁর সভাকবি ছিলেন, থানেশ্বরের রাজা ৮। রাক্ষস অথবা পাখি, ফুলও হতে পারে ৯। মোটা সুতো ১১। এবড়োখেবড়ো ১৩। ১২টির মধ্যে একটি রাশির নাম ১৪। কাগজে ছাপা কোনও স্থানের নকশা।

উপর-নীচ : ১। শরৎচন্দ্রের গল্পে শ্রীনাথের পেশা ২। কোকিলের ডাক ৩। আহ্লাদিত ৪। কোনও প্রাণীর চামড়া ৬। ন্যায্য বা যথাযথ ৭। কড়িকাঠের চেয়ে পাতলা কাঠ যার ওপর ছন্দ তৈরি হয় ৮। কাচের পাত্র ৯। যে গাছের ফল গানে থাকে ১০। লাল রংয়ের পদ্মফুল ১১। যে মেয়ে উপযুক্ত হলেও এখনও বিয়ে হয়নি ১২। তিরস্কার করা ১৩। শত্রু নয়।

সমাধান ■ ৪২৫৯

পাশাপাশি : ১। দরকচা ৩। বেতস ৫। আড়ম্বরপূর্ণ ৬। নকল ৭। রায়ত ৯। ঝাড়াইবাছাই ১২। লাঞ্ছিত ১৩। রত্নাকর।

উপর-নীচ : ১। দশানন ২। চাগাড় ৩। বেকার ৪। সম্পূর্ণ ৫। আল ৭। রাই ৮। তৎপর ৯। ঝামেলা ১০। ইজ্জত ১১। ছাপর।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

প্রিয়াংকার প্রতিবেশী কেজরি

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : শিশমহল অবশেষে নতুন ঠিকানা পেলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ৯৫ নম্বর লোধি এস্টেটের একটি টাইপ-৭ বাংলোয় থাকবেন আপ সুপ্রিমো। কেজরির জন্য নতুন বাংলো বরাদ্দের বিষয়টি সোমবার কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়। নতুন ঠিকানায় উঠে এলে আপ সুপ্রিমোর প্রতিবেশী হবেন তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। তিনি থাকেন ৯৭ নম্বর বাংলোয়। সামান্য দূরে ৮১ নম্বর বাংলোয় থাকেন ওয়েনাড়ের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। টাইপ-৭ বাংলোয় চারটি বেডরুম, বড় লন, একটি গ্যারাজ, কর্মচারীদের জন্য তিনটি কোয়ার্টার, অফিসের জন্য জায়গা থাকে। কেজরির প্রায় ৫ হাজার বর্গফুটের বাংলোয় দু'টি সাইড লন এবং অফিসও রয়েছে। সোমবার নতুন বাংলো দেখতেও গিয়েছিলেন আপ সুপ্রিমো এবং তাঁর স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়াল।

হত নেপালের দুষ্কৃতী

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : দিল্লিতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হল কুখ্যাত দুষ্কৃতী ভীম বাহাদুর জোরার। আদতে নেপালের লালপুরের বাসিন্দা ভীম বাহাদুরের বিরুদ্ধে দিল্লি, গুরুগ্রাম, বেঙ্গালুরু ও গুজরাটের একাধিক জায়গায় খুন ও ডাকাতির বেশ কয়েকটি অভিযোগ রয়েছে। গত বছর মে-তে যোগেশচন্দ্র পাল নামে জাংপুরা এলাকার এক চিকিৎসককে খুনের ঘটনায় ভীম বাহাদুরকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল দিল্লি পুলিশ। অভিযুক্তের হদিস পেতে একলক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার গভীর রাতে দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির আস্থাকুঞ্জ পার্ক এলাকায় তাকে ঘিরে ফেলে দিল্লি ও গুরুগ্রাম পুলিশের যৌথ বাহিনী। পুলিশকে দেখে গুলি চালাতে শুরু করে ভীম বাহাদুর। জবাব দেয় পুলিশও। সংঘর্ষে প্রাণ যায় দুষ্কৃতীর।

বন্ধুকে শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : মঙ্গলবার ৭৩-এ পা রাখলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। বন্ধুকে ফোন করে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চলতি বছরের শেষ দিকে ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলন হবে দিল্লিতে। সেই উপলক্ষ্যে পুতিনকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানান প্রধানমন্ত্রী। সূত্রের খবর, শুভেচ্ছা বিনিময়ের ফাঁকে দুই শীর্ষনেতা ইউক্রেন ইস্যুতেও মতবিনিময় করেছেন।

দিল্লিতে বৃষ্টি

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : মঙ্গলবার ভোরে দিল্লিতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রবল বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ায় তাপমাত্রা নেমে যায় ২১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। আর্দ্রতা ছিল ৯৮ শতাংশ। আবহাওয়া দপ্তরের মতে, দিনভর উত্তর-পূর্ব দিক থেকে হালকা বাতাস বইবে। বুধবার আংশিক মেঘলা আকাশ ও বৃহস্পতিবার পরিষ্কার আকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। তাপমাত্রা থাকবে প্রায় স্বাভাবিক সীমায়।

নিষিদ্ধ সিরাপ

বেঙ্গালুরু, ৭ অক্টোবর : দু'বছরের নীচে শিশুদের কাশির সিরাপ দেওয়া যাবে না বলে সোমবার জানিয়ে দিল কর্ণাটক সরকার। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর এই নির্দেশ জারি করেছে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে কাশির ওষুধ খেয়ে শিশুমৃত্যুর ঘটনার পর। সব হাসপাতাল, ফার্মাসি ও ওষুধ বিক্রেতাকে সতর্ক করা হয়েছে যেন এসব সিরাপ বিক্রি না করা হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী দীনেশ গুন্ডুরাও জানান, কর্ণাটকে ওই নিম্নমানের সিরাপ সরবরাহ হয়নি। তবে সব নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে।

ফের হামলা

করাচি, ৭ অক্টোবর : বিদ্রোহী থেকে সন্ত্রাসবাদী। পাকিস্তানের সরকারবিরোধী সশস্ত্র সংগঠনগুলির সফট টার্গেটে পরিণত হয়েছে জাফর এক্সপ্রেস। সম্প্রতি বালুচিস্তানে একাধিকবার আক্রান্ত হয়েছে ট্রেনটি। যাত্রী সহ গোটা জাফর এক্সপ্রেস অপহরণের ঘটনাও ঘটেছিল। মঙ্গলবার সেই ট্রেনে হামলা হয়েছে সিন্ধু প্রদেশে। এদিন শিকারপুর জেলার সুলতান কোটের কাছে সোমারওয়ায় পেশোয়ারগামী ট্রেনের লাইনে বিস্ফোরক রেখে দেওয়া হয়েছিল। ট্রেনটি ওই জায়গায় আসতেই ঘটে বিস্ফোরণ। ট্রেনের ৬টি কামরা লাইনচ্যুত হয়। ৭ জনের আঘাত গুরুতর। ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে পাক সেনা এবং পুলিশ।

বিজেপির ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর ওপর প্রাণঘাতী হামলার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বঙ্গভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপির কয়েকশো কর্মী-সমর্থক। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা।

চিরাগ-পিকে জোট জল্পনা

আসনরফায় জট এনডিএ, মহাগঠবন্ধনেও

পাটনা, ৭ অক্টোবর : বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের রাজনীতিতে আসন ভাগাভাগি নিয়ে যে টানাপোড়েন চলছে, তাতে এক নতুন 'টুইস্ট' যুক্ত হল। এনডিএ-র শরিক চিরাগ পাসোয়ানের দল লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস) ইঙ্গিত দিয়েছে— ভোটকুশলী থেকে রাজনীতিবিদ হওয়া প্রশান্ত কিশোরের (পিকে) 'জন সুরাজ'-এর সঙ্গে জোটের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না! রাজনৈতিক মহল মনে করছে, চিরাগের এই অবস্থান ক্ষমতাসীন বিজেপি-জেডিইউ জোটের ওপর চাপ বাড়াতে এবং আসন সমঝোতায় নিজের দাবি আদায়ের এক সুস্পষ্ট কৌশল।

সূত্রের খবর, ২৪৩টি আসনের মধ্যে চিরাগ পাসোয়ান তাঁর দলের লোকসভা নির্বাচনের ১০০ শতাংশ স্ট্রাইক রেটকে ভিত্তি করে ৪০টি আসন দাবি করছেন। এদিকে বিজেপি এবং জেডিইউ উভয় শিবিরই সমসংখ্যক আসনে প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। রাজ্যের ২৪৩টি আসনের মধ্যে ২০৫টি আসনে প্রার্থী দিতে পারে বিজেপি-জেডিইউ। বাকি ৩৮টি আসনের মধ্যে ২৫টি এলজেপি (রামবিলাস), ৭টি হাম এবং উপেন্দ্র কুশওয়াহার আরএলএমকে ৬টি আসন ছাড়া হতে পারে। এদিন চিরাগের সঙ্গে দেখা করেন বিজেপি নেতা ধর্মেন্দ্র প্রধান ও বিনোদ তাওড়ে। এই পরিস্থিতিতে চিরাগ প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রতি আনুগত্য দেখাচ্ছেন ঠিকই। তবে জোটসঙ্গীদের প্রতি প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি সবজির নুনের মতো, প্রতিটি আসনে ২০ থেকে ২৫ হাজার ভোট প্রভাবিত করতে পারি'—অর্থাৎ জোট ছেড়ে আসার বিকল্প সবসময়ই তাঁর হাতে খোলা। এলজেপি শিবির এই জল্পনা তৈরি করে বিজেপিকে স্পষ্ট বার্তা দিতে চাইছে, তারা কেবল 'ফালতু' আসন নিতে রাজি নয়, তাদের 'গুণগত মানের' আসন চাই।

আমি সবজির নুনের মতো, প্রতিটি আসনে ২০ থেকে ২৫ হাজার ভোট প্রভাবিত করতে পারি

চিরাগ পাসোয়ান

যদিও প্রশান্ত কিশোরের 'জন সুরাজ' একাই লড়ার ঘোষণা করেছে, তবুও তাঁর একটি শক্তিশালী সামাজিক ভোটব্যাংক রয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, জন সুরাজের সঙ্গে হাত মেলালে চিরাগের দল বেশি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পাবে এবং এনডিএ থেকে বেরিয়ে এলেও তাঁর রাজনৈতিক গুরুত্ব বজায় থাকবে।

চিরাগ এই মুহূর্তে নিজেকে 'আব কি বার, যুবা বিহারি' স্লোগানের মাধ্যমে নীতীশ কুমারের উত্তরসূরি হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। তবে শুধু এনডিএ-তেই নয়, আসন জট রয়েছে বিরোধী মহাগঠবন্ধনেও। সিপিআই (এম-এল) লিবারেশনকে ১৯টি আসন ছাড়তে চাইছে আরজেডি। ২০২০ সালেও তাদের একই সংখ্যক আসন ছাড়া হয়েছিল। কিন্তু সেবার তারা ১২টি আসন জিতেছিল। এদিকে সংগীতশিল্পী মৈথিলি ঠাকুরকে বিজেপি আসন্ন বিধানসভা ভোটে প্রার্থী করতে পারে বলে জল্পনা ছড়িয়েছে। সম্প্রতি তিনি বিহারে বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত বিনোদ তাওড়ে এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। রাজনীতিতে যোগদান ঘিরে মৈথিলি বলেন, 'আমি বিহারের সেবা করতে চাই।' মধুবনি এবং আলিগড় আসনের মধ্যে একটিতে মৈথিলিকে প্রার্থী করতে পারে বিজেপি।

মমতার বৈষম্যের অভিযোগ খারিজ কেন্দ্রের

বন্যা রোধে বঙ্গকে ১,২৯০ কোটি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের বিধ্বংসী বন্যাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরে তপ্ত রাজ্য-রাজনীতি। রাজ্য সরকারের দাবি, কেন্দ্রের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। অন্যদিকে কেন্দ্রের বক্তব্য, আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি যৌথ উদ্যোগে বিপর্যয় মোকাবিলার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় বৈষম্যের অভিযোগ তোলেন। এবার সেই অভিযোগের জবাব দিল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রক মঙ্গলবার জানিয়েছে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন্য মোট ১,২৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম, ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। না হলে উত্তরবঙ্গ বারবার বন্যার কবলে পড়বে। কিন্তু কোনও উত্তর পাইনি। কেন্দ্র বন্যা নিয়ন্ত্রণে কোনও অর্থ দেয়নি, এমনকি গঙ্গা পরিশোধনের কাজও বন্ধ করে দিয়েছে। এটা বাংলার সঙ্গে বৈষম্য ছাড়া কিছু নয়।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের পরেই কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রক এক্স পোস্টে জানায়, মুখ্যমন্ত্রীর দাবি 'ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর'।

মন্ত্রকের বক্তব্য অনুযায়ী, ভারত সরকার ইতিমধ্যে ভুটান সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে নদীভাঙন, পলি জমা, বন্যা ও ক্ষয়রোধ সংক্রান্ত বিষয়ে। দু'দেশের মধ্যে কাজ করছে জয়েন্ট গ্রুপ অফ এক্সপার্টস, জয়েন্ট টেকনিক্যাল টিম ও জয়েন্ট এক্সপার্টস টিম। এই সংস্থাগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিরাও রয়েছেন।

সম্প্রতি ভুটানের পারো শহরে অনুষ্ঠিত ১১ তম জয়েন্ট গ্রুপ অফ এক্সপার্টস বৈঠকে আটটি নতুন নদীকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, হাসিমারা ঝোরা, যোগীখোলা, রোকিয়া, ধবলঝোরা, গাবুর বসরা, গাবুর জ্যোতি, পানা ও রায়ডাক। কেন্দ্রের দাবি, এই নদীগুলিতে ক্ষয় ও পলি জমার সমস্যা নিয়ে যৌথভাবে সমীক্ষা চালানো হবে।

বস্তার দশেরা উৎসবে আদিবাসীদের অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার ছত্তিশগড়ের জগদলপুরে।

ট্রান্সজেন্ডার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : দিল্লি হাইকোর্ট প্রশ্ন তুলেছে, ২০১৪ সালের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানা সত্ত্বেও কেন এখনও ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামীদের জন্য সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ কার্যকর হয়নি। সোমবার আদালত জানায়, দিল্লি সরকার এই বিষয়ে কোনও নীতিগত পদক্ষেপ করেনি, তাই মামলাটি জনস্বার্থ মামলা (পিআইএল) হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

প্রধান বিচারপতি দেবেন্দ্র কুমার উপাধ্যায় ও বিচারপতি তুষার রাও গেদেলার ডিভিশন বেঞ্চ দিল্লি সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ১০ দিনের মধ্যে বয়স ও যোগ্যতার শিথিলতার সুবিধা ট্রান্সজেন্ডারদের দিতে হবে এবং তা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে।

আদালত মনে করিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের 'নালসা রায়' (ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া)-এ ট্রান্সজেন্ডারদের সমাজ ও শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা শ্রেণি হিসাবে চিহ্নিত করে চাকরিতে সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এত বছর পরও সেই নীতি কার্যকর হয়নি।

বেঞ্চ বলেছে, 'সম-অধিকার ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকারের উচিত ছিল সংরক্ষণের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া।' আদালত আরও জানিয়েছে, 'যদি বয়স ও নম্বর শিথিলতার সুবিধা দেওয়া হয়, তবে আবেদন জমার সময়সীমা এক মাস বাড়াতে হবে।'

হত্যার নিন্দা

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : রায়বেরেলিতে হরিওম বাল্মীকিকে নির্মমভাবে হত্যার ঘটনার তীব্র নিন্দা করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এক যৌথ বিবৃতিতে তাঁরা বলেছেন, 'আমাদের দেশে একটি সংবিধান আছে, যেখানে মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখা হয়। একটি আইন আছে যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের সুরক্ষা, তাঁদের অধিকার এবং অভিব্যক্তিকে সমদৃষ্টিতে দেখা হয়। রায়বেরেলিতে যা হয়েছে সেটা এদেশের সংবিধানের প্রতি অপরাধ, দলিত সম্প্রদায়ের প্রতি অপরাধ এবং এই দেশ ও সমাজের ওপর লেগে থাকা একটি কলঙ্ক।' খাড়গে ও রাহুলের সাফ কথা, 'দেশের দলিত, সংখ্যালঘু এবং গরিবদের ওপর অপরাধের সংখ্যা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। যাঁরা বঞ্চিত, বহুজন, যাঁদের পর্যাপ্ত ভাগীদারি বা প্রতিনিধিত্বও নেই তাঁদের ওপরই হিংসা সর্বাধিক হচ্ছে।' ২০১৪ সালের পর থেকে গণপিটুনিতে মৃত্যু, বুলডোজার অন্যায় এবং ভিড়তন্ত্রের মতো ঘটনা বর্তমান সময়ের ভয়াবহ পরিচিতিতে পরিণত হয়েছে বলেও জানান তাঁরা।

স্বজনদের বোমা মারে পাকিস্তান

রাষ্ট্রসংঘে তোপ ভারতের

নিউ ইয়র্ক , ৭ অক্টোবর : রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানকে ফের কড়া ভাষায় আক্রমণ করল ভারত। মঙ্গলবার নিরাপত্তা পরিষদের (ইউএনএসসি) বিতর্কসভায় ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পর্বতনেনি হরিশ বলেন, 'পাকিস্তান এমন একটা দেশ, যে নিজের জনগণকেই বোমা মারে এবং পদ্ধতিগত গণহত্যা চালায়।'

নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হরিশ বলেন, 'যে দেশ নিজের জনগণকে বোমা মেরে গণহত্যা চালায়, তারা এখন মিথ্যা প্রচারে বিশ্বকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে।' হরিশ বলেন, 'প্রতিবছরই পাকিস্তানের বিভ্রান্তিকর বক্তৃতা শুনতে হয় আমাদের — বিশেষ করে জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে, যে ভূখণ্ডের প্রতি তাদের লোভ অপরিসীম ও অহেতুক। আমাদের

পর্বতনেনি হরিশ

নেতৃত্ব নারী সুরক্ষা, শান্তি ও নিরাপত্তা ইস্যুতে আজও কলঙ্কহীন।'

হরিশ স্মরণ করান, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর নামে নিজের নাগরিকদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছিল এবং চার লক্ষ মহিলার ওপর সংগঠিত ধর্ষণের মাধ্যমে নৃশংসতা ঘটিয়েছিল। তাঁর কথায়, 'বিশ্ব পাকিস্তানের প্রচারযন্ত্রের ভণ্ডামি বুঝে গিয়েছে।' একইসঙ্গে হরিশ জানিয়ে দেন, 'জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং চিরকাল থাকবে।'

এসআইআরে হস্তক্ষেপ নয়

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : বিহারে ভোট-উত্তাপের মধ্যেই মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় কোনওপ্রকার হস্তক্ষেপ করা হবে না। কারণ, ওই কাজটি পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। সেক্ষেত্রে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে কোনও নির্দেশিকা জারি করা হলে তা কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপের শামিল হবে।

আগামী দিনে বিহারের ধাঁচে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, অসম সহ সারা দেশে এসআইআর করা হবে বলে আগেই জানিয়েছে কমিশন। সেক্ষেত্রে তাদের পরিকল্পনা কী, তা সর্বোচ্চ আদালতকে জানাতে বলা হয়েছিল। এদিন বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ বলেছে, 'আপনারা কেন চাইছেন যে আমরা সমস্ত কাজকর্ম নিজেদের কাঁধে নিয়ে নিই? এসআইআর করাটা একেবারেই নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। আমরা যদি তাতে মাথা ঘামাই, তাহলে বিষয়টি নাক গলানোর শামিল হবে।'

শক্তির সুড়ঙ্গ খুলে সম্মানিত তিন বিজ্ঞানী

পদার্থবিদ্যায় নোবেল ২০২৫

জন ক্লার্ক মিশেল এইচ ডেভোরে জন মার্টিনিস

স্টকহোম, ৭ অক্টোবর : পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল তিন বিজ্ঞানীকে। তিনজনেরই বর্তমান কর্মক্ষেত্র আমেরিকা। মঙ্গলবার সম্মানিত বিজ্ঞানীদের নাম ঘোষণা করেছে রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি। তারা জানিয়েছে, ২০২৫ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারের জন্য যৌথভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে ব্রিটেনের জন ক্লার্ক, ফ্রান্সের মিশেল এইচ ডেভোরে এবং আমেরিকার জন এম মার্টিনিসকে।

ঠিক কী কারণে পুরস্কার পেলেন তাঁরা? সুইডিশ অ্যাকাডেমি জানিয়েছে, বিদ্যুতের সার্কিটে কোয়ান্টাম কণাদের রহস্যময় আচরণ, অর্থাৎ 'টানেলিং' ও শক্তির ভাগ হওয়া বা কোয়ান্টাইজেশন প্রমাণ করেছেন এবারের পুরস্কারজয়ী বিজ্ঞানীরা। এই আবিষ্কার ভবিষ্যতের কোয়ান্টাম প্রযুক্তির দরজা খুলে দিয়েছে— যেমন কোয়ান্টাম কম্পিউটার, গোপন তথ্যরক্ষা (ক্রিপ্টোগ্রাফি) এবং অদ্ভুতভাবে নিখুঁত সেন্সর তৈরি করা যাবে এতে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ওঁদের আবিষ্কার কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।'

সুইডিশ কমিটির নিয়ম অনুযায়ী ক্লার্ক, মিশেল এবং মার্টিনিস সমানভাবে ভাগ করে নেবেন ১ কোটি ১০ লক্ষ সুইডিশ ক্রোনরের (প্রায় ১১ লক্ষ ডলার) পুরস্কার।

'হিস্যা' চাই

ঢাকা, ৭ অক্টোবর : জাতীয় নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় এলে 'সবার আগে বাংলাদেশ' নীতি নিয়ে চলবে বিএনপি। ভারতের সঙ্গে জলচুক্তি এবং সীমান্তে উত্তেজনা মোকাবিলার ক্ষেত্রেও সেই অবস্থান বজায় রাখা হবে। এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গত দু-দশকে দেওয়া প্রথম সাক্ষাৎকারে নানা বিষয়ে অবস্থান স্পষ্ট করেছেন লন্ডনে স্বেচ্ছা নির্বাসনে থাকা খালেদা জিয়া-পুত্র। তবে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে যা বলেছেন, তাতে অন্তর্বর্তী সরকারের বর্তমান অবস্থানের সঙ্গে তারেকের বক্তব্যের মূলগত তফাত নেই বলেই মনে করছে কূটনৈতিক মহল। তারেক বলেন, 'বিএনপির মূলনীতি একটাই। সবার আগে বাংলাদেশ।' শেখ হাসিনা সরকারের আমলে ভারত-বাংলাদেশের সুসম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমি আমার পানির হিস্যা (অংশ) চাই। আমি দেখতে চাইনা না যে, আরেক ফেলানি (সীমান্তের কাঁটা তারে) ঝুলে আছে। অবশ্যই আমরা এটা মেনে নেব না।'

পদ যাবে

ঢাকা, ৭ অক্টোবর : আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালে (আইসিটি) অভিযোগ দাখিল হলেই হারাতে হবে বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা। আইসিটিতে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়লে তিনি আর জাতীয় সংসদের সদস্য পদে বহাল থাকতে পারবেন না। ভবিষ্যতেও এই পদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা হারাবেন অভিযুক্ত।

গাভাই কাণ্ডের জেরে জলঘোলা বিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের উদ্দেশে আইনজীবী রাকেশ কিশোরের জুতো ছোড়ার চেষ্টার ঘটনা আদালতের গণ্ডি পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছে ভোটমুখী বিহারের রাজনীতিতেও। এক সাক্ষাৎকারে কিশোর মঙ্গলবার বলেন, 'আমি গভীরভাবে আহত হয়েছিলাম। ১৬ সেপ্টেম্বর প্রধান বিচারপতির এজলাসে এক ব্যক্তি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন। তখন প্রধান বিচারপতি সেটিকে বিদ্রুপ করে বলেন, যাও, মূর্তির কাছে প্রার্থনা করো, ওর নিজের মাথা ওকেই ফিরিয়ে দিতে বলো। এই কথাতেই আমি অপমানিত ও আহত হই।' রাকেশ কিশোরের অভিযোগ, বিচারব্যবস্থা সনাতন ধর্ম-সম্পর্কিত বিষয়ে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছে। অভিযুক্ত আইনজীবীর বক্তব্য, 'প্রধান বিচারপতি এমন এক সাংবিধানিক পদে বসে আছেন, যেখানে তাঁর 'মাই লর্ড' শব্দের মর্যাদা বোঝা উচিত। আপনি মরিশাসে গিয়ে বলেছেন, দেশ বুলডোজার দিয়ে চলবে না। তাহলে আমি প্রশ্ন করি, যোগীজির বুলডোজার অভিযান, যা সরকারি জমি দখলমুক্ত করছে, তা কি ভুল? আমি আহত এবং এই আঘাত আমার মধ্যে থেকেই যাবে।'

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে প্রধান বিচারপতি গাভাইয়ের দিকে জুতো ছোড়ার ঘটনা ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়েছে। কারণ, তাঁর ওপর আক্রমণ বা অবমাননাকর মন্তব্যকে রাজনৈতিক মহল দলিত ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি আঘাত হিসেবেই দেখছে। সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রধান বিচারপতির সঙ্গে যা ঘটেছে তার তুলনা করতে গেলে তা গান্ধি হত্যার সঙ্গে করতে হয়। যে আইনজীবী প্রধান বিচারপতিকে অপমান করেছেন, তিনি আরএসএসপন্থী। এদেশে যেভাবে দলিতদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিহার নির্বাচনে পড়তে পারে। সেটা আঁচ করেই প্রধানমন্ত্রী তড়িঘড়ি আসরে নেমেছেন। বিজেপিও প্রধান বিচারপতির সমর্থনে কথা বলছে।'

'মুসলিম মহিলার প্রসব করাব না'

জৌনপুর, ৭ অক্টোবর : আসন্নপ্রসবা এক মহিলাকে ফিরিয়ে দিয়ে বিতর্কে জড়াল উত্তরপ্রদেশের একটি জেলা হাসপাতাল। জৌনপুরের বাসিন্দা শামা পরভিনের অভিযোগ, হপ্তাখানেক আগে প্রসবযন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছোলেও কর্তব্যরত ডাক্তার তাঁর ধর্মের কারণে চিকিৎসা করতে অস্বীকার করেন। তাঁর কথায়, সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক নাকি বলেন, 'আমি কোনও মুসলিম মহিলার প্রসব করাতে পারব না।'

অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালের সুপার (সিএমএস) মহেন্দ্র গুপ্ত জানান, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়েছে। অভিযোগ সত্য নয়।'

ঘটনার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। দুই সাংবাদিক—মায়াঙ্ক শ্রীবাস্তব এবং মোহাম্মদ উসমানের বিরুদ্ধে 'জোর করে প্রসবকক্ষে ঢুকে ভিডিও তোলার' অভিযোগ করা হয়েছে।

বিতর্ক যোগীরাজ্যে

ঘটনাটি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। সপা বিধায়ক রাগিণী সোনকরের বক্তব্য, 'প্রসবযন্ত্রণায় কাতর মহিলার মিথ্যে বলার প্রশ্নই ওঠে না। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা করে সরকার সত্যিটা ঢাকতে চাইছে।' কংগ্রেস নেতা বিকাশ উপাধ্যায়ও ঘটনার নিন্দা করেন।

রেলযাত্রীদের সুবিধা

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : রেলযাত্রীদের সফরের সুবিধার্থে নতুন পদক্ষেপ করল ভারতীয় রেল। এবার থেকে যাত্রীরা কোনওরকম ফি ছাড়াই অনলাইনে নিজেদের কনফার্মড টিকিট পরিবর্তন করতে পারবেন। জানুয়ারি থেকে এই পরিবর্তন চালু হবে। বর্তমানে টিকিট বাতিল করে নতুন টিকিট কাটতে গেলে ক্যান্সেলেশন চার্জ দিতে হয়। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো জানান, এই ব্যবস্থা যাত্রীস্বার্থের পরিপন্থী। তবে নতুন ব্যবস্থায় টিকিট বুক করলেও সেটা কনফার্মড হবে কি না. তার গ্যারান্টি থাকবে না। পাশাপাশি যদি নতুন টিকিটের দাম বেশি পড়ে, তাহলে অতিরিক্ত পয়সা গুনতে হবে যাত্রীকে।

'ভাইচারা'র শহরে রক্তের দাগ

কটক ৭ অক্টোবর : সহস্রাব্দের ঐতিহ্য ভাঙল গুজবে। কাঠগড়ায় নতুন বিজেপি সরকার।

যে কটক শহর যুগ যুগ ধরে হিন্দু-মুসলিমের 'ভাইচারা' আর নিরবচ্ছিন্ন সম্প্রীতির জন্য পরিচিত ছিল, গত সপ্তাহে সেখানেই লাগল রক্তক্ষরণের দাগ। বিসর্জন উপলক্ষ্যে বিবাদ কীভাবে গুজব আর ভিএইচপি-র বাইকর‍্যালির ইন্ধনে ভয়াবহ দাঙ্গায় পরিণত হল, তা দেখে হতবাক রাজ্যবাসী। প্রশ্ন একটাই, ২৪ বছরের শান্তির পর ওড়িশায় বিজেপির ক্ষমতা দখলের পরই কি পরিকল্পিতভাবে মাথাচাড়া দিচ্ছে অশান্তি? নবীন পট্টনায়েকের শাসনের অবসান ঘটিয়ে ২০২৪-এর ১২ জুন মোহনচরণ মাঝির নেতৃত্বে প্রথম বিজেপি সরকার গঠিত হয় ওড়িশায়। এরপর থেকেই রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত, খ্রিস্টানদের ওপর হামলা এবং গো-রক্ষকদের বাড়বাড়ন্তের মতো অভিযোগ উঠতে শুরু করে।

ঘটনার সূত্রপাত গত শুক্রবার। দার্ঘা বাজারে বিসর্জনে উচ্চস্বরের গান, 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান নিয়ে মুসলিমদের একাংশের সঙ্গে শুরু হয় সংঘাত, যা দ্রুত পাথর ছোড়ার ঘটনায় পরিণত হয়। পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হলেও সমাজমাধ্যমে গুজব ছড়ায়, দু'জন হিন্দুর মৃত্যু হয়েছে—যা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

গুজবেরই সুযোগ নেয় ভিএইচপি। রবিবার বিনা অনুমতিতে এক বাইকর‍্যালি বের করে তারা। পুলিশ দার্ঘা বাজারের দিকে মিছিল এগোতে বাধা দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। উন্মত্ত ভিএইচপি কর্মীরা ভাঙচুর চালায়, দোকানে (বিশেষত মাংসের দোকানে) আগুন দেয় এবং একটি মলে ঢুকে তাণ্ডব করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসন ৩৬ ঘণ্টার কার্ফিউ জারি করে, ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেয়। বিরোধী দলনেতা নবীন পট্টনায়েক এবং কংগ্রেস বিধায়ক সোফিয়া ফিরদৌস শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানান। কটকের মেয়র সুভাষ সিং দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, 'হিন্দু ও মুসলিম প্রজন্ম ধরে ভাই-ভাইয়ের মতো বসবাস করছে। বন্ধন নষ্ট করতে দেওয়া হবে না।' কিন্তু ঐতিহ্যবাহী এই 'ভাইচারা'য় যে ফাটল ধরল, তা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও ভবিষ্যতের জন্য এক গভীর অশনিসংকেত।

দিনে ঘরনি, রাতে সাপিনি

লখনউ, ৭ অক্টোবর : দিনের বেলা দিব্যি ঘরের কাজ করছেন। কিন্তু রাত হলেই নাকি রূপ বদলে যাচ্ছে তাঁর। তিনি তখন ফণাধর নাগিন। এক ছোবলেই ছবি করে দিতে চাইছেন ঘুমিয়ে থাকা নিজেরই স্বামীকে! বিখ্যাত বলিউড ছবি 'নাগিনা'র মতো গল্পই যেন সত্যি হয়ে যেতে বসেছে উত্তরপ্রদেশের সীতাপুর জেলার অজ গাঁ লোধসায়।

সমাধান দিবসে যখন বিদ্যুৎ, জল, র‍্যাশন কার্ড ইত্যাদি চেনা সমস্যা নিয়ে দরবার করছেন গ্রামবাসীরা, তখন সেখানকার আর এক বাসিন্দা মেরাজ অদ্ভুত সমস্যার সামনে ফেলে দিয়েছেন প্রশাসনিক কর্তাদের।

মেরাজের অভিযোগ, তাঁর স্ত্রী নাসিমুন নাকি 'নাগিন'। দিনের বেলায় মানুষের রূপ ধরে থাকলেও রাত হলেই তিনি সাপের রূপ নেন এবং তাঁকে কামড়ানোর চেষ্টা করেন! মেরাজ বলেন, 'আমি মাঝেমাঝে ঠিক সময়ে জেগে উঠি, নাহলে মৃত্যু নিশ্চিত।' তাঁর অভিযোগ, 'মনে হয় স্ত্রী আমাকে মানসিকভাবে নির্যাতন করে মেরে ফেলতে চায় বলেই এসব করছে।'

খবরটি ইতিমধ্যে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর কেউ লিখেছেন, 'নাগমণিকে পেলে কোথায়?' কেউ লিখেছেন, 'তুমি নিজেও বরং সাপ হয়ে যাও। সাপ-সাপিনির সংসার জমে যাবে!' একজন এমন মন্তব্যও করেছেন, 'তুমি ভায়া ভাগ্যবান হে! বউ হিসেবে পেয়েছ শ্রীদেবীকে!'

তবে মেরাজের কাণ্ডকারখানা নিয়ে নেটাগরিকরা মশকরা করলেও বিষয়টা হালকাভাবে নেননি সংশ্লিষ্ট জেলা শাসক। তিনি মেরাজের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর মানসিক হয়রানির মামলা দায়ের করে খোঁজখবর শুরু করেছে সীতাপুরের পুলিশ।

ভারতের বাজারে বাংলার দেবী

শুভ্রজিত মিত্র পরিচালিত দেবী চৌধুরানী এবার সারা ভারতের বাজার দখল করতে আসছে। পুজোর মুখে বাংলার এই ছবির বক্স অফিস বেশ ভালো। এখনও রমরমিয়ে চলছে এই ছবি। এর মধ্যেই এডিটেড মোশন পিকচার, মানে এই ছবির প্রোডাকশন হাউস থেকে জানানো হয়েছে যে, ১০ অক্টোবর থেকে সারা ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে দেবী চৌধুরানী। কীভাবে টিকিট কাটা যাবে, সে কথা তারা তাদের পোস্টেই উল্লেখ করেছে।

এই খবর জানার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরা জানিয়েছেন, দেশের অন্যান্য রাজ্য যাতে এই ছবি বুঝতে পারে, সেই কারণে ছবিটা সেখানকার ভাষায় ডাব করে দেখানো উচিত। অবশ্য এ বিষয়ে প্রোডাকশন হাউস এখনও মুখ খোলেনি।

প্রসঙ্গত, সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে তৈরি হওয়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি হওয়া এই সিনেমা দেখে আরও একবার আপনার গায়ে কাঁটা দেবে। আবারও মনে করাবে, নারীশক্তি যদি চায় তাহলে পৃথিবীর যে কোনও অসাধ্যকে সাধন করতে পারে।

প্রসেনজিৎ এবং শ্রাবন্তী ছাড়া বিশেষভাবে নজর কেড়েছেন কিঞ্জল নন্দ। প্রফুল্লর শ্বশুরের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সব্যসাচী চক্রবর্তী। চিরকালের মতো দাপুটে চরিত্রে তিনি অসাধারণ। প্রফুল্লর সতীনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন দর্শনা বণিক, রঙ্গরাজ চরিত্রে অর্জুন চক্রবর্তী এবং নিশি চরিত্রে বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়কে দেখে মুগ্ধ দর্শকরা।

ইন্ডিয়ান আইডল থেকে রাজনীতির মঞ্চে?

তাঁর কণ্ঠের জাদুতে কেঁপে গিয়েছিল ইন্ডিয়ান আইডল জুনিয়ারের মঞ্চ। তিনি লোকসংগীত শিল্পী মৈথিলি ঠাকুর। এখনও তাঁর গান শুনে লোকে পাগলপারা হয়ে ওঠে। এবার কি তাঁকে অন্য ভূমিকায় দেখা যাবে?

মৈথিলির জন্মস্থান বিহার। কিন্তু লালুপ্রসাদের সময়ে বিহার ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন তাঁর পরিবার। সম্প্রতি বিহার ঘুরতে এসেছিলেন মৈথিলি। তাঁর পৈতৃক গ্রামেও গিয়েছিলেন। আর তার পরেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই আর বিহার বিজেপির নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিনোদ তাওড়ের সঙ্গে দেখা করেন তিনি।

জল্পনা এমনই, বিহার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মৈথিলি। বিজেপির আসনেই লড়বেন। কোথা থেকে? মৈথিলি জল্পনা উসকে দিয়ে বলেছেন, তাঁর নিজের গ্রামের প্রতিই তাঁর টান সবচেয়ে বেশি। সম্ভব হলে সেখান থেকেই দাঁড়াবেন।

তাহলে তাঁর রাজনীতিতে আসাটা কি নিশ্চিত? এখনও বলেননি মৈথিলি। 'দেখা যাক, ভগবানে ভরসা আছে। যা হবে, ভালোর জন্যেই হবে,' এমন উত্তরে আপাতত পাশ কাটিয়েছেন মৈথিলি ঠাকুর।

ভারতীয় চলচ্চিত্র নিয়ে ফিকি'র একটি আলোচনা সভায় বলিউড অভিনেতা অক্ষয়কুমার। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে। - এএফপি

জোর বাজি জিতে নিলেন অনীক দত্ত

রঘু ডাকাত বনাম রক্তবীজ ২ নিয়ে বাজার এখনো বেশ গরম। দেবী চৌধুরানী এইসব বিতর্কে না গিয়ে নিজেকে আরও বেশি করে ছড়িয়ে ফেলতে চাইছে। তবে দেব এবং শিবু-নন্দিতার মুখোমুখি টক্করের মধ্যে এই পুজোয় যেন অনীক দত্তের বাজার অনেকটাই ফিকে। এমনিতেই তিনি খুব একটা কথাবার্তার ধার ধারেন না। মানুষটি বেশ চুপচাপ। তারপর রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিশেষ ভালো জায়গায় নেই অনীক। তাঁর ছবি বড় একটা স্ক্রিন পায় না। সরকারি হল তো পায়ই না।

তাই যত কাণ্ড কলকাতাতেই ছবিটা নিয়ে দর্শক মহলে বিরাট তোলপাড় পড়েনি, বলাই বাহুল্য। তার ওপর আবার আবীর চট্টোপাধ্যায় এই ছবির প্রচার করেননি। কারণ

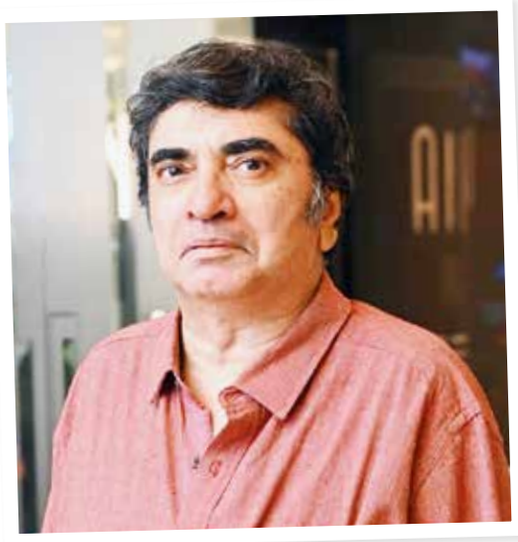

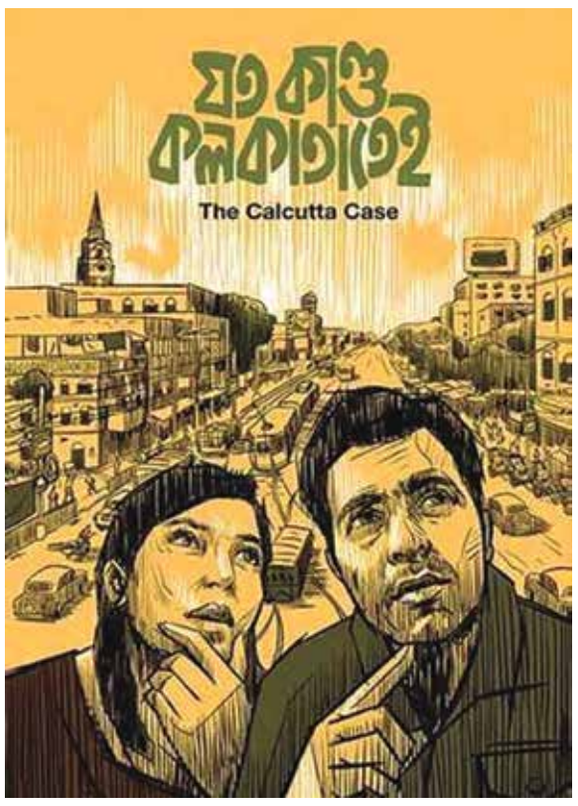

পুজোর ছবির প্রচারের জন্যে তিনি রক্তবীজ টিমের কাছে বাঁধা। তাই নিয়েই অনীক আর আবীরের মধ্যে ভালোই টক্কর লেগেছিল। যদিও আবীরের যুক্তি ছিল যে, অনীকের ছবি আসার কথা ছিল মে মাস নাগাদ। সে সময় প্রচার করতে কোনও সমস্যা ছিল না। কিন্তু সেই ছবি পিছোতে পিছোতে পুজোয় এসে দাঁড়িয়েছে। তাহলে তিনি নিরুপায়।

তবে এতসব সমস্যা সত্ত্বেও পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় একটা খুব দামি তথ্য তুলে ধরলেন। বক্স অফিসের রিপোর্ট উল্লেখ করে সৃজিত দেখিয়েছেন, বিনিয়োগের নিরিখে পয়সা উশুল হওয়ার ক্ষেত্রে পুজোর বাকি তিনটি বড় ছবিকে টেক্কা দিয়ে প্রথম স্থানে আছে 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই'। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এই ছবি মেগাহিট। অবশ্য বেছেশুনে ছবি দেখেন যাঁরা, সেই সব দর্শকের বিচারেও অনীক দত্তের ছবিই এবার পুজোয় সেরা।

৬০ কোটির প্রতারণার জন্য শিল্পাকে জিজ্ঞাসাবাদ

মুম্বাই পুলিশের ইকোনোমিক অফেন্সেস উইং, এক ব্যবসায়ীকে ৬০ কোটি টাকার প্রতারণার জন্য অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা এই জেরা চলেছে। জেরায় কি পাওয়া গেল, তা জানা যায়নি। এখনও পর্যন্ত এই মামলায় শিল্পার স্বামী রাজ কুন্দ্রা সহ পাঁচজনের বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছে। গত সেপ্টেম্বরে এই দম্পতির জন্য এই উইং লুক আউট নোটিস জারি করেছিল।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে দীপক কোঠারি নমে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে অন্য ব্যক্তি মারফত শেট্টি দম্পতি ৭৫ কোটি ঋণ নেন, তাঁদের কোম্পানি বেস্ট ডিল টিভি প্রাইভেট কোম্পানির নামে। সুদের হার ১২ শতাংশ। পরে তাঁরা কোঠারীকে বলেন এটা ঋণ নয়, ব্যবসায় বিনিয়োগ হিসেবে তিনি তাঁর টাকা বিনিয়োগ করেছেন, প্রতি মাসে সেই টাকা ফেরত দেওয়া হবে। কোঠারী অবশ্য সেই টাকাও পাননি। এদিকে শেট্টিদের আইনজীবী কোঠারীর অভিযোগকে অসত্য বলে দাবি করে বলেছেন, তাঁরা 'সত্যি'টা উইংয়ের সামনে পেশ করবেন।

নতুন ইনিংস শুরু গোবিন্দার

৯০-এর দশকে তাঁর ও করিশমার জুটি ঝড় তুলেছিল বি টাউনে। তাঁর কমিক টাইমিং ও ডান্স স্টাইল বিশেষ করে ফেসিয়াল ডান্স মুভমেন্ট মানুষকে মুগ্ধ করেছিল। সেই গোবিন্দা দীর্ঘকাল পর্দায় বাইরে আছেন। মাঝে স্ত্রী সুনীতার সঙ্গে বিচ্ছেদের জল্পনায় মশগুল হয়েছিল মিডিয়ায়। এবার তিনি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আবার পর্দায় তাঁকে দেখা যাবে। তেমনই নিজের ইন্সটাগ্রাম পেজে তিনি জানিয়ে লিখেছেন, নতুন ইনিংসের জন্য পুরো তৈরি। তবে ঠিক কোন প্রোজেক্টে তাঁকে দেখা যাবে, সে কথা তিনি বলেননি। তবে মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, নতুন কনসেপ্টের একটি শো, নাম লানে দেন—ইটস অল অ্যাবাউট বিজনেস। আশির দশকে গোবিন্দা তাঁর কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। মূলত নাচের জন্যই তাঁর নাম হয়। পরবর্তীতে কমেডি নির্ভর ছবিতে তিনি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে পৌঁছোন। রাজনীতিতেও তিনি পা দিয়েছিলেন। ২০০৪ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের এমপি ছিলেন। ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচনের আগে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে শিবসেনায় যোগ দেন।

হলিউড অভিনেতার সঙ্গে অনন্যা পান্ডে

অনন্যা পান্ডে এখন প্যারিস ফ্যাশন উইক ২০২৫-এর গালা বিজনেস অফ প্যাশন ৫০০ ক্লাস-এর জন্য সে দেশে। এখানে চ্যানেল ফ্যাশন ব্র্যান্ডের ডেবিউ হবে, এই ব্র্যান্ডের অ্যাম্বাসাডর হয়েছেন অনন্যা। এই সংক্রান্ত বিভিন্ন ছবি ও ভিডিও নেটে ঘুরছে। তারই একটি ছবি অনন্যা ও দ্য মেটিরিয়ালিস্ট ছবির নায়ক পেড্রো পাসকালের। দুজন একসঙ্গে ছবি তুলেছেন এবং কথা বলেছেন বেশ কিছুক্ষণ ধরে। অনন্যা পরেছিলেন কালো ভি নেক টপ, কালো স্কার্ট, পেড্রো পরেছিলেন কালো টি শার্ট ও প্যান্ট। এই শো হচ্ছে সাংগ্রি-লা-হোটেলে। চলতি বছর তিনিই এই শো-তে অংশগ্রহণকারী একমাত্র ভারতীয় নায়িকা। এর আগে শো-তে অংশ নেন প্রিয়াংকা চোপড়া, দীপিকা পাড়ুকোন, আলিয়া ভাট, সোনম কাপুর।

একনজরে সেরা

ইন্টারভিউয়ার অক্ষয়

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে অক্ষয়কুমার জিজ্ঞাসা করেছেন, আপনি নাগপুরের লোক, কমলালেবু কীভাবে খান—রস করে? তাঁর উত্তর, খোলা ছাড়িয়ে নুন দিয়ে। অক্ষয়ের কথায়, আমি নিশ্চয় খেয়ে দেখব। ২০১৯-এ প্রধানমন্ত্রীকে অক্ষয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন আম কীভাবে খান? সেদিন অক্ষয় ট্রোলড হয়েছিলেন। এবারও আক্কি বলেছেন, আমি শোধরাব না। এমন প্রশ্ন ওঁদের করবই।

কাকা সানি

ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফ তাঁদের সন্তানের জন্য প্রস্তুত। ভিকির ভাই সানিকে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, আমরা শ্বাস বন্ধ করে সেদিনটার জন্য অপেক্ষা করছি, যেদিন ওই বাচ্চাকে আমাদের পরিবারে ওয়েলকাম করব। কেমন কাকা হবেন? তাঁর উত্তর, আমি ওকে নষ্ট করে ছাড়ব—এমন মজার কাকাই হতে চাই।

ঘোড়ার সংগম

সলমন খানের সঙ্গে রাঘব জ্যুয়েল কাজ করেছেন 'কিসি কা ভাই কিসি কা জান' ছবিতে। সেই সূত্রে তিনদিন তিনি কাটিয়েছেন সলমনের পানভেলের ফার্মহাউসে। তাঁর কথায়, রাত তিনটে পর্যন্ত পার্টি করেছি। তারপর সলমন বলেন, চলো ঘোড়ার সঙ্গম দেখা যাক। দেখলাম আমরা। ওইরকম মজা আমি কখনও পাইনি। ফার্মহাউসে জিম, আস্তাবল, সুইমিং পুল সব আছে।

আবার সৌরভ

পরিচালক সায়ন্তন মুখোপাধ্যায় ১৯৫৪ নামে একটি সিরিজ বানিয়েছেন। এর বিষয়, ওই সময়কালে কলকাতায় বীরেন দত্ত নামে এক নারীলোলুপ সাইকো কিলার ছিল। সে বেলারানি নামে এক মহিলাকে কালীঘাটে খুন করে তার শরীরের টুকরো বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেয়। সেই ঘটনারই আবার তদন্ত শুরু হয়, নেতৃত্বে রুদ্রনীল ঘোষ। বীরেন-এর ভূমিকায় সৌরভ দাস।

অন্তঃসত্ত্বা ভারতী

টিভির লাফটার কুইন ভারতী সিংহ সমাজমাধ্যমে স্বামী হর্ষ লিম্বাচিয়ার সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করেছেন, তাতে ভারতীর স্ফিতোদর স্পষ্ট। তাঁরা ক্যাপশন করেছেন, আমরা আবার অন্তঃসত্ত্বা। প্রথম সন্তান লক্ষ্যর বয়স তিন। ওঁদের কথায় দ্বিতীয় সন্তানের এটাই আদর্শ সময়। মেয়ের শখ এবার হয়তো পূরণ হবে।

বিজয়া সম্মিলনিতেও তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৭ অক্টোবর : বিজয়া সম্মিলনিতেও প্রকট তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল। ফের প্রকাশ্যে রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী এবং পুরসভার চেয়ারপার্সন সন্দীপ বিশ্বাস ও ভাইস চেয়ারপার্সন অরিন্দম সরকারের 'লড়াই'। নেতৃত্বের নির্দেশে ব্লক ও শহরগুলিতে শুরু হয়েছে তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনি। মঙ্গলবার রায়গঞ্জ ব্লক-১ তৃণমূলের তরফে বিজয়া সম্মিলনির আয়োজন করা হয় রায়গঞ্জের কর্ণজোড়া অডিটোরিয়ামে। যথারীতি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, জেলা তৃণমূল সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের পাশাপাশি বিধায়ক কৃষ্ণ। কিন্তু এখানে দেখা যায়নি সন্দীপ ও অরিন্দমকে। যা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে দলের মধ্যেই। খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, তাঁদের আমন্ত্রণই জানানো হয়নি।

'অচল পয়সা', 'ভোট লুটেরা' -এমন নানা শব্দে বেশ কয়েকদিন ধরেই 'লড়াই' চলছে কৃষ্ণ ও সন্দীপদের মধ্যে। দুই গোষ্ঠীর এমন লড়াইয়ে মঙ্গলবার যুক্ত হল বিজয়া সম্মিলনি। বিধায়কের উপস্থিতিতিতে অনুষ্ঠানে থাকার জন্য ডাক পেলেন না পুর চেয়ারপার্সন এবং তাঁর ডেপুটি। যা নিয়ে সন্দীপ বলছেন, 'আমরা অনাহূতের মতো যাইনি। কারণ, আমাদের আমন্ত্রণ জানায়নি কেউ। এটা পৈত্রিক সম্পত্তি নয় কারও। দলের সিস্টেম অনুযায়ী আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হলে সকলেই খুশি হতেন। কেন আমরা সেখানে যাইনি, তা নিয়ে অনেকে ফোন করেছিলেন। আমরা না যাওয়ায় অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ হয়ে থাকল।' সুর চড়িয়ে অরিন্দম বলছেন, 'বিধায়কের ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান বলে আমাদের ডাকেনি। যদি দলের অনুষ্ঠান হত তাহলে আমরা ডাক পেতাম। কেউ যদি মনে করে এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, তখন সেটা আর দলের থাকে না।' যদিও রায়গঞ্জ ব্লক তৃণমূল (১) সভাপতি অনিমেষ দেবনাথের দাবি, 'অনুষ্ঠান যেহেতু রায়গঞ্জ-১ ব্লকের, তাই এই ব্লকের বাইরে কাউকে আলাদাভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। শুধুমাত্র রায়গঞ্জের বিধায়ক, রাজ্যের মন্ত্রী ও জেলা সভাপতিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। দলকে ভালোবেসে স্বেচ্ছায় সকলে এসেছেন।' যদিও এব্যাপারে বিধায়ক কৃষ্ণ মুখ খুলতে চাননি।

অন্যদিকে, কর্ণজোড়া অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দলের পক্ষ থেকে উপস্থিত নেতা-কর্মীদের বিজয়ার শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি মিষ্টিমুখ করানো হয়। সাংগঠনিক কিছু বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে। বিজয়া সম্মিলনিতে বক্তব্য রাখার সময় মন্ত্রী রব্বানি বলেন, 'কংগ্রেসের প্রার্থীর জন্যই রায়গঞ্জ লোকসভা আসনে আমাদের হারাতে হয়েছে। এই ভুল আর করা যাবে না। আগামী নির্বাচনে যোগ্য জবাব দিতে হবে।'

প্রাণে মারার হুমকি

বালুরঘাট, ৭ অক্টোবর : ডিভোর্সি এক তরুণীর আবার বিয়ে ঠিক হতেই, প্রতিবেশী তরুণের কুপ্রস্তাব ও প্রাণে মারার হুমকির মুখে পড়তে হল। বালুরঘাট শহরের দুই নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ওই তরুণী মঙ্গলবার বিকেলে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই তরুণের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, আগামী নভেম্বর মাসে তরুণীর বিয়ে ঠিক হয়েছে। সেটা জানার পর থেকে গত কয়েক মাস ধরেই সেই তরুণ তাঁকে লাগাতার কুপ্রস্তাব দিয়ে চলেছে। সেকথা পরিবারের সদস্যদের জানিয়ে দিতেই ওই তরুণ তাঁর পরিবারের সকলকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

রায়গঞ্জে কুলিক নদীতে পড়ে রয়েছে প্রতিমার কাঠামো (উপরে)। গঙ্গারামপুর পুরসভার তরফে পুনর্ভবা নদী থেকে কাঠামো তোলার কাজ চলছে। (নীচে) বুনিয়াদপুরের টাঙন নদীতে ভাসছে কাঠামো। ছবিগুলি তুলেছেন দিবাকর সাহা, চয়ন হোড় ও অনুপ মণ্ডল।

দশমীর পাঁচদিন পরও ভাসছে কাঠামো

নদী দূষণেও হুঁশ নেই প্রশাসনের

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ৭ অক্টোবর : দশমী থেকে বুনিয়াদপুরে প্রতিমা নিরঞ্জন শুরু হয়েছে। শনিবার পর্যন্ত এই পর্ব চলেছে। তবে বেশ কয়েকদিন পেরিয়ে গেলেও বুনিয়াদপুরে টাঙনের বুকে এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নিরঞ্জনের চিহ্ন। পুজোর সামগ্রী, প্রতিমার কাঠামো, খড়, প্রতিমার গয়না জলে ভাসছে। সেই রংয়ে দূষিত হচ্ছে নদীর জল। অথচ নদী সাফাইয়ের দায়িত্ব যাঁদের কাঁধে, তাঁদের কি কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই? প্রশ্ন তুলছেন আমজনতা।

বুনিয়াদপুর পুরসভার তরফে দশমী অর্থাৎ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছিল নিরঞ্জনপর্ব। শুক্র ও শনিবার রাত্রি পর্যন্ত প্রতিমা নিরঞ্জনপর্ব চলেছে। তিনদিনে প্রায় ৩৭টি প্রতিমা নিরঞ্জন হয়েছে। পুরসভার পক্ষ থেকে পালপাড়া এলাকায় টাঙন নদীর ধারে ঘাট ও মঞ্চ বেঁধে টেন্ট বানিয়ে চারদিকে রোশনাই ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিরঞ্জনপর্ব চলে। যেখানে ঘটা করে বুনিয়াদপুর পুরসভার তরফে অত্যাধুনিক হাইড্রলিক যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিমা নিরঞ্জনের ব্যবস্থা ছিল কার্নিভালের ঘটে। সেখানে প্রতিদিনের কাঠামো প্রতিদিন নদী থেকে তোলা হয়নি। তার পাঁচদিন পরও পড়ে রয়েছে কাঠামো।

উদ্যোগ নেই

- দশমী থেকে তিনদিন নিরঞ্জনপর্ব চলেছে
- প্রতিমার কাঠামো টাঙন নদী থেকে তুলে ফেলা হয়নি
- দশমীর পাঁচদিন পেরিয়ে গেলেও কাঠামো, পুজোর সামগ্রী নদীতে ভাসছে
- নদী দূষিত হলেও প্রশাসনের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই

অথচ সেইদিন উপস্থিত ছিল পুর প্রশাসন, পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড, বিপর্যয় মোকাবিলা টিম, স্বাস্থ্যকর্মী সহ নৌকা ও মাঝিদের দল। একে একে টাঙন বক্ষে ফেলা হয়েছিল সমস্ত প্রতিমা। নদীতে বাঁশ পুঁতে তাতে লাগানো দড়ি দিয়ে প্রতিমার কাঠামোগুলোকে বেঁধে রাখা হয়েছে। কিন্তু পাঁচদিন পেরিয়ে গেলেও সেই কাঠামোগুলিকে নদী থেকে তোলার উদ্যোগ নেই। কাঠামো নদীর জলে পচতে শুরু করেছে। এছাড়াও পুজোর অন্যান্য সামগ্রীতে পচন ধরেছে। ফলে নদীর জলে দূষণ ছড়াচ্ছে প্রতিনিয়ত।

পাঁচদিন ধরে নদীতে প্রতিমার কাঠামো পড়ে থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পরিবেশপ্রেমীরা। পরিবেশপ্রেমী ডঃ অমর পাল বলেন, নদী দূষণ রুখতে প্রশাসনের তৎপরতার প্রয়োজন। প্রতিদিনের কাঠামো প্রতিদিন তুলে ফেলার দরকার ছিল। যাতে করে কাঠামোর পচনশীল পদার্থগুলি জলে পচে দ্রুত দূষণ ছড়াতে না পারে।

পুর প্রশাসনের নোডাল অফিসার অশোককুমার ঠাকুর জানিয়েছেন, তিনদিন ধরে প্রতিমা বিসর্জনপর্ব হয়েছে। জলের মধ্যে কাঠামোগুলোকে বেঁধে রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরের পর থেকে লোক লাগানো হয়েছে। একদিনে সমস্ত কাঠামো তোলা সম্ভব নয়। বুধবারের মধ্যে সমস্ত কাঠামো তুলে ফেলা হবে।

নিরাপত্তা কোথায়, প্রশ্ন বালুরঘাটে

এ শহর এমন ছিল না

ভাস্বতী মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক, বালুরঘাট কলেজ

আঠাশ বছর ধরে বালুরঘাট কলেজে অধ্যাপনা করছি। দীর্ঘদিন এই শহরে রয়েছি। এই শহরকে আমি চিনি এক অন্য রূপে- শান্ত, সংস্কৃতিমনস্ক, ভদ্র শহর হিসেবে। এখানকার মানুষ শুধুই পরিশ্রমী নন, অতিথিপরায়ণও। বাইরে থেকে কেউ এলে তাঁকে খুব সহজে আপন করে নেওয়াটাই এই শহরের স্বভাব। এমন পরিবেশে আমরা সবসময়ই বিশ্বাস করতাম, বালুরঘাটে মেয়েরা নিরাপদ।

আমার ছাত্রছাত্রীরা বহুবার বলেছেন, তাঁরা একা থাকলেও কোনও ভয় পাননি। ক্লাস বা টিউশন শেষে রাত করে ফেরার সময়ও তাঁদের কোনও অসুবিধা হয়নি। এই শহরের মাটি তাঁদের আপন করেছে। তাই সোমবার রাতের ঘটনাটা সত্যিই আমাকে অবাক করেছে। একইসঙ্গে উদ্বিগ্নও করেছে। একজন টোটোচালক রাস্তায় তরুণীর গলা থেকে মালা ছিনিয়ে নিয়ে পালাল, এটা বালুরঘাটের চেনা চিত্রের সঙ্গে মিলছে না। স্থানীয়রা দোষীকে ধরেছে এবং পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু তবু এই ঘটনা আমার মনকে বিচলিত করছে।

হয়তো এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। তবে আমরা কখনও আত্মতুষ্টি করতে পারি না। বালুরঘাট তো আর স্বর্গরাজ্য নয়। দেশের বিভিন্ন শহরে নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, আর আমাদের শহরও তার বাইরে নয়। প্রশাসনের উচিত এখনই সতর্ক হওয়া। রাস্তায় পর্যাপ্ত আলো, নিয়মিত পুলিশের টহল, সিসিটিভি'র নজরদারি-এগুলো বাড়াতে হবে। অপরাধীর দ্রুত ও কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে, যাতে অন্য কেউ এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে সাহস না পায়। বালুরঘাটের মানুষ সংবেদনশীল এবং সংস্কৃতিপ্রিয়। আমি বিশ্বাস করি, আমরা সবাই মিলে এই শহরকে আবারও সেই আগের শান্ত, নিরাপদ, নিশ্চিন্ত বালুরঘাট করে তুলব। এই শহরের প্রতি আমার আস্থা এখনও অটুট।

অনুলিখন : পঙ্কজ মহন্ত

তরুণীকে লাথি মেরে হার ছিনতাই

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৭ অক্টোবর : ক'দিন আগে আইন কলেজের সামনে প্রাতর্ভ্রমণের সময় এক তরুণীকে ইভটিজিংয়ের ঘটনায় শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এবার ঘটল তরুণীর হার ছিনতাইয়ের ঘটনা। ছিনতাইবাজ টোটোচালক অসীম দাস ধরা পড়লেও, পরপর এমন ঘটনায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে বালুরঘাট শহরে। পুলিশি ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ওই তরুণীকে লাথি মেরে রাস্তায় ফেলে হার ছিনতাইয়ের ঘটনাটি ঘটেছে, সোমবার রাত ১০টা নাগাদ শহরের গৌড়ীয় মঠ এলাকায়। বালুরঘাট ব্লকের সীমান্ত গ্রাম ডাঙ্গি এলাকার অসীমকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। ছিনতাইয়ের ক্ষেত্রে কোনও চক্র শহরে গড়ে উঠেছে কি না, জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'ছিনতাইয়ের চেষ্টা হয়েছিল। রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

রাতের বালুরঘাটের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল একটি হার ছিনতাইয়ের ঘটনা। শহরের অধিকাংশ এলাকায় যখন সিসিটিভি রয়েছে, পুলিশি টহলদারি থাকার কথা, সেখানে কীভাবে এক তরুণীকে রাস্তায় ফেলে হার ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে, বুঝে উঠতে পারছেন না শহরবাসী। জানা গিয়েছে, লক্ষ্মীপুজোর জন্য কয়েকজন প্রতিবেশীর সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন পেশায় মেকআপশিল্পী ডলি সাহা চৌধুরী। হঠাৎই একটি টোটো তাঁর পাশে দাঁড়ায় এবং চালক গলায় থাকা রুপোর হারটি ছিনতাইয়ের চেষ্টা করেন। ডলি বাধা দিলে তাঁকে লাথি মেরে রাস্তায় ফেলে হার নিয়ে পালিয়ে যান টোটোচালক অসীম। ডলি চিৎকার করলে কয়েকজন ছুটে এসে পিছু নেন টোটোর এবং অসীমকে ধরে ফেলেন। উত্তমমধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় ছিনতাইবাজ টোটোচালককে। মাঝরাতে ঘটনা জানিয়ে পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই তরুণী। স্নাতক পর্যন্ত পড়াশোনা করা ডলি মঙ্গলবার বলেন, 'পাশের বাড়ির লক্ষ্মীপুজোতে পুরোহিত আসতে দেরি করায় পাড়ার মহিলারা জাতীয় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হাঁটাহাঁটিও করছিলাম। আচমকা টোটোচালক আমার গলায় থাকা রুপোর হার ধরে টানাটানি শুরু করে। ঘটনায় হতচকিত হয়ে পড়লেও, হারটি রক্ষা করার চেষ্টা করি। তখনই আমাকে লাথি দিয়ে মাটিতে ফেলে টোটো নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে ছেলেটি। যদিও ধরা পড়ে যায়। এমন ঘটনায় সত্যিই চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি। রাস্তায় যেতেই ভয় করছে।' ওই তরুণীর মা আলো সাহা চৌধুরী বলেন, 'রাতে আমরাও ছিলাম ওখানে। আমরা বসে ছিলাম। মেয়ে পায়চারি করছিল। ওই সময় এমন ঘটনা ঘটে। তারপর থেকে প্রবল আতঙ্কের মধ্যে আছি আমরা।'

অভিযোগপত্র হাতে ডলি সাহা চৌধুরী। মঙ্গলবার।

> রাতে আমরাও ছিলাম ওখানে। আমরা বসেছিলাম। মেয়ে পায়চারি করছিল। ওই সময় এমন ঘটনা ঘটে। তারপর থেকে প্রবল আতঙ্কের মধ্যে আছি আমরা।
>
> **আলো সাহা চৌধুরী**
> *তরুণীর মা*

শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের গৌড়ীয় মঠ এলাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় সড়ক থাকায় প্রচুর মানুষের চলাচল এলাকায়। রয়েছে একাধিক দোকান। ফলে এমন একটি জায়গায় ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা ঘটায় শহরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী নীলাঞ্জন দাস বলেন, 'নিরাপত্তা কোথায়? পুলিশের নজরদারি বা পুলিশি ভয় থাকলে, প্রকাশ্য রাস্তায় জনবহুল এলাকায় এমন কাণ্ড ঘটত? শহরে পুলিশি নিরাপত্তা আরও জোরালো হওয়া উচিত।' শহরের বাসিন্দা তথা গৃহবধূ টুম্পা সরকারের প্রশ্ন, 'শহরে যে সিসিটিভিগুলি রয়েছে, সেগুলি কি কাজ করে? সেগুলি দেখে কি অপরাধ রুখতে পারে পুলিশ, নাকি অপরাধের পরে তা খতিয়ে দেখার জন্য বসানো হয়েছে? এমন ঘটনায় ভয় হচ্ছে। চাইব পুলিশ আরও সক্রিয় হবে।' পুলিশি সূত্রে খবর, ছিনতাই হওয়া হারটি এখনও পাওয়া যায়নি।

টিকিট ছাড়া ভ্রমণ, জরিমানা লক্ষাধিক টাকা

মালদা, ৭ অক্টোবর : উৎসবের মরশুমে বিনা টিকিটে ট্রেনে ভ্রমণ বা বেআইনি পণ্য নিয়ে যাত্রা করার আগে সাবধান না হলে হতে পারে বড়মাপের জরিমানা। রেলের পক্ষ থেকে চলছে স্পেশাল ড্রাইভ সঙ্গে সচেতনতামূলক অভিযান। গত মাসে মালদা ডিভিশনের পক্ষ থেকে জরিমানা বাবদ আদায় করা হয়েছে ৭৭ লক্ষ টাকারও বেশি। বিভাগীয় ম্যানেজার মণীশকুমার গুপ্ত বলেন, 'বিনা টিকিটে ভ্রমণের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চলছে। যাত্রীদের মধ্যে নিয়ম মেনে টিকিট কেটে ভ্রমণে জোর দেওয়া হচ্ছে। আগামীতেও চলবে এই অভিযান।' টিটিই ও আরপিএফ কর্মীদের নিয়ে বিশেষ টিম বানিয়ে চলছে অভিযান। এই ডিভিশনের অধীনে মোট ১০৫টি স্টেশন রয়েছে। তার মধ্যে মালদা টাউন ও ভাগলপুর হল সবথেকে বড় দুটি স্টেশন। এই দুই স্টেশনে যাত্রী চলাচলের সংখ্যাও বেশি। গত সেপ্টেম্বর মাসে মালদা রেল ডিভিশন বিভিন্ন স্টেশন থেকে ১২,৯৬৪ জন টিকিটবিহীন যাত্রীকে ধরেছে এবং জরিমানা বাবদ আদায় করা হয়েছে মোট ৭৭ লক্ষ ৩১ হাজার ৮০০ টাকা।

সামগ্রী দান

রায়গঞ্জ, ৭ অক্টোবর : মঙ্গলবার রায়গঞ্জের দেবীনগরে অবস্থিত শিশু সদনের আবাসিকদের মাঠমুখী করতে ১৪টি ফুটবল ও ২টি ক্রিকেট সেট সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিল রায়গঞ্জের উকিলপাড়ার একটি পরিবার। হোমের পরিচালন কমিটির সদস্য উত্তম মিত্র বলেন, 'উকিলপাড়ার মিল্টন দাসের দ্বিতীয় প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে তাঁর পরিবার খেলার সরঞ্জামের পাশাপাশি আর্ট পেপার, রং ও পেন্সিল দিয়েছে। আবাসিকরা যাতে খেলাধুলো ও হাতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাই এই উদ্যোগ।'

অর্থ সংগ্রহ

রায়গঞ্জ, ৭ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে মঙ্গলবার বিজেপি অর্থসংগ্রহ করে। দলের জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ বলেন, 'ব্যবসায়ী ও পথচলতি মানুষদের থেকে সংগৃহীত অর্থ ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।' অন্যদিকে, এবিভিপি-র সদস্যরা শহরের বকুলতলা মোড়ের বিভিন্ন দোকান ও পথচলতি মানুষের থেকে অর্থসংগ্রহ করেন। সংগঠনের রাজ্য সহ সম্পাদক (উত্তরবঙ্গ) দীপ দত্ত বলেন, 'ইতিমধ্যে সংগঠনের তরফে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা হয়েছে।'

সুভাষগঞ্জের ৪০ লক্ষ প্রদীপ ভিনরাজ্যে

রায়গঞ্জের সুভাষগঞ্জ পালপাড়ায় প্রদীপ তৈরির ব্যস্ততা।

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৭ অক্টোবর : দেবীপক্ষ শেষ। উমা বিদায় নিতেই এবার শ্যামার আগমনের তোড়জোড় শুরু। আর তাই দীপাবলির আগে চরম ব্যস্ততা রায়গঞ্জের সুভাষগঞ্জ পালপাড়া এলাকায়। এবার দীপাবলিতে প্রায় চল্লিশ লক্ষ মাটির প্রদীপ বিহার, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, নাগপুর সহ এই রাজ্যের শিলিগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও কলকাতায় পাড়ি দেবে। তাই ঘরে ঘরে মহিলারা এখন প্রদীপ তৈরিতে ব্যস্ত। কেউ বাড়িতে বসে প্রদীপ তৈরি করছেন, আবার কেউ তৈরি করছেন মেশিনে। ইতিমধ্যে ১৫ লক্ষের বেশি প্রদীপ চলে গিয়েছে।

মঙ্গলবার সুভাষগঞ্জে গিয়ে দেখা গেল, ঘরে ঘরে তৈরি হচ্ছে মাটির প্রদীপ। অন্যদিকে মেশিনে তৈরি প্রদীপের চাহিদা বেড়েছে যথেষ্ট। মেশিনে দিনে ৫০০ থেকে ৬০০টি প্রদীপ তৈরি করা যায়। এক কারখানার কর্ণধার বিজয় পাল বললেন, 'এক বছর আগে থেকে প্রদীপ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এবছর প্রদীপের চাহিদা বেশির দিকে। আমরা আশাবাদী, অন্তত চল্লিশ লক্ষ প্রদীপ এবছর ভিনরাজ্যে ও এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আমরা পাঠাতে পারব।' ব্যবসায়ী প্রদীপ পাল জানান, মাটির প্রদীপের ঐতিহ্য আলাদা। তাই এই উৎসবের মরশুমে যে মাটির প্রদীপের চাহিদা থাকবে, তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সাধারণ প্রদীপের চেয়ে ডিজাইনার মাটির প্রদীপের চাহিদা অনেকটা বেশি। সুভাষগঞ্জের বাসিন্দা রাসায়নিক সারের কারবারি রতন দেবের কথায়, 'এই এলাকার মহিলারা মাটির কাজ করে অনেকটা স্বনির্ভর হয়ে উঠেছেন। পুজোর সময় তাঁদের ব্যস্ততা চরমে পৌঁছায়। তবে এবছর প্রদীপের চাহিদা যে বেড়েছে, কাজের ব্যস্ততাই তা প্রমাণ করে।' চাহিদা মেটাতে গিয়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলেছেন প্রদীপশিল্পীরা।

এদিন সুভাষগঞ্জের পালপাড়ায় মদন সাহার কারখানায় গিয়ে দেখা গেল, প্রায় ২৪ জন শিল্পী কাজ করছেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশ মহিলা। মেশিনে তৈরি হচ্ছে ডিজাইনার প্রদীপ এবং পাশাপাশি চলছে রং করার কাজ। শিল্পী কামনা পাল বলেন, 'প্রতিদিন মেশিনে প্রায় এক হাজার প্রদীপ তৈরি করছি। হাজার প্রদীপ তৈরি করলে আড়াইশো টাকা মজুরি পাই।' অর্চনা সাহা নামে আরেক শিল্পী বলেন, 'সারাবছর প্রদীপের কাজ করি। তবে দীপাবলির সময় কাজের চাপ যথেষ্ট বাড়ে। হাতে তৈরি প্রদীপের থেকে মেশিনে প্রদীপ তৈরির কাজ আরও সহজ। আর একলপ্তে তৈরি হয় বেশি সংখ্যায়।' এই প্রদীপ তৈরি করে লাভের মুখ দেখছেন সুভাষগঞ্জের মৃৎশিল্পী এবং কারিগররা।

বিপ্লবীদের হাতে শুরু মহাকালীর পুজো

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ৭ অক্টোবর : বাংলায় দেবীর দক্ষিণাকালী রূপটি সবথেকে বেশি জনপ্রিয় হলেও তন্ত্র মতে দেবী কালিকা হলেন 'অষ্টধা'। অর্থাৎ দেবীর আটটি রূপ। দক্ষিণাকালী, সিদ্ধকালী, গুহ্যকালী, শ্রীকালী, ভদ্রকালী, চামুণ্ডাকালী, শ্মশানকালী ও মহাকালী। মালদা শহরের গঙ্গাবাগে এই মহাকালীরই আরাধনা এককালে করতেন দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা একদল তরুণ বিপ্লবী।

প্রায় শতবর্ষ ছুঁইছুঁই করছে গঙ্গাবাগ ইংরেজবাজার ব্যায়াম সমিতির দশমাথার মহাকালীপুজো। এখানে কালীপুজোর দায়িত্বে রয়েছেন শুভ্রাংশু, প্রশান্ত, শান্তনুরা। তাঁদের সঙ্গে দায়িত্বে রয়েছেন সাব্বির, কুরবান, হাসান আলিরাও। এখানে কালী চতুর্ভুজা নয়, দশভুজারূপে পূজিতা হন। কারণ দেবীর ১০টি মাথা ও ১০টি হাত। তবে মূর্তিতে মহাদেবের কোনও অস্তিত্ব নেই। এখানে অমাবস্যার রাতের বদলে দিনের আলোয় পুজোর রেওয়াজ রয়েছে। ইতিমধ্যেই পুজোর তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে।

১৯৩০ সালে এই পুজো শুরু করেন তৎকালীন মালদা শহরের পুড়াটুলি এলাকার বেশ কিছু তরুণ। তাঁদের চোখে তখন দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন। নিজেদের মানসিক ও শারীরিকভাবে শক্তিশালী করতে তাঁরা একটি ব্যায়ামাগার খোলেন। তার নাম দেন ইংরেজবাজার ব্যায়াম সমিতি। দেশকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্য সফল করতে তাঁরা মায়ের আরাধনা শুরু করেন। মালদা থেকে সামান্য দূরেই বিহারের বিন্দুবাসিনী পাহাড়। সেই পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা রয়েছে মহাকালীর মূর্তি। ওই তরুণরা সেই মূর্তিকে নিজেদের আরাধ্যা দেবী হিসাবে বেছে নেন।

এই ব্যায়াম সমিতির উদ্যোগে দশ মাথার মহাকালীপুজো হয়।

মহাদেবের দেহে পা রেখে দেবীর লজ্জায় রাঙা মুখের পরিবর্তে তাঁরা দেবীর অসুর সংহারী রূপকেই বেছে নিয়েছিলেন। ওই স্বাধীনতা সংগ্রামী তরুণের দলটি হয়তো ব্রিটিশদের অসুরের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। সেই সময় অমাবস্যার রাতে ইংরেজরা পুজো করতে না দেওয়ায় চতুর্দশী তিথিতে দিনের বেলা তাঁরা মায়ের আরাধনা শুরু করেন। প্রথমে পুড়াটুলি এলাকায় এই পুজোর প্রবর্তন হলেও সময়ের সঙ্গে পুজোর জায়গা কয়েকবার পরিবর্তন হয়েছে। শেষপর্যন্ত ১৯৮৫ সালে মালদা শহরের গঙ্গাবাগ এলাকায় পাকাপাকিভাবে এই পুজো সরে আসে।

একসময় গঙ্গাবাগের বাসিন্দা ছিলেন প্রখ্যাত তান্ত্রিক প্রফুল্লধন মুখোপাধ্যায়। তখন এই এলাকাটি জঙ্গলে ভরা ছিল। সাধনার জন্য সেখানে তিনি পঞ্চমুণ্ডির আসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৮৫ সালে সেই আসনের ওপরেই তৈরি হয়েছে এই মহাকালীর বেদি। গড়ে উঠেছে সুদৃশ্য মন্দির।

ইংরেজবাজার ব্যায়াম সমিতির পুজো কমিটির সম্পাদক শুভ্রাংশু দাস বলেন, 'আমাদের কালীপুজো এবছর ৯৭তম বর্ষে পদার্পণ করল। এবছর প্রতিমা তৈরি করছেন মৃৎশিল্পী শিবু মণ্ডল। দীপাবলির আগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে মহাসাড়ম্বরে দেবীকে মন্দির প্রাঙ্গণে আনা হবে। পুজোর চারদিন গঙ্গাবাগ প্রাঙ্গণে নামী শিল্পীদের নিয়ে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ একত্র হয়ে এই পুজোর আয়োজন করি।' পুজো কমিটির সহ সম্পাদক হিসাবে রয়েছেন সাব্বির হোসেন এবং সহ সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন হাসান আলি।

পুজো কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য কুরবান শেখের কথায়, 'মহাকালীর দশভুজা রূপের পুজো আয়োজনে আমরা সর্বতোভাবে সাহায্য করি। পুজোর চারদিন মন্দির প্রাঙ্গণেই আমাদের সময় কেটে যায়। ধর্মীয় ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে আমাদের ব্যায়াম সমিতির পুজো।'

SILIGURI TEA TRAINING INSTITUTE
ADMISSION OPEN
POST GRADUATE DIPLOMA IN TEA MANAGEMENT
Duration: 6 Months Course Fee : Rs. 50,000/- (Payable in 5 installments)
CERTIFICATE COURSE IN TEA MANAGEMENT
Duration: 4 Months Course Fee : Rs. 40,000/- (Payable in 4 installments)
SHIVMANDIR, SILIGURI 8372059506 / 9800050770

বেধড়ক মার বন্ধুকেও, দুষ্কৃতীদের ফাঁসির দাবি

গণধর্ষণের পর রাতভর রাস্তায়

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ৭ অক্টোবর : সোমবার রাতে তখন কোজাগরি পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে দেখা দিয়েছে। বাড়ি বাড়ি শঙ্খ বাজিয়ে, সুগন্ধী ধূপ জ্বেলে আসন পেতে চলছে মা লক্ষ্মীর বন্দনা। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই এক ভয়ংকর ঘটনার সাক্ষী থাকল মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার সালারের একটি এলাকা। গ্রামের এক কিশোরী স্কুল পড়ুয়া একজনের সঙ্গে স্কুটারে করে বাড়ি ফিরছিল। সেসময় একদল তরুণ তাদের পথ আটকে দাঁড়ায়। তারপর কিশোরীর সঙ্গে থাকা বন্ধুকে বেধড়ক মারধর করে। সেসময়ে ওই কিশোরীকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর ফাঁকা কেনেলপাড়ের ধারের মাঠে তাকে ফেলে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। সারারাত সেখানেই পড়ে থাকে ওই কিশোরী। পাশেই অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকে তার বন্ধুও। মঙ্গলবার সকালে ওই কিশোরীকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনায় পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় দুষ্কৃতীদের ফাঁসির দাবি তুলেছেন স্কুল পড়ুয়া ওই কিশোরীর মা।

অভিযোগ, ওই কিশোরীকে লক্ষ্মীপুজোর দিন তার এক বন্ধু ঠাকুর দেখতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। ঠাকুর দেখে বাড়ি ফেরার পথে অনেক দেরি হয়ে যাওয়ায় তারা একটি ধাবাতে বসে রাতের খাবার খায়। এই পর্যন্ত সব ঠিক থাকলেও তার পরেই ঘটে যায় চরম বিপত্তি। বাড়ি ফেরার পথে নির্জন এলাকায় জনা পাঁচেক তরুণ তাদের স্কুটার ঘিরে পথ আটকে দাঁড়ায়। তাদের উদ্দেশে নানা কুমন্তব্য করতে শুরু করে। সেসময়ে কিশোরীর সঙ্গে থাকা তার বন্ধু প্রতিবাদ করলে তাদের সঙ্গে প্রথমে বচসা, তারপর হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। কিশোরীর বন্ধুকে বেধড়ক পিটিয়ে সেখানে ফেলে দেয় ওই মত্ত দুষ্কৃতীরা। তারপরই ওই স্কুল পড়ুয়া কিশোরীকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। এই নারকীয় অত্যাচারের ফলে সে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। তাকে ফেলে পালায় ওই দুষ্কৃতীরা।

এদিন ওই নির্যাতিতাকে উদ্ধারের পর মেডিকেল পরীক্ষার জন্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তার নিরাপত্তা নিয়ে আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ। ধৃত দুজনকে এদিন কান্দি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক টিআই প্যারেড না হওয়া পর্যন্ত তাদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, 'আমরা পুরো বিষয়টার ওপর গুরুত্ব সহকারে নজর রেখে তদন্ত করছি। নির্যাতিতার নিরাপত্তার দিকটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বাকিরা খুব দ্রুত গ্রেপ্তার হবে বলে আশা করা হচ্ছে।' পাশাপাশি নির্যাতিতার পরিবারের তরফে তার মা বলেন, 'যেভাবে আমার মেয়ের সঙ্গে এমন নারকীয় ঘটনা ঘটনো হয়েছে, তাতে ওই অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া দরকার। ওদের ফাঁসি হওয়া উচিত।'

কী অভিযোগ

- ঠাকুর দেখে বাড়ি ফেরার পথে অনেক দেরি হয়ে যাওয়ায় তারা একটি ধাবাতে বসে রাতের খাবার খায়
- বাড়ি ফেরার পথে নির্জন এলাকায় জনা পাঁচেক তরুণ তাদের স্কুটার ঘিরে পথ আটকে দাঁড়ায়
- কিশোরীর বন্ধুকে বেধড়ক পিটিয়ে সেখানে ফেলে দেয় ওই মত্ত দুষ্কৃতীরা
- তারপরই ওই স্কুল পড়ুয়া কিশোরীকে গণধর্ষণ করা হয়

বিলে নেমে পানিফল সংগ্রহ। মঙ্গলবার গঙ্গারামপুরে। ছবি ঃ চয়ন হোড়

দুর্ঘটনার খবরে মুর্শিদাবাদে উদ্বেগ

বেঙ্গালুরুতে গ্যাস লিক করে অসুস্থ সাত শ্রমিক

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ৭ অক্টোবর : বেঙ্গালুরুর বীরদি কারামানি এলাকায় গ্যাস লিক করে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে অগ্নিদগ্ধ মুর্শিদাবাদ জেলার সাত পরিযায়ী শ্রমিক। ছটফট করতে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের আর্তনাদ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। তাঁরাই আহতদের উদ্ধার করে বেঙ্গালুরুর ভিক্টোরিয়া সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানেই শুরু হয়েছে তাঁদের চিকিৎসা। আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা সংকটজনক। মঙ্গলবার দিনের আলো ফুটতে না ফুটতেই এই দুঃসংবাদ ওই শ্রমিকদের পরিবারের কাছে পৌঁছাতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার কথা জানতে পেরেই অগ্নিদগ্ধ পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের কয়েকজন বেঙ্গালুরুর উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন।

ভয়াবহ এই বিস্ফোরণে অগ্নিদগ্ধ শ্রমিকরা হলেন মিনারুল শেখ, জিয়াবুর শেখ, হাসান মণ্ডল, তাজিবুর শেখ, নুরজামাল শেখ, শাফিজুল শেখ ও জাহিদ আলি। তাঁদের মধ্যে জাহিদের বাড়ি মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার খিদিরপুর এলাকায়। বাকি ছয়জনের বাড়ি বহরমপুর মহকুমার রাজধরপাড়ার পিরতলা গ্রামে। সকলেই কমবেশি কিছুদিন আগে কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেয়। যার মধ্যে হাসান মাত্র সপ্তাহখানেক আগে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। সকলেই বেঙ্গালুরুর সারজাপুরা এলাকায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতে শুরু করেছিলেন। ওই পরিযায়ী শ্রমিকরা বেঙ্গালুরুর বিরদ এলাকায় ঘরভাড়া নিয়ে থাকতেন। পাশেই একটি বহুতল নির্মাণের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা।

> ফোনে এই খবর পাওয়ার পরই আমরা সকলে খুবই চিন্তায় রয়েছি। আমাদের এখান থেকে ইতিমধ্যেই কয়েকজন বেঙ্গালুরুর উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। জানি না শেষপর্যন্ত কী হতে চলেছে।
>
> **আকবর আলি**
> মিনারুলের আত্মীয়

সম্প্রতি বেঙ্গালুরু থেকে হরিহরপাড়ায় ফেরা এক পরিযায়ী শ্রমিক জানান, তাঁরা সকলেই নির্মাণকাজের জন্য কয়েক মাস আগে থেকে বেঙ্গালুরুতে গিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি সবেমাত্র কয়েকদিন হল ফিরেছেন। এমন ঘটনা শুনে মনের মধ্যে চরম আতঙ্ক দানা বেঁধেছে।

এদিকে, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়া ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যরা জানান, এলাকায় যে ঘরে ওই পরিযায়ী শ্রমিকরা থাকছিলেন সেখানে রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ করে সকলে একসঙ্গে ঘুমোতে চলে গিয়েছিলেন। হয়তো রান্নাবান্নার কাজ শেষের পরে কোনওভাবে গ্যাসের রেগুলেটর অফ করতে ভুল হয়ে থাকতে পারে। সেখান থেকে হয়তো এই বিস্ফোরণ এবং অগ্নিকাণ্ড। সকলে গভীর ঘুমে থাকায় তাঁরা ঘর থেকে বের হতে পারেননি। ঘুমের মধ্যেই গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হন। মিনারুলের আত্মীয় আকবর আলি বলেন, 'ফোনে এই খবর পাওয়ার পরই আমরা সকলে খুবই চিন্তায় রয়েছি। আমাদের এখান থেকে ইতিমধ্যেই কয়েকজন বেঙ্গালুরুর উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। জানি না শেষপর্যন্ত কী হতে চলেছে।'

পুজোর আগেই গঙ্গায় কালী মন্দির

অর্ণব চক্রবর্তী

সামশেরগঞ্জ, ৭ অক্টোবর : আশঙ্কা ছিল সোমবার সকাল থেকেই। বিশেষ করে যখন ঘুম ভেঙেছিল গমগম শব্দে। কিন্তু তার পরেও নিজেদের এত কষ্ট করে তৈরি করা মন্দির রক্ষা করতে শেষ চেষ্টা করেছিলেন সকলে। কিন্তু তার পরেও শেষরক্ষা হল না। সোমবার রাত প্রায় সাড়ে ১১টার দিকে গঙ্গার প্রবল জলোচ্ছ্বাসে তলিয়ে গেল সামশেরগঞ্জের চাচণ্ড গ্রামের ঐতিহ্যবাহী কালী মন্দির। কয়েকদিন ধরেই নদীর ধারে ফাটল দেখা গিয়েছিল, প্রশাসন ও স্থানীয়রা চেষ্টা করেও শেষমেশ রক্ষা করতে পারলেন না মন্দিরটি। মুহূর্তের মধ্যে গঙ্গার স্রোতে ভেসে গেল প্রাচীন এই মন্দিরটি।

এলাকার বাসিন্দা সনাতন মণ্ডল আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, 'বহু বছর ধরে গ্রামের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের প্রতীক এই মন্দির। প্রতিবছরই কালীপুজোর সময় আমরা ধুমধাম করে এখানে পুজো করি। তবে বেশ কিছুদিন থেকেই মনে হচ্ছিল যা জলের স্রোত এবার মন্দিরটা টিকলে হয়। শেষমেশ মন্দিরটা রক্ষা করা গেল না। খারাপ লাগছে পুজোর আগেই সব শেষ হয়ে গেল।' এদিকে, মন্দির পড়ে যাওয়ার পরপরই নদীর ধারে বসবাসকারী মানুষজনের মধ্যে নতুন করে ভাঙনের ভয় দেখা দিয়েছে।

এলাকার তুলসী হালদার জানান, নতুন করে ভাঙন দেখা দিচ্ছে, মন্দিরটা তলিয়ে গেল। বেশ কিছু বাড়ির অবস্থা ভয়ংকর, চতুর্দিকে ফাটল দেখা দিয়েছে। ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছেন সকলে। রক্ষাকালীপুজো এবার তাঁরা ভালো করে করবেন ভেবেছিলেন কিন্তু মন্দিরটাই বাঁচল না। সামশেরগঞ্জের বিডিও সুজিতচন্দ্র লোধ বলেন, 'আমরা ইরিগেশন থেকে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু মন্দিরটা বাঁচাতে পারলাম না মধ্য চাচণ্ড এলাকায়। জনশ্রুতি আছে এলাকার অনেক পুরোনো ঐতিহ্যবাহী মন্দির এটি। বর্তমানে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রায় ৩০০ মিটারের মতো জায়গা খারাপ অবস্থায় রয়েছে। সেচ দপ্তর কাজও করছে, এলাকার লোকজনকে আমরা সরিয়ে দিয়েছি আগের ভাঙনের সময়ই। আমি নিজে যাচ্ছি আবার গিয়ে দেখব জায়গাটা।' তাঁর মতে, 'বর্তমানে জল কমার জন্য ভাঙনের প্রবণতা নতুন করে তৈরি হয়েছে।'

ঝুলন্ত দেহ

ডোমকল, ৭ অক্টোবর : মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের ডোমকলের মোমিনপুর এলাকায় এক স্কুল ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতার নাম তনুজা খাতুন (১৫)। ডোমকল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে দেহ নিয়ে যাওয়া হয়।

দুধিয়ায় মমতা

প্রথম পাতার পর

এরপর দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের সঙ্গে মিরিকে যান। কিছুক্ষণ বাদেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বাগডোগরায় নামেন। তিনি বাগডোগরা থেকে সোজা মিরিকের উদ্দেশে রওনা দেন। মিরিকে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এলাকার লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন। মৃত এবং আহতদের পরিবারের সঙ্গে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। সমস্ত রিপোর্ট কেন্দ্রে জমা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন। কিরেনের বক্তব্য, 'এই অঞ্চলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেটা দেখার জন্য প্রধানমন্ত্রী আমাকে পাঠিয়েছেন। সমস্ত রিপোর্ট তিনি দিতে বলেছেন। অন্যদিকে, আমাদের সাংসদ এবং বিধায়কদের ওপর যে হামলা হয়েছে সেটার রিপোর্ট রাজ্যের কাছে চাওয়া হয়েছে। দ্রুত রিপোর্ট না দিলে আমরা পদক্ষেপ করব।'

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও মিরিকে গিয়ে আহত এবং নিহতদের পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে মাটিগাড়া ব্লকের আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চৈতন্যপুরে রাধারঞ্জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয় নেওয়া অসহায় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন শুভেন্দু। সেখানে আটটি পরিবারকে ত্রাণসামগ্রী দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আর্থিক সহযোগিতা করারও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

শপথ রাই হাউসে

প্রথম পাতার পর

'প্রস্তর খসিয়াছে ভূমে প্রস্তরের পরে/ চারিদিকে ভগ্নস্তূপ, তাহাদের তলে/ লুপ্ত স্মৃতি; শুষ্ক তৃণ কাল-নদী জলে/ ভেসে যায় নামগুলি, কেবা রক্ষা করে!'- প্রিয়জনদের স্মৃতি ভুলে যাওয়া প্রসঙ্গে এভাবেই আক্ষেপ করেছিলেন কামিনী রায়। তবে চোখের জল মুছতে মুছতে নিশা বলেন, দোতলায় বাবা-মায়ের শোয়ার ঘরটিই স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে সাজিয়ে রাখব আমরা। তক্তপোশটি সেখানেই থাকবে।'

মিরিক লেকের একশো মিটারের মধ্যেই রাই হাউস। বাড়ির পাশে এবং পেছনে খানিকটা ফাঁকা জমি রয়েছে। তবে বড় কোনও ঢাল বা বাঁকে বাড়িটি তৈরি হয়নি। বাড়ির সদস্যরা তো বটেই, রাই হাউসে ধস নেমে কারও মৃত্যু হতে পারে সেকথা প্রতিবেশীরাও কল্পনা করতে পারেননি। ঘটনার দু'দিন পরেও কারওই ধন্দ কাটছে না। প্রয়াত বিজেন্দ্রর প্রতিবেশী এটি রাইয়ের কথা, 'সকালে সব দেখে আমরা তো স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছি। পাথর নেই, শুধুই মাটি ধুয়ে সব শেষ করে দিল।'

রাই দম্পতির দুই মেয়ে, নিশা এবং সতমা। ছেলে লোকেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত। নিশার বিয়ে হয়েছে মিরিকেই, আর সতমার নেপালে। দশেরা উপলক্ষ্যে দুই বোন সপ্তাহখানেক আগেই বাড়িতে এসেছিলেন। অন্যান্য সময় সন্ধ্যার মধ্যেই কার্যত ঘুমিয়ে পড়ে মিরিক। দুর্ঘটনার দিন সবাই মিলে আনন্দ করে রাত এগারোটা নাগাদ ঘুমোতে গিয়েছিলেন। রাতের আনন্দ পরের দিন সকালে বিষাদে পরিণত হয়। পাশের ঘরে ঘুমোলেও নিশা এবং তাঁর স্বামী ধস নেমে বাবা, মা, বোনের চাপা পড়ার বিষয়টি বুঝতেই পারেননি। সেই আক্ষেপ কিছুতেই ভুলতে পারছেন না তাঁরা। নিশার কথায়, 'এত জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল যে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির কথাও ভালোমতো শোনা যাচ্ছিল না। রাতে একবার হালকা আওয়াজ শুনেছিলাম। সেটা যে ধসের তা কল্পনাও করতে পারিনি। ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর পাশের ঘরে মোবাইল চার্জার আনতে গিয়ে সর্বনাশের দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠি।' 'আগে টের পেলে হয়তো কিছু করা যেত'-বারবার সেকথাই আওড়াচ্ছিলেন নিশা। তাঁর স্বামী রিনচেন লামার গলাতেও আক্ষেপের সুর, 'পাশের ঘরে এতবড় ঘটনা কেন টের পেলাম না তা কোনও অঙ্কেই মেলাতে পারছি না। এই অপরাধবোধ সারাজীবনেও মিটবে না।'

স্মৃতিসুধায় ভরা বিদায়ের পত্রে কবিগুরু লিখেছিলেন, 'নয়নে আঁধার রবে, ধেয়ানে আলোক রেখা'। এই আলোক রেখা আসলে অন্ধকার থেকে মুক্তির ইঙ্গিত। অবৈজ্ঞানিক উপায়ে পাহাড় কেটে বাড়ি তৈরি করে নিজেদের ডেকে আনা বিপর্যয়ে কান্নার রোল উঠেছে মিরিকজুড়ে। এদিন পড়ন্ত বেলায় সেই কালো কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্য করার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল নিশার চোখে। রাই হাউস ছাড়ার সময় বললেন, 'ধসের কারণে আমার মতো কেউ যেন আর মাতৃহারা না হন তারজন্য অবৈজ্ঞানিক উপায়ে পাহাড় কেটে বাড়ি তৈরি নিয়ে সবাইকে সচেতন করব।' মঙ্গলবার প্রায় পর্যটকশূন্য ছিল মিরিক। দোকানিদের আয় কার্যত কিছুই হয়নি। তবে এদিন নিশার শপথই ছিল মিরিকের পরম পাওয়া।

পৃথিবীর পাঠশালা

অবসরেও তুমিই স্বপ্নে

কুকুর কি স্বপ্ন দেখে? বিজ্ঞানীরা বলছেন, সম্ভবত আপনিই তাদের স্বপ্নের নায়ক! মানুষের মতোই কুকুরদেরও ঘুমের কিছু পর্যায় আছে। আর তখনই তারা স্বপ্ন দেখে। এ সময় তাদের চোখ নড়ে, পা কাঁপে, আর মুখ থেকে ছোট ছোট শব্দ বের হয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কুকুররা দিনেরবেলায় ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ঘুমের মধ্যে আবার মনে করে। তাই যখন আপনি খেলেন বা তাদের কিছু শেখান, তখন ঘুমের মধ্যেও তাদের মস্তিষ্কে সেই স্মৃতিগুলো ফিরে আসে। একজন হার্ভার্ড গবেষক বলেন, 'যেহেতু স্বপ্ন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবি, তাই কুকুররাও সম্ভবত তাদের চেনা-পরিচিত দৃশ্যগুলোই দেখে। যেমন, বল তাড়া করা, আপনার কণ্ঠস্বর শোনা, বা আপনার সঙ্গে খেলা করা। তাই পরের বার যখন আপনার প্রিয় পোষা প্রাণী ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পা নাড়বে, বুঝবেন, তাদের ছোট্ট মস্তিষ্কে চলছে আপনার সঙ্গে খেলার মজার কোনও মুহূর্তের স্মৃতি।

সিলদের নতুন প্ল্যাটফর্ম

আর্কটিক অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে। তাতে সেখানকার বন্যপ্রাণ, বিশেষ করে সিলদের জীবন বিপন্ন। কিন্তু নরওয়ের বিজ্ঞানীরা এর এক অভিনব সমাধান খুঁজে বের করেছেন। তাঁরা সিলদের জন্য ভাসমান বরফের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছেন। এই প্ল্যাটফর্মগুলো প্রাকৃতিক বরফের মতো কাজ করে, যা সিলদের বিশ্রাম ও প্রজননের জন্য নিরাপদ জায়গা করে দেয়। এগুলি টেকসই, বিষাক্ত নয় এমন বস্তু দিয়ে তৈরি, যা বছরের পর বছর জলে ভেসে থাকতে পারে। প্ল্যাটফর্মের ওপর খাঁজ কাটা আছে। এতে সিলদের সংখ্যা এবং পরিবেশের অবস্থা বোঝার জন্য স্মার্ট সেন্সরও লাগানো আছে। এটি সিল শিশুদের বেড়ে ওঠা ও সাঁতার শেখার জন্য উপযুক্ত স্থান। এটি শুধু একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল নয়, বরং পরিবর্তিত পৃথিবীতে প্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখার একটি প্রতীক।

ঘুমের পরে প্রেম

মর্দা কোয়ালারা প্রথমে জোরে ডেকে ওঠে, যাতে মাদি কোয়ালারা তাদের খুঁজে পায়। যদি কেউ সাড়া না দেয়, তবে তারা তাড়া করে না, বরং বিশ্রাম নেয়। কারণ, শক্তি সঞ্চয় করা তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পরে আবার চেষ্টা করে। মাদি কোয়ালারা নিজেদের পছন্দমতো মর্দা কোয়ালাকে বেছে নিতে পারে। যদি তাদের পছন্দ না হয়, তাহলে তারা তাকে দূরে ঠেলে দেয় অথবা গাছের পাতলা ডাল বেয়ে ওপরে উঠে যায়, যেখানে মর্দা কোয়ালা যেতে পারে না। এমনকি বিজ্ঞানীরা ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর কিছু মর্দা কোয়ালাকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখেছেন! কোয়ালারা ইউক্যালিপটাস পাতা খায়, যা থেকে খুব কম শক্তি পাওয়া যায়। তাই দিনে তারা প্রায় ২০-২২ ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটায়। তাই ভালোবাসায় ব্যর্থ হয়ে ঘুমিয়ে পড়া তাদের কাছে কোনও ড্রামা নয়, বরং একটা কৌশল। এভাবে তারা পরের সুযোগের জন্য শক্তি জমিয়ে রাখে।

পরিষ্কার করতে গিয়ে ক্ষতি

ঘর পরিষ্কারের জন্য যে স্প্রে ব্যবহার করা হয়, তা আমাদের ফুসফুসের জন্য কতটা ক্ষতিকর, তা কি আমরা জানি? ইউনিভার্সিটি অফ বার্গেনের একটি ২০ বছরের গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা নিয়মিত রাসায়নিক পরিষ্কারক ব্যবহার করেন, তাঁদের ফুসফুসের ক্ষতি ২০ বছর ধরে দিনে এক প্যাকেট সিগারেট খাওয়ার ক্ষতির সমান। এটি বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কারণ তাঁরাই সাধারণত এই কাজগুলো বেশি করেন। এই রাসায়নিক পদার্থগুলো শ্বাসনালিতে জ্বালা সৃষ্টি করে, যা শ্বাসযন্ত্রের স্থায়ী ক্ষতি করে। এর ফলে শ্বাসকষ্ট এবং হাঁপানির মতো রোগ বাড়তে পারে। গবেষকরা পরামর্শ দিচ্ছেন, নিরাপদ বিকল্প যেমন- জল ও মাইক্রো ফাইবার কাপড় ব্যবহার করার জন্য। এতে আমরা নিজেদের ফুসফুসকে সুরক্ষিত রাখতে পারব।

বধূকে মারধর

পতিরাম, ৭ অক্টোবর : সন্তান জন্ম দিতে না পারার অপরাধে এক বধূর ওপর দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠল স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। পতিরামের মণিপুর এলাকার ঘটনা। অবশেষে ওই বধূ মঙ্গলবার এবিষয়ে পতিরাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তবে অভিযুক্তদের তরফে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

প্রলয়ের সাক্ষী দেবতা

প্রথম পাতার পর

পাশে রাখা ছোট্ট ঘটে লাল রংয়া পাহাড়ি ফুলটা তখনও সতেজ। হয়তো বা আকাশ ফুঁড়ে আসা জলে নতুন করে প্রাণ পেয়েছে। কিন্তু সেই ফুলের সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যায় হাহাকার আর কান্নায়।

বাড়ি থেকে কয়েকশো মিটার দূরে কমিউনিটি হল। সেটাই এখন অস্থায়ী আস্তানা গৃহকর্তা রজিন ছেত্রী, স্ত্রী মুন্না আর মেয়ে সুবর্ণার। মেরেকেটে ৪০০ স্কোয়ার ফুটের কমিউনিটি হলটায় এখন গাদাগাদি করে থাকছে ২৪টি পরিবার। সবমিলিয়ে ৬৪ জন। মেঝেতে ঢালা বিছানায় শুয়ে-বসে সকলে। অধিকাংশেরই মুখে রা নেই। নেতাদের পা পড়লে মাঝেমাঝে গমগম করে উঠছে ঠিকই। কিন্তু বাকি সময় একেবারে পিন পড়ার নীরবতা। সেই নীরবতা ভাঙল সুবর্ণার কান্নায়।

'নেতা-মন্ত্রীরা আসছেন। ছবি তুলছেন। চলে যাচ্ছেন। আমরা কী পাচ্ছি বলুন তো! সব তো হারিয়েছি। প্রিয়জনদের লাশ চাপা পড়ে থাকতে দেখেছি চোখের সামনে। সেই দৃশ্য কি ভোলা যায়!', গলা ভারী হয়ে আসে তরুণীর। চোখের জল কোনওমতে সামলে বলেই চলেন, 'কিচ্ছু বাঁচাতে পারিনি। টাকাপয়সা, নথিপত্র, জামাকাপড়- কিচ্ছু না। এই একটা জামা পরে ছিলাম। এটাই এখন সম্বল। প্রকৃতি আমাদের সব কেড়ে নিল।'

প্রকৃতির কাছে সুবর্ণাদের মতোই অসহায় রামপ্রসাদ ছেত্রীর মতো প্রতিবেশীরা। ওই তল্লাটে আর কারও প্রাণহানি না হলেও কারও ঘর পুরোটা ধুয়েমুছে সাফ, কারও আবার ঘরে হাঁটুভর্তি কাদা। ভেঙেছে কাঠের দেওয়াল। দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে টিনের বেড়া। রামপ্রসাদ নিজেই এলাকায় নিয়ে গিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন সেই রাতে ঠিক কী হয়েছিল।

সুবর্ণার মাসি অনীতা প্রধান, মেসোমশাই অনুজ প্রধান ও তাঁদের মেয়ে স্নেহা বেড়াতে এসেছিল দশেরায়। অনীতাদের বাড়ি শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন শালবাড়িতে। আনন্দ-অনুষ্ঠানে একত্রিত হবে বলে হাজির হয়েছিল সুবর্ণার পিসতুতো বোন বছর সাতের আরুশী ছেত্রীও। আরুশীও শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া ফাঁপড়ির বাসিন্দা। সেদিন রাতে তুমুল বৃষ্টি নেমেছিল। খাওয়া-দাওয়া সেরে দুটি ঘরে ঘুমোতে গিয়েছিল পরিবারের সকলে। রাত আড়াইটে নাগাদ বিশাল আকারের একটি পাথর পাহাড়ের গা গড়িয়ে নেমে সোজা ধাক্কা মারে সুবর্ণাদের পাকা ঘরে। সেই ঘরেই ঘুমোচ্ছিল অনীতা, অনুজ, স্নেহা আর আরুশী। চাপা পড়ে প্রত্যেকে। লাশ সরাতে কালঘাম ছুটেছিল সকলের।

ঘরটার ঠিক নীচেই মাথা তুলছে একটি বহুতল। পাথরটি গিয়ে ধাক্কা খায় সেই নির্মীয়মাণ বহুতলে। ফলে আর এগোতে পারেনি। দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন রামপ্রসাদ। বলে ওঠেন, 'ভাগ্যিস, পাথরটা আটকে গিয়েছিল। নইলে আরও যে কত প্রাণ যেত!'

চলতে চলতে বেড়াল যেমন এসে রাস্তা কাটে, ঠিক তেমনভাবেই কথার তাল কাটল সাদা রংয়ের একটি হুলো। ডানহাতে একটু ওপরদিকে থাকা বন্ধ বাড়ির বারান্দায় কিছু একটা খুঁজছিল সে। সব ঠিক থাকলে হয়তো এই সময়ই সেটিকে পাত পেড়ে খাওয়াতেন গৃহকর্তা। অবোলা কি আর বোঝে, গৃহকর্তাই যে এখন গৃহছাড়া!

সুবর্ণাদেরই আরেক আত্মীয় রিধিমা ছেত্রী। ক্লাস নাইনে পড়া রিধিমাদের বাড়ি একটু দূরে। বরাতজোরে তাদের ঘরবাড়ির তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। পড়শি একজনের সঙ্গে ধ্বংসস্তূপে কিছু একটা খুঁজতে এসেছিল কিশোরী। চোখেমুখে তারও আতঙ্ক স্পষ্ট। চোখের সামনে সেও যে লাশ পড়ে থাকতে দেখেছিল।

দুর্যোগের মেঘ কাটিয়ে রোদ উঠেছে পাহাড়ে। পাইন গাছ ভেদ করে সূর্যের আলো এসে পড়ছে। সেই রোদে টান ধরছে কাদামাটিতে। কিন্তু কিছুতেই পায়ের তলার মাটি শক্ত হচ্ছে না রজিন, সুবর্ণা কিংবা রামপ্রসাদদের। এখন তাঁরা শুধুই চাইছেন, একটা নতুন ঘর। যে ঘরে আবার স্বপ্ন বুনবেন তাঁরা। একটা যন্ত্রণামাখা ভোরের কথা ভুলে।

রক্ষণাত্মক মুখ্যমন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

উত্তরবঙ্গে তৃণমূলকে বড় ধাক্কা দিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনার ঝড় কার্যত ছ্যা ছ্যা পর্যায়ে চলে গিয়েছে। বিদেশ সফর বাতিল করিয়ে দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের লাগাতার পরিস্থিতি ঘোরানোর চেষ্টা তেমন কাজে আসেনি। একে ৩৬ জনের মৃত্যুর পরেও কার্নিভালে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর নাচ ও একদিন পর উত্তরবঙ্গে পৌঁছানোয় কার্যত ফুঁসছে উত্তরবঙ্গ।

তৃণমূলের মাটি উত্তরবঙ্গে এমনিতেই ঝুরঝুরে। এই ধাক্কা সেই মাটিকে আরও আলগা করে দিয়েছে। পাহাড়ের ধসের মতো জনমানসে তৃণমূল সম্পর্কে প্রবল বিরূপ মনোভাব ছড়িয়ে পড়েছে। সোমবার আসার পরের ২৪ ঘণ্টায় সেই সত্য বুঝতে অসুবিধা হয়নি মমতার। বিজেপি সাংসদ খগেনের ওপর তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের হামলাকে প্রাথমিকভাবে জনরোষ বলে চালানোর চেষ্টা কাজে আসেনি। বরং বিজেপি বিরোধী বাম-কংগ্রেস, এমনকি সাধারণ মানুষ ওই ঘটনার নিন্দায় সোচ্চার।

শুধু দুর্যোগে মৃতদের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকার চেক বিলি করে আর চাকরির আশ্বাস দিয়ে যে চিঁড়ে ভিজবে না, তা ইতিমধ্যে টের পেয়ে গিয়েছেন পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে কারণে এবার তাঁর উত্তরবঙ্গ সফর শেষ হতে চলল রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে, যা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধও বটে। যেমন মঙ্গলবার বিকেলে উত্তরকন্যার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি নিজেই পাহাড়ে দুর্যোগের পরদিন কলকাতায় কার্নিভালের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন।

তাঁর কথায়, 'কেউ কেউ প্রশ্ন করছেন, আমরা কেন ২৪ ঘণ্টা পরে এলাম? মনে রাখতে হবে, কার্নিভাল বাংলার গর্ব। এতগুলো ক্লাব আশা করে বসে থাকে। ইউনিসেফ থেকে শুরু করে প্রচুর বিদেশি পর্যটক কলকাতায় এসেছিলেন। হুট করে এই কর্মসূচি বন্ধ করা কি সম্ভব?' তারপর মুখ্যমন্ত্রী সাফাই দেন, 'আর আমি সেদিন এসেই বা কী করতাম? প্রশাসন আমাকে দেখবে না দুর্যোগ কবলিত মানুষকে উদ্ধার করবে? আমি এলে তো প্রশাসন আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যেত।'

দেরিতে আসার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভিআইপিরা এলে উদ্ধারকাজে প্রভাব পড়ে। সেজন্য আমি ঘটনার ৩৬ ঘণ্টার পর পৌঁছেছি। তবে কলকাতা থেকেই মুখ্যসচিব সহ অন্য আমলাদের নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করেছি। জেলা প্রশাসনকে সবরকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি গর্বিত যে, জেলাস্তরে সমস্ত দপ্তর সঠিক সময়ে ময়দানে নেমেছে। তা না হলে আরও প্রাণ ঝড়তে পারত।'

দুর্যোগের পাশাপাশি খগেন ও শংকর ঘোষের ওপর হামলা চাপ বাড়াচ্ছে তৃণমূল ও সরকারের ওপর। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিন্দা করেছেন। লোকসভার অধ্যক্ষ রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন। রিপোর্ট দিতে দেরি করলে কড়া পদক্ষেপ করার হুমকি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। খগেন আক্রান্ত হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি চলে আসেন শিলিগুড়িতে। বিজেপি ইতিমধ্যে এনআইএ তদন্ত দাবি করেছে।

হামলায় পুলিশের ভূমিকা জানতে চেয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং মুখ্যসচিবের কাছে পৃথকভাবে রিপোর্ট চেয়েছে তপশিলি জাতি ও উপজাতি কমিশন। রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার মঙ্গলবার রাতে শিলিগুড়ি পৌঁছেছেন। রওনা হওয়ার আগে তিনি বালুরঘাটে বলেন, 'কাল জলপাইগুড়ি গিয়ে হামলাকারীদের ছবি ও মোবাইল নম্বর দিয়ে পোস্টার সেঁটে দিতে বলব স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বকে। এরপর দেখি, ওঁরা কোথায় পালিয়ে থাকেন? পুলিশ ব্যবস্থা না নিলে আমরাই ব্যবস্থা নেব। এই ঘটনা যাঁরা ঘটিয়েছেন, তাঁদের নাম সকলেই জানেন। ওঁরা যেখানেই লুকিয়ে থাকুন, আমরা খুঁজে বের করবই।'

বিজেপির সাংসদ ও বিধায়কের ওপর হামলা ও বিপর্যয়ের পরদিন কার্নিভাল সরকারের চরম সংবেদনহীনতাকে বেআব্রু করে দিয়েছে। যা উত্তরবঙ্গের জনমানসে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। এটা তাঁর রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি বড় ভুল বলে চিহ্নিত হল বুঝে দ্রুত ড্যামেজ কন্ট্রোলে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

নাগরাকাটায় বিজেপি সাংসদ এবং বিধায়কের ওপরে হামলার প্রসঙ্গ উল্লেখ না করে তিনি কার্যত সাংবাদিক বৈঠকে সাফাই দেন, 'দুর্যোগের পর মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। সেখানে কোনও ভিআইপিরই ৭০টি গাড়ির কনভয় নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। এতে রাস্তাঘাটও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু কেউ কেউ এই পরিস্থিতির মধ্যে রাজনীতি করতে ময়দানে নেমে পড়েছেন।' বুধবারই তিনি কলকাতায় ফিরবেন।

মনে করা হচ্ছে, পাবলিক সেন্টিমেন্ট অনুকূলে নেই এবং 'ইমোশনাল মিসক্যালকুলেশন' সরকারের ভাবমূর্তির জন্য ক্ষতিকারক- এই উপলব্ধি থেকে প্রশাসনিক কর্মসূচির বদলে 'ফুল স্কেল ড্যামেজ কন্ট্রোল' শুরু করেছেন মমতা। যদিও জানিয়েছেন, আগামী সপ্তাহেই তিনি ফের উত্তরবঙ্গে আসবেন। এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রীর পোস্ট এবং কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে অবশ্য কিছুটা আক্রমণাত্মক হওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি।

তাঁর বক্তব্য, 'নির্বাচিত রাজ্য সরকারে কাছে প্রধানমন্ত্রীর খবর নেওয়া উচিত ছিল। তিনি সেটা না করে পার্টির লোকের কথামতো সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন। প্রথমে তো প্রধানমন্ত্রী সেতু ভেঙে মৃত্যু বলে পোস্ট করেছিলেন। এই সংকটের সময় এভাবে রাজনীতি করা উচিত নয়।' তাঁর অভিযোগ, গত বাজেটে এরাজ্যে বন্যা সহ অন্য বিপর্যয় মোকাবিলায় কোনও আর্থিক বরাদ্দ দেয়নি কেন্দ্র।

দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট ইতিমধ্যে এই দুর্যোগকে রাজ্য বিপর্যয় ঘোষণার দাবি করেছেন। কিন্তু মমতার বক্তব্য, 'মহাকুম্ভে বহু মানুষ মারা গেলেও বিপর্যয় ঘোষণা করা হয়নি। মণিপুর, অসম, উত্তরাখণ্ডে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রচুর মানুষ মারা গেলেও সেগুলিকে কেন্দ্র জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করেনি।'

(তথ্য সহায়তা ঃ রণজিৎ ঘোষ, রাহুল মজুমদার ও সুবীর মহন্ত)

রোহিতদের নিয়ে ‘প্রশ্ন’ তুললেন বেঙ্গসরকার

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়া সফরে ওডিআই সিরিজে দুজনেই আছেন। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার ‘ফেয়ারওয়েল সিরিজ’ হতে চলেছে বলে মনে করছেন। এরমধ্যে রোকোর নির্বাচন নিয়ে অন্যরকম প্রশ্ন তুলে দিলেন দিলীপ বেঙ্গসরকার। প্রাক্তনের যুক্তি, দুজনেই দীর্ঘদিন প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে। ফলে আসন্ন ওডিআই সিরিজের জন্য কতটা প্রস্তুত, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের যুক্তি, টেস্ট ও টি২০ ফর্ম্যাট থেকে অবসর নিয়ে শুধু ওডিআই খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিরাটরা।

লাল বলে ‘ছুটি’, শ্রেয়সকে বিঁধলেন

ফলে সেভাবে ম্যাচও পাবে না। আইপিএলের পর বাকি দল যখন দেশের হয়ে খেলতে ব্যস্ত, তখন লম্বা ছুটিতে দুই তারকা। ফলে বিরাট, রোহিতরা কতটা ম্যাচ ফিট, দুজনের ফিটনেস কী জায়গায় আছে, পরিষ্কার ধারণা পাওয়া মুশকিল। সেক্ষেত্রে কীসের ভিত্তিতে, কীভাবেই বা দুজনকে দলে রাখা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে দোষ দেওয়া যাবে না।

এক সাক্ষাৎকারে দিলীপ বেঙ্গসরকার বলেন, ‘রোহিত, বিরাট দুজনে গ্রেট ক্রিকেটার। কিন্তু শুধু একটা ফর্ম্যাটে খেলার ফলে দীর্ঘদিন প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে। ফলে নির্বাচকদের পক্ষে ওদের ফর্ম, ফিটনেস বোঝা সহজ নয়। হয়তো রোহিত, বিরাটকে নেওয়া হয়েছে ওদের দুরন্ত রেকর্ডের কারণেই। ভারতীয় ক্রিকেটে অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু সমস্যা হল, ওডিআই ম্যাচের সংখ্যা কম। ফলে লম্বা সময় মাঠের বাইরে কাটানোর পর নিজেদের ফিট রাখা সহজ নয়। জানি না, নির্বাচকরা কীভাবে এই ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে।’

অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রস্তুতিতে মনোযোগী রোহিত শর্মা।

লাল বলের ফরম্যাট থেকে শ্রেয়স আইয়ারের সাময়িক ছুটি নেওয়া না-পসন্দ বেঙ্গসরকারের। বলেছেন, ‘আমার কাছে

> রোহিত, বিরাট দুইজনে গ্রেট ক্রিকেটার। কিন্তু শুধু একটা ফরম্যাটে খেলার ফলে দীর্ঘদিন প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে। ফলে নির্বাচকদের পক্ষে ওদের ফর্ম, ফিটনেস বোঝা সহজ নয়। হয়তো রোহিত, বিরাটকে নেওয়া হয়েছে ওদের দুরন্ত রেকর্ডের কারণেই। কিন্তু সমস্যা হল, ওডিআই ম্যাচের সংখ্যা কম। ফলে লম্বা সময় মাঠের বাইরে কাটানোর পর নিজেদের ফিট রাখা সহজ নয়।
>
> **দিলীপ বেঙ্গসরকার**

বিষয়টি হজম হয়নি। লাল বলে আনফিট, সাদা বলে ফিট! এই পার্থক্যটা আমার একেবারেই বোধগম্য নয়। যে সাদা বলের জন্য ফিট হলে, তার পক্ষে লাল বলে খেলাও সম্ভব।’ স্বাস্থ্যজনিত কারণে লাল বলের দীর্ঘমেয়াদি ফরম্যাট থেকে মাস ছয়েকের ছুটি চেয়েছিলেন শ্রেয়স। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডও এই ব্যাপারে ছাড়পত্র দিয়েছেন ভারতীয় ওডিআই দলের সহ অধিনায়ককে।

গম্ভীর মন্ত্রেই সফল বরুণ

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : উৎসাহ দিয়েছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। সেই উৎসাহ পেয়ে নিজেকে বদলে ফেলেছেন বরুণ চক্রবর্তী।

বদলে গিয়েছে তাঁর ক্রিকেট দর্শন। বদলে গিয়েছে ফিটনেস নিয়ে তাঁর মানসিকতাও। রহস্য স্পিনার বরুণ এখন স্বপ্ন দেখেন, দেশের জার্সিতে ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাটেই খেলার। যদিও বাস্তবে এমন স্বপ্নপূরণ যে সম্ভব নয়, সেটাও জানেন তিনি।

আজ সন্ধ্যায় মুম্বইয়ে বসেছিল চাঁদের হাট। এক বহুজাতিক সংস্থার তরফে ভারতীয় ক্রিকেটে পারফরমেন্স ও অবদানের জন্য পুরস্কৃত করা হল বহু ক্রিকেটারকে। ছিলেন রোহিত শর্মাও। সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চেই বরুণ তুলে ধরেছেন তাঁর ক্রিকেটীয় দর্শনের কথা। টিম ইন্ডিয়ার বর্তমান কোচ গম্ভীরকে তাঁর সাফল্যের যাবতীয় কৃতিত্ব দিয়েছেন তিনি। বরুণ বলেছেন, ‘ক্রিকেটার হিসেবে আমার সাফল্যের মূলে কোচ গম্ভীর। ওঁনার থেকে পাওয়া পরামর্শ আমার ক্রিকেট দর্শনই বদলে দিয়েছে।’

বছর কয়েক আগে কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টরের দায়িত্বে ছিলেন গম্ভীর। সেই সময় থেকেই বরুণের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা। সেবার কেকেআর আইপিএল চ্যাম্পিয়ানও হয়েছিল। আর তারপরও কেকেআর ছেড়ে টিম ইন্ডিয়ার কোচ হয়ে যান গম্ভীর। বরুণও হয়ে ওঠেন টিম ইন্ডিয়ার সাদা বলের ক্রিকেটে নিয়মিত সদস্য। রহস্য স্পিনার বরুণের কথায়, ‘গতিভাই সবসময় আমার পরামর্শ দেওয়ার পাশে অনুপ্রেরণাও দিয়েছে। আগে নিজেকে শুধু টি২০ ক্রিকেটের বোলার বলেই মনে হত। এখন আমার ভাবনা বদলেছে। একদিনের ক্রিকেটেও আমি নিয়মিত হয়েছি। কোচ গম্ভীরের পরামর্শ মেনে এখন নেটে ব্যাটিংয়েও সময় দিচ্ছি।’

ওডিআই, টি২০ অজি দল ঘোষণা

রোকো-র চ্যালেঞ্জে ফিরছেন স্টার্ক

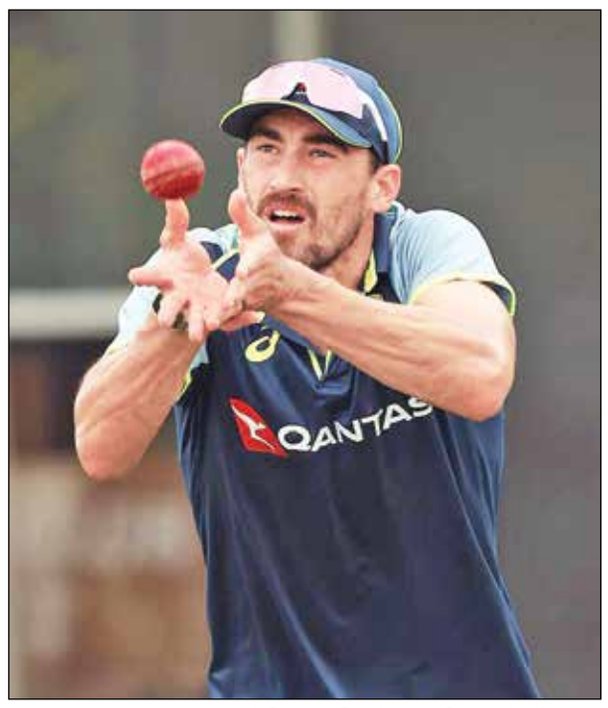

প্রায় এক বছর পর অস্ট্রেলিয়ার ওডিআই দলে মিচেল স্টার্ক।

সিডনি, ৭ অক্টোবর : ভারতের বিরুদ্ধে সাদা বলের জোড়া সিরিজের দল ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া। ওডিআই ও টি২০ সিরিজের জন্য প্রত্যাশামাফিক শক্তিশালী টিম বেছে নিল ক্যাঙারু ব্রিগেড। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের পরীক্ষা নিতে পঞ্চাশের ফরম্যাটে প্রত্যাবর্তন ঘটছে মিচেল স্টার্কের। অতীতে স্টার্কের বাঁহাতি পেস বোলিং চাপে ফেলেছে। বিরাটদের সম্ভাব্য শেষ অজি সফরেও থাকছে যা সামলানোর চ্যালেঞ্জ।

স্টার্ক শেষ ওডিআই ম্যাচ খেলেছিলেন ২০২৪ সালের নভেম্বরে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে গত হোম সিরিজেও বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। লম্বা বিশ্রাম কাটিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে ফিরছেন। আছেন জোশ হ্যাজেলউড। হ্যাজেলউড-স্টার্ক বনাম বিরাট-রোহিত, সিরিজের পারদ আরও চড়িয়ে দিল।

স্টার্ক ছাড়াও ১৯ অক্টোবর শুরু ওডিআই সিরিজের ১৫ জনের দলে ফিরেছেন মিচেল ওয়েন, ম্যাট রেনশ, ম্যাথু শর্ট। কুইন্সল্যান্ডের বাঁহাতি ব্যাটার রেনশ প্রায় তিন বছর পর ওডিআই দলে ডাক পেলেন। অ্যালেক্স ক্যারি দলে থাকলেও ১৯ অক্টোবর পারথে অনুষ্ঠিত প্রথম ম্যাচে খেলতে পারবেন না শেফিল্ড শিল্ডের ম্যাচ থাকায়। তবে অ্যাডিলেড (২৩ অক্টোবর) ও সিডনি (২৫ অক্টোবর) শেষ দুই ম্যাচে খেলবেন ক্যারি।

কাফ মাসলের চোট কাটিয়ে ২৯ অক্টোবর শুরু প্রথম দুই ম্যাচের জন্য ঘোষিত টি২০ দলে ডাক পেয়েছেন জোশ ইনগ্লিস। প্রথম সন্তানের জন্মের ‘ছুটি’-তে থাকা নাথান এলিসও ফিরছেন। তবে ভারতীয় দলের অন্যতম ‘গাঁট’ গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে কবজির চোটের জন্য আসন্ন সিরিজে পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া। প্যাট কামিন্সের (চোট রয়েছে) অনুপস্থিতিতে টি২০-র পাশাপাশি ওডিআই দ্বৈরথেও অস্ট্রেলিয়া দলকে নেতৃত্ব দেবেন মিচেল মার্শ। সামলাবেন ট্রাভিস হেডের সঙ্গে ওপেনিংয়ের দায়িত্বও।

ওডিআই দল

মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জেভিয়ার বার্টলেট, অ্যালেক্স ক্যারি, কুপার কনোলি, বেন ডোয়ারশুইস, নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, জোশ হ্যাজেলউড, ট্রাভিস হেড, জোশ ইনগ্লিস, মিচেল ওয়েন, ম্যাট রেনশ, ম্যাথু শর্ট, মিচেল স্টার্ক, অ্যাডাম জাম্পা।

টি২০ দল
(প্রথম দুই ম্যাচ)

মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), সিন অ্যাবট, জেভিয়ার বার্টলেট, টিম ডেভিড, বেন ডোয়ারশুইস, নাথান এলিস, জোশ হ্যাজেলউড, ট্রাভিস হেড, জোশ ইনগ্লিস, ম্যাথু কুহনেম্যান, মিচেল ওয়েন, ম্যাথু শর্ট, মার্কাস স্টোয়িনিস, অ্যাডাম জাম্পা।

অস্ট্রেলিয়া নির্বাচক কমিটির প্রধান জর্জ বেইলি বলেছেন, ‘ওডিআই সিরিজ এবং প্রথম দুটি টি২০ ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী বছর টি২০ বিশ্বকাপ রয়েছে। প্রস্তুতির নিরিখে আসন্ন ভারত সিরিজ তাই বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। পাশাপাশি পরবর্তী অ্যাসেজের কথাও মাথায় রেখে গুরুত্ব পাচ্ছে শেফিল্ড শিল্ডের প্রস্তুতিও।’

ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের দৈন্যদশায় ‘হতাশ’ সানি

‘নেট বোলার মনে হচ্ছিল ওদের’

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : এ কোন ওয়েস্ট ইন্ডিজ!

আহমেদাবাদে সিরিজের প্রথম টেস্টে ক্যারিবিয়ান ব্রিগেডের শিশুসুলভ আত্মসমর্পণ এখনও হজম হচ্ছে না সুনীল গাভাসকারের। ১৯৭১ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ লিটল মাস্টারের। বাকিটা ইতিহাস। হেলমেট ছাড়া ম্যালকম মার্শাল, অ্যান্ডি রবার্টস, মাইকেল হোল্ডিংদের সামলানো ভারতীয় ক্রিকেটে মিথ।

প্রিয় প্রতিপক্ষের আজকের দৈন্যদশা তাই বেশি করে যন্ত্রণা দিচ্ছে ভারতীয় কিংবদন্তিকে। গাভাসকারকে সবচেয়ে অবাক করছে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের অন্যতম শক্তি পেস ব্রিগেডের বর্তমান হাল। টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম দশ হাজার রানের মালিক মালগাড়ির সঙ্গে তুলনা করছেন ক্যারিবিয়ান পেসারদের। দাবি, নেটবোলারদের চেয়েও খারাপ অবস্থা।

প্রথম টেস্টে ইনিংস ও ১৪০ রানে জেতে ভারত। লোকেশ রাহুল, ধ্রুব জুরেল, রবীন্দ্র জাদেজার সেঞ্চুরির সুবাদে রানের পাহাড় (৪৪৮/৫) তৈরি করে। বিক্ষিপ্ত কিছু বল বাদ দিলে একেবারে নির্বিষ বোলিং। মার্শাল-হোল্ডিং-রবার্টসদের দেশের বর্তমান পেস আক্রমণের যে চেহারা, মানতে পারছেন না সানি।

গাভাসকার লিখেছেন, ‘আহমেদাবাদে জেডন সিলস ছাড়া বাকি দুজনকে নেট বোলার মনে হচ্ছিল। বিন্দুমাত্র অসম্মান করছি না। কিন্তু হাফ ডজন ওভার বল করার পর প্রথম বাউন্সার! প্রশ্ন উঁকি মারছিল, এটা কি ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেস আক্রমণ? মানছি গরম ছিল। বাউন্সার দিতে বাড়তি পরিশ্রম লাগে। কিন্তু তারপরও পেসাররা তাঁদের অন্যতম অস্ত্রকে ব্যবহার করবে না? ফ্রন্টফুট থেকে ব্যাটারদের ব্যাকফুটে খেলানোর চেষ্টা করবে না?’

ব্যাটিংও তথৈবচ। গাভাসকারের কথায়, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং একদা সামলেছেন থ্রি ডব্লিউ (ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, এভার্টন উইকস, ক্লাইড ওয়ালকট), রোহন কানহাই, সিমোর নার্স, ক্লাইভ লয়েড, গর্ডন গ্রিনিজ, ডেসমন্ড হেনসরা। বর্তমান দলের একজনকেও দেখে মনে হয়নি, পূর্বসূরিতে হাজার মাইলের মধ্যে কেউ রয়েছেন। সানির আরও খোঁচা, অতুলনীয় গারফিল্ড সোবার্স, ভিভ রিচার্ডস, ‘প্রিন্স অফ ত্রিনিদাদ’ ব্রায়ান লারাকে বাদ দিচ্ছি। কারণ ওরা শতাব্দীতে একবারই জন্মায়।

> আহমেদাবাদে জেডন সিলস ছাড়া বাকি দুইজনকে নেট বোলার মনে হচ্ছিল। বিন্দুমাত্র অসম্মান করছি না। কিন্তু হাফ ডজন ওভার বল করার পর প্রথম বাউন্সার! প্রশ্ন উঁকি মারছিল, এটা কি ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেস আক্রমণ?
>
> **সুনীল গাভাসকার**

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বর্তমান হাল নিয়ে গতকাল সাফাই দিতে দেখা গিয়েছে অধিনায়ক রোস্টন চেজকে। এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেন, পরিকাঠামোর অভাব, আর্থিক সমস্যার কারণে ক্রমশ পথ হারাচ্ছে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট। উঠতি তারকাদের সামনের দিকে এগিয়ে দিতে যা যা দরকার, তা আদৌ মিলছে না।

ভারতীয় ব্যাটারদের বিরুদ্ধে প্রভাব ফেলতে পারেননি জাস্টিন গ্রিভসরা।

এশিয়া কাপ জিতে নতুন হেয়ারস্টাইল করতে আলিম হাকিমের কাছে সূর্যকুমার যাদব।

দিল্লি ক্রিকেটে নয়া কেলেঙ্কারি

দলে ঢোকাতে ব্যাটার রাতারাতি উইকেটকিপার!

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : কেরিয়ারে কখনও উইকেটকিপিং করেননি।

বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবে বরাবর খেলেছেন। সেই ব্যাটারকেই দলে ঢোকাতে রাতারাতি উইকেটকিপার বানিয়ে দেওয়া হল! দেওয়া হল দ্বিতীয় উইকেটকিপারের দায়িত্বও! ওপরমহলের চাপ। নির্বাচক কমিটি বাধ্য হয় সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তার পছন্দের ক্রিকেটারকে দলে নিতে। অভিযুক্ত ক্রিকেটার ব্যাটার হলেও দলে ঢোকাতে তাকে ব্যাকআপ উইকেটকিপার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এমনই কাণ্ড ঘটেছে দিল্লি ক্রিকেটে। ভিনু মানকর ট্রফির জন্য ২৩ জনের সম্ভাব্য দল ঘোষণা করা হয়। এরপরই নির্বাচন-দুর্নীতির বিষয়টি সবার সামনে চলে আসে। পত্রপাঠ হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হন দিল্লি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (ডিডিসিএ) সভাপতি রোহন জেটলি। বাদ দেওয়া হয় বিতর্কিত খেলোয়াড়কে। বদলে সংশ্লিষ্ট জায়গায় নেওয়া হয়েছে বিশেষজ্ঞ উইকেটকিপার-ব্যাটারকে।

নির্বাচনি বৈঠকে প্রভাব খাটাতে অবৈধভাবে তিনজন ডিরেক্টরের উপস্থিতির খবরও সামনে এসেছে। স্বয়ং ডিডিসিএ-র সদস্য সুরেশকুমার শর্মা লিখিতভাবে বিষয়টি সভাপতি রোহন জেটলিকে জানান। তিনজনকে নির্বাচনি বৈঠক থেকে চলে যেতে বলা হলেও তাঁরা রাজি হননি। বৈঠকে থেকে নির্বাচনে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা চালান।

মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে পৃথ্বীর ১৮১

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : পুরোনো দলকে প্রথমবার সামনে পেয়ে জ্বলে উঠল পৃথ্বী শ-র ব্যাট। মহারাষ্ট্রের হয়ে তিনদিনের প্রস্তুতি ম্যাচে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ফিরলেন বড় সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে। মুম্বইয়ের হয়েই ক্রিকেট উত্থান পৃথ্বীর। যদিও টানা ব্যর্থতা, বিতর্কে জড়িয়ে সম্ভাবনা দেখিয়েও খেই হারান। বাদ পড়েন মুম্বই রনজি ট্রফির দল থেকেও। নতুন শুরুর জন্য বেছে নেন মহারাষ্ট্রকে।

জড়ালেন ঝামেলাতেও

এদিন প্রস্তুতি ম্যাচে প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে জবাব দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেননি পৃথ্বী। এমসিএ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচের প্রথম দিনেই পৃথ্বী ১৮১ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেন। ২১৯ বলের ইনিংসে ২৩টি চার ও ৩টি ছক্কা হাঁকান। শার্দূল ঠাকুরদের বোলিংয়ের সামনে প্রথম উইকেটে অর্শিন কুলকার্নিকে নিয়ে ৩০৫ রান যোগ করেন। কুলকার্নিও ১৮৬ রানের ইনিংস খেলেন। মুশির খানের বলে আউট হয়ে ফেরার সময় ঝামেলায়ও জড়ান প্রাক্তন সতীর্থদের সঙ্গে। পৃথ্বীকে লক্ষ্য করে কটুক্তি ছুড়ে দেন মুম্বইয়ের ক্রিকেটাররা। যার পালটা দিতে মুশিরের দিকে তেড়ে যান পৃথ্বী।

আইপিএলের শুরু থেকে চেন্নাই সুপার কিংসের মুখ মহেন্দ্র সিং ধোনি। সেই তিনিই বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ খেলতে নেমে পরে ফেললেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের লোগো লাগানো হাতকাটা ট্যাঙ্ক টপ। সহ খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাঁর সেই ছবি মুহূর্তে ভাইরাল। যা দেখে কারও প্রশ্ন, ‘এটা কি শেষের ইঙ্গিত?’

গম্ভীরের বাড়িতে আজ নৈশভোজে শুভমানরা

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : আহমেদাবাদ টেস্ট এখন অতীত। মাত্র আড়াই দিনের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে উড়িয়ে দিয়ে দিন তিনেকের ছুটি কাটিয়ে টিম ইন্ডিয়া এখন দিল্লিতে।

শুক্রবার থেকে রাজধানীর অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট শুরু। তার আগে শুভমান গিল, লোকেশ রাহুলরা আজই দিল্লিতে পৌঁছে গিয়েছেন। জনাকয়েক ভারতীয় ক্রিকেটার আজ বিকেলের দিকে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে হাজির হয়ে হালকা অনুশীলনও করেন।

বুধবার থেকে রোস্টন চেজদের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার দ্বিতীয় টেস্টের চূড়ান্ত অনুশীলন শুরু হতে চলেছে। আর আগামীকাল রাতেই কোচ গৌতম গম্ভীরের বাড়িতে পুরো দলকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ভারতীয় দলের কোচ। জানা গিয়েছে, আসন্ন দীর্ঘ মরশুমের আগে পুরো দলকে আরও তাজা ও ফুরফুরে করে তোলার জন্য কোচ গম্ভীর শুভমানদের তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

দিল্লি টেস্টের প্রস্তুতি শুরু

ভারতীয় ক্রিকেটে বহুদিনের রীতি হল, যে শহরে খেলা হবে, দলে সেখানকার কোনও সদস্য থাকলে সতীর্থদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানানো। কোচ গম্ভীর সেই পথেই পা বাড়িয়েছেন। দিল্লির প্রাক্তন ক্রিকেটার ও সাংসদ শুধু তাঁর দলের ক্রিকেটারদেরই বাড়িতে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এমন নয়। বরং সীতাংশু কোটাক থেকে শুরু করে তাঁর সব সাপোর্ট স্টাফদেরও আমন্ত্রণ করেছেন গম্ভীর। উদ্দেশ্য, মন খুলে আড্ডা দেওয়া। যদি পরস্পরের প্রতি কারও কোনও বিদ্বেষ থাকে, তাহলে সেটাও মিটিয়ে নেওয়া। টিম বন্ডিংয়ের নয়া দিশা দেখানো। কোচ গম্ভীরের এমন ভাবনা, পরিকল্পনা শুভমানদের কোন পথে নিয়ে যাবে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে টিম ইন্ডিয়ার সামনে এখন টানা ক্রিকেট। ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ ইতিমধ্যেই চলছে। সিরিজ শেষে টিম ইন্ডিয়া যাবে অস্ট্রেলিয়ায় সাদা বলের সিরিজ খেলতে। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশ থেকে ফেরার পরই ঘরের মাঠে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ। সেই সিরিজের পর ভারতীয় দলের নিউজিল্যান্ড সফরে যাওয়ার কথা।

এদিকে, শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় টেস্টে ব্যাটিং সহায়ক পিচ হতে চলেছে বলে খবর। জানা গিয়েছে, রাজধানীর মাঠে এমন পিচ তৈরি করা হচ্ছে, যেখানে আড়াই দিনে খেলা শেষ হওয়ার সম্ভাবনা কম। সাধারণত, দিল্লিতে কালো মাটির পিচ হয়। যেখানে টেস্টের তিন নম্বর দিন থেকে বল ঘুরলেও শুরুর দুইদিন ব্যাটারদের জন্য সহায়ক পিচ হয়। এবারও তেমনই পিচ হচ্ছে বলে খবর।

‘জিমের চেয়ে বেশি সময় কাটাও নেটে’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : তোমাদের সব রকমের সুযোগ সুবিধা দেব আমরা। মাঠে দলকে সফল করার দায়িত্ব তোমাদের।

জিমের চেয়ে বেশি সময় কাটাও নেটে। কারণ, জিম তোমাদের ফিটনেস বাড়াবে ঠিকই। কিন্তু ক্রিকেটীয় স্কিল বাড়বে নেটে ব্যাটিং-বোলিং চর্চা করেই। রনজিতে যা খুব প্রয়োজন।

যেকোনো সময় সবরকমের পরামর্শের জন্য আমি তো রয়েইছি। সঙ্গে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা, বোলিং কোচ শিবশংকর পালেরাও রয়েছে। সবার থেকে পরামর্শ নিয়ে সামনে তাকাও। ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেল। মনে রাখবে, ক্রিকেট মাঠে সফল হওয়ার অন্যতম মন্ত্র হল সঠিক মানসিকতাও।

বক্তার নাম সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ছয় বছর পর গত ২২ সেপ্টেম্বর বাংলা ক্রিকেটের মসনদে ফিরেছেন মহারাজ। আর ফেরার পরই বাংলা ক্রিকেটে সুদিন ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। আসন্ন রনজি ট্রফির প্রস্তুতিতে ডুবে থাকা সিনিয়র বাংলা দলকে উৎসাহ দিতে আজ সকালে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে হাজির হয়েছিলেন মহারাজ। ছিলেন অন্তত ঘণ্টা দুয়েক। তার মধ্যে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন ও তাঁর সহকারিদের সঙ্গে দল নিয়ে

বাংলা দলকে পেপটক সৌরভের

> সিএবি সভাপতি আজ আমাদের অনুশীলনে এসেছিলেন। পুরো দলকে নানা পরামর্শ দিয়েছেন। আগামীদিনেও ওঁনাকে বাংলা দলের অনুশীলনে দেখা যাবে।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

যেমন আলোচনা করেছেন। তেমনই হাতে কলমে বাংলার ব্যাটার, বোলারদেরও পর্যবেক্ষণ করেছেন। সন্ধ্যার দিকে বাংলা দলের এক সাপোর্ট স্টাফ বলছিলেন, ‘সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কিংবদন্তি। বাংলা ক্রিকেটের অনুপ্রেরণা। উনি আজ সকালে অনুশীলনে হাজির হয়ে অনেকটা সময় কাটিয়েছেন। দিয়েছেন পরামর্শ। যা আমাদের আসন্ন মরশুমে কাজে লাগবে।’

সিএবি সভাপতির পরামর্শ বাংলা ক্রিকেটকে রনজিতে কতটা এগিয়ে দেবে, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে আজ মাঠে হাজির হয়ে পুরো দলের সঙ্গে পরিচয় পর্ব সেরে নিয়ে হাতেকলমে কাজ করেছেন মহারাজ। অভিষেক পোড়েল সহ অনেককেরই সমস্যার কথা শুনেছেন। ব্যাটিং, বোলিং নিয়ে দিয়েছেন পরামর্শও। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, ‘সিএবি সভাপতি আজ আমাদের অনুশীলনে এসেছিলেন। পুরো দলকে নানা পরামর্শ দিয়েছেন। আগামীদিনেও ওঁনাকে বাংলা দলের অনুশীলনে দেখা যাবে।’ আগামী ১৫ অক্টোবর থেকে ইডেনে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন মরশুমের রনজি অভিযান শুরু করতে চলেছে বাংলা। তার আগে সম্ভবত আগামীকাল বাংলার দল ঘোষণা হওয়ার কথা। অধিনায়ক হিসেবে অনুষ্টুপ মজুমদার ও অভিমন্যু ঈশ্বরণের নাম ঘুরছে। শেষ পর্যন্ত কে বাংলার অধিনায়ক হবেন, হয়তো কালই জানা যাবে। তবে সূত্রের খবর, অনুষ্টুপের সম্ভাবনা বেশি।

বাংলার ক্রিকেটারদের শেখাতে ব্যাট হাতে তুলে নিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

সমর্থকদের বিক্ষোভের মুখে কামিন্স-জেমিরা

ইরানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের ম্যাচ খেলতে না যাওয়ার কারণে ফুটবলারদের কাপুরুষ আখ্যা দিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন মোহনবাগানের সমর্থকরা। মঙ্গলবার।

সমর্থকদের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে জেমি ম্যাকলারেন ও জেসন কামিন্স।

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : দফায় দফায় বিক্ষোভ। খেলোয়াড়দের সঙ্গে সমর্থকদের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়। সব মিলিয়ে মঙ্গলবার উত্তাল মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলন।

ইরানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের ম্যাচ খেলতে না যাওয়া নিয়ে বাগান সমর্থকদের মনে ক্ষোভের রেশ জমেছিল। মঙ্গলবার তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটল। এদিন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন বাগান সমর্থকরা। আগাম বিক্ষোভের আঁচ পেয়ে বাগান ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে অনুশীলনে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। ফলে স্টেডিয়ামে না ঢুকে গেটের সামনে অনুশীলনে যোগ দিতে আসা বাগান ফুটবলারদের লক্ষ্য করে বিক্ষোভ দেখান সমর্থকরা। দিমিত্রিস পেত্রাতোস-জেসন কামিন্সদের লক্ষ্য করে কটূক্তিও করেন তাঁরা।

কিন্তু এখানেই বিষয়টা শেষ হয়নি। অনুশীলনের শেষে তিন অজি তারকা দিমি, কামিন্স ও ম্যাকলারেনের গাড়িকে ঘিরে ফের বিক্ষোভ দেখান সমর্থকরা। সেসময় গাড়ি থেকে তিন ফুটবলারই নেমে আসেন। তাঁদের সঙ্গে বেশ উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় সমর্থকদের। তাঁরা সরাসরি কামিন্সদের কাছে ইরানে না যাওয়ার কারণ জানতে চান। জবাবে কামিন্সরা পরিষ্কার জানিয়ে দেন, নিরাপত্তার জন্যই যেতে চাননি তাঁরা। তখন সমর্থকরা ভারতীয় ফুটবলারদের না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে কামিন্সরা জানিয়ে দেন, এই বিষয়টা ম্যানেজমেন্ট জানে। শেষে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

বিক্ষুব্ধ বাগান সমর্থকদের দাবি, কেন মোহনবাগান ইরান গেল না সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ম্যানেজমেন্টকে। পাশাপাশি আগামী মরশুম থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগকে বাড়তি গুরুত্ব ও সব প্রতিযোগিতায় সবুজ-মেরুনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এদিকে, আবার কয়েকজন সমর্থক এসে শিল্ডের আগে দিমিদের উৎসাহ দিয়ে গেলেন। তাঁরা আবার ইরানে খেলতে না যাওয়া নিয়ে ফুটবলারদের পাশেই দাঁড়াচ্ছেন।

মাঠের বাইরে যাই হোক না কেন, অনুশীলনে প্রচণ্ড সিরিয়াস মোহনবাগান ফুটবলাররা। বিশেষ করে দিমি ও কামিন্স। ফর্ম ফিরে পেতে মঙ্গলবার বাড়তি অনুশীলনে মগ্ন থাকতে দেখা গেল তাদের। তবে মাঠের বাইরের চাপ সামলে দিমিরা আইএফএ শিল্ডে কীভাবে নিজেদের সেরাটা দেন, সেটাই এখন দেখার।

ধারাবাহিক সাফল্য পাওয়ায় এতদিন বাগান ফুটবলাররা সমর্থকদের ভালোবাসাটা দেখেছেন। এবার মুদ্রার উলটো পিঠটাও দেখলেন দিমিরা।

পূর্ণশক্তির দল নিয়েই আজ নামছে ইস্টবেঙ্গল

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : সুপার কাপের মহড়া। একইসঙ্গে মর্যাদারক্ষা। এই দুই লক্ষ্য নিয়েই আইএফএ শিল্ডে নামছে ইস্টবেঙ্গল।

লাল-হলুদ বাহিনী শেষবার শিল্ড খেলেছিল ২০১৮ সালে। সেবার চ্যাম্পিয়নও হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের অনূর্ধ্ব-১৯ দল। বুধবার ১২৫তম আইএফএ শিল্ডের উদ্বোধনী ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ শ্রীনিধি ডেকান এফসি। যুব দল নিয়ে কলকাতায় এসেছে আই লিগের ক্লাব শ্রীনিধি। তবে ইস্টবেঙ্গল মাঠে নামছে পূর্ণশক্তির দল নিয়েই।

শক্তির বিচারে শ্রীনিধির সঙ্গে অস্কার ব্রুজোঁর দলের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তবুও প্রতিপক্ষকে দুর্বল ভাবতে নারাজ লাল-হলুদ থিংকট্যাংক। আসলে ডুরান্ড কাপে ডায়মন্ড হারবার এফসির কাছে হার থেকে শিক্ষা নিয়েই এবার আরও বেশি সতর্ক তারা। যদিও ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলার মহম্মদ রশিদ বলছেন, 'ডায়মন্ড হারবারের কাছে হার অতীত। ওই ম্যাচটা থেকে আমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। এখন আমাদের সব ফোকাস আইএফএ শিল্ডে। আমরা আত্মবিশ্বাসী। আশা করছি সমর্থকদের হতাশ করব না।' ব্রুজোঁর সহকারী বিনোর মন্তব্য, 'শিল্ডের সফলতম দল ইস্টবেঙ্গল। ২৯ বারের চ্যাম্পিয়ন। সেই মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব আমাদের কাধে।' অস্কারও সেই সুরেই গলা মেলালেন। স্প্যানিশ কোচ বলেছেন, 'আইএফএ শিল্ডকে আমরা একেবারেই হালকাভাবে নিচ্ছি না। সুপার কাপের আগে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলার প্রয়োজন ছিল। এখানে সেটাও হবে।'

আইএফএ শিল্ডে আজ

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম শ্রীনিধি ডেকান এফসি

সময় : দুপুর ৩টা
স্থান : কল্যাণী স্টেডিয়াম
সম্প্রচার : এসএসইএন অ্যাপ

আইএফএ শিল্ডের প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গল এফসি-র আনোয়ার আলি (বাঁয়ে) ও সৌভিক চক্রবর্তী। মঙ্গলবার।

পাঁচ বিদেশি ও সিনিয়ারদের পাশাপাশি কলকাতা লিগে খেলা বেশ কয়েকজন তরুণ ফুটবলারকেও শিল্ডের জন্য নথিভুক্ত করেছে ইস্টবেঙ্গল। শ্রীনিধির বিরুদ্ধে দল নিয়ে হয়তো খুব বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে হাঁটবেন না ব্রুজোঁ। ঝুঁকি না নিয়ে চার বিদেশি রেখে দল সাজানোর সম্ভাবনাই বেশি। সেক্ষেত্রে মাঝমাঠে শুরু থেকে তিন বিদেশি খেলিয়ে ভারতীয় স্ট্রাইকারের ওপর আস্থা রাখবেন, না কি রশিদ, মিগুয়েল ফিগুয়েরোর সঙ্গে শুরু থেকেই হামিদ আহদাদকে খেলাবেন সেটাই দেখার। ষষ্ঠ বিদেশি হিরোশি ইবুসুকিকে এখনও কলকাতায় পা না রাখলেও শিল্ডে তাঁকে খেলানোর ব্যাপারে আশাবাদী ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট। খোঁজ নিয়ে জানা গেল ১৪ অক্টোবর গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচের আগেই চলে আসবেন লাল-হলুদের জাপানি স্ট্রাইকার।

এদিকে, মঙ্গলবার দক্ষিণ কলকাতার এক অভিজাত ক্লাবে শিল্ডে অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলোকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল রাজ্য ফুটবল নিয়ামক সংস্থা আইএফএ। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বাদে বাকি পাঁচ ক্লাবের প্রতিনিধিই উপস্থিত ছিলেন। শিল্ডে অংশগ্রহণকারী বাংলার আরেক ক্লাব ইউনাইটেড স্পোর্টসের কোচ লালকমল ভৌমিক সেখানে বলেছেন, 'জানি আমরা কঠিন গ্রুপে রয়েছি। তবে ফুটবলে কোনওকিছুই অসম্ভব নয়। কলকাতা লিগের খেতাব অল্পের জন্য হাতছাড়া হয়েছে। শিল্ডে সেটাই আমাদের আরও উজ্জীবিত করছে।'

অভিষেককে টেস্ট দলেও দেখছেন লারা

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : ২৪টি টি২০ ম্যাচ খেলেছেন দেশের হয়ে। যদিও চব্বিশ ম্যাচের কেরিয়ারে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ইতিমধ্যেই সমর্থকদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন অভিষেক শর্মা। টি২০ ক্রিকেটে আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে এক নম্বর জায়গাও তাঁর দখলে। আইসিসি-র সেপ্টেম্বর মাসের 'সেরা ক্রিকেটার'-এর দৌড়েও রয়েছেন (বাকি দুইজন কুলদীপ যাদব ও জিম্বাবোয়ের ব্রায়ান বেনেট)। ব্রায়ান লারার বিশ্বাস, শুধু সাদা বল নয়, আগামী দিনে ভারতীয় টেস্ট দলেও জায়গা করে নেবেন অভিষেক।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মেন্টর, ব্যাটিং কোচ থাকাকালীন 'ছাত্র' হিসেবে পেয়েছেন অভিষেককে। সাফল্যে লারার অবদান, পরামর্শের কথাও বলতে শোনা যায় তরুণ বাঁহাতি ওপেনারকে। মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত এক বহুজাতিক সংস্থার ক্রিকেট পুরস্কার অনুষ্ঠানে উপস্থিতি লারাও উচ্ছ্বসিত তাঁর 'ছাত্র'-কে নিয়ে। ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি বলেছেন, 'সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সুবাদে ওকে ভালোভাবে জানি। দুর্দান্ত প্রতিভা। ভারতীয় দলে একঝাঁক প্রতিভা রয়েছে। অভিষেক যার মধ্যে স্পেশাল। ওর কেরিয়ারে যুবরাজের প্রভাব অসম্ভব। আমার বিশ্বাস, শুধু টি২০, ওডিআই নয়, টেস্ট দলেও জায়গা করে নেবে অভিষেক।'

হায়দরাবাদ এফসি হচ্ছে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : জিন্দাল গোষ্ঠী বিনিয়োগকারী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই শোনা যাচ্ছিল, জায়গা বদল করতে পারে হায়দরাবাদ এফসি। প্রত্যাশামতোই, তারা অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে জানিয়ে দিল, আগামী আইএসএল বা দেশের সর্বোচ্চ লিগ দিল্লি থেকে খেলবে তাদের দল। এবার থেকে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি হিসাবে দেখা যাবে এই ক্লাবকে। সূত্রের খবর, জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম নয়, এই নতুন ক্লাব খেলতে চায় আম্বেদকর স্টেডিয়াম থেকে। সেখানে তারা কাজও শুরু করে দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

আই লিগ সম্ভবত ডিসেম্বরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : ডিসেম্বরে সম্ভবত শুরু হতে চলেছে আই লিগ। সেক্ষেত্রে তা আইএসএলের আগে হবে নাকি পরে তা এখনও পরিষ্কার নয়। আই লিগের জন্য আলাদা করে দরপত্র চাওয়া হবে। যা আইএসএলের দরপত্রের বিষয়টি মিটে গেলেই হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী সমিতির জরুরি সভায় বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসেব পেশ করা হয়। এছাড়া দরপত্র পরিচালনকারী কোম্পানি কেপিএমজি তাদের প্রেজেন্টেশন পেশ করে। আগামী ১২ অক্টোবরের বিশেষ সাধারণ সভায় সুপ্রিম কোর্ট থেকে দেওয়া নতুন সংবিধান গ্রহণ করবে এআইএফএফ। সেই নিয়েও এদিন ফেডারেশন কর্তাদের মধ্যে আলোচনা হয়।

৩০ বছর পর মুখোমুখি আনন্দ-কাসপারভ

সেন্ট লুইস, ৭ অক্টোবর : ১৯৯৫ সালেই শেষবার চৌষট্টি খোপের লড়াইয়ে মুখোমুখি হয়েছিলেন বিশ্বনাথন আনন্দ এবং গ্যারি কাসপারভ। ৩০ বছর পর ফের সম্মুখ সমরে নামছেন দুই প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতের আনন্দ এবং কিংবদন্তি রাশিয়ান গ্র্যান্ডমাস্টার কাসপারভ মুখোমুখি হবেন 'ক্লাচ চেস দ্য লেজেন্ডস' টুর্নামেন্টে। সেন্ট লুইস চেস ক্লাবে বুধবার থেকে সেই লড়াই শুরু হচ্ছে। ১২ ম্যাচের এই টুর্নামেন্টে মোট পুরস্কারমূল্য রাখা হয়েছে ১,৪৪,০০০ ডলার। বিজয়ী পাবেন ৭০,০০০ ডলার। প্রতিদিন চারটি খেলা অনুষ্ঠিত হবে। দুটি র‍্যাপিড এবং দুটি ব্লিৎজ। প্রথম দিনে প্রতিটি জয়ে ১ পয়েন্ট, দ্বিতীয় দিনে ২ পয়েন্ট এবং তৃতীয় দিনে ৩ পয়েন্ট অর্জন করবে। এই স্কোরিং সিস্টেম শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিযোগিতাকে উত্তেজনাপূর্ণ রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গোয়াকে শাস্তি এএফসি-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : স্মোক গানের ব্যবহারের জন্য ১০ হাজার ডলার (প্রায় ৮.৮ লক্ষ টাকা) জরিমানা হল এফসি গোয়ার। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের বাছাই পর্বে ওমানের আল সিবের বিপক্ষে ম্যাচের সময়ে ফতোরদার জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে এই ঘটনা ঘটে। যার জেরে গোয়াকে এই জরিমানা করল এএফসি-র শৃঙ্খলারক্ষা ও এথিকস কমিটি।

এই কমিটির হাতেই এখন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ভাগ্য। ইতিমধ্যেই তুর্কমেনিস্তানের আহল এফসি জানিয়ে দিয়েছে, তারা হোম ও অ্যাওয়ে দুই ম্যাচ ইরানে গিয়ে খেলতে চায়। ফলে ইরানের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মোহনবাগানের দাবি সম্ভবত কোনওভাবেই ধোপে টিকবে না। তাছাড়া এর আগে মুম্বই সিটি এফসি ইরানে এএফসি-র ম্যাচ খেলে এসেছে, সেটাও নিশ্চিতভাবেই দেখানো হবে। এখন দেখার গোয়ার পরে মোহনবাগানের শাস্তির ব্যাপারে এএফসি কতটা কঠোর হয়।

সাহায্য চেয়ে করলেন ফেসবুক পোস্ট

বাবার সঙ্গে মেসির সাক্ষাৎ চান মেয়ে

তমোঘ্ন ব্রহ্ম

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : জীবনে আমরা কমবেশি সকলেই কারোর না কারোর ফ্যান। কিন্তু কেউই হয়তো ইছাপুরের শিবশংকর পাত্রর মতো ফ্যান নই। পেশায় চা বিক্রেতা এই মানুষটির জীবন জুড়ে লিওনেল আন্দ্রেস মেসি। বছর ছাপান্নর শিবশংকর প্রতিবছর মেসির জন্মদিনে তাঁর যত বয়স হয়, এলাকার মানুষের সঙ্গে তত পাউন্ডের কেক কাটেন।

লিওনেল মেসির এক জন্মদিনে তাঁর মূর্তিকে কেক খাওয়াচ্ছেন শিবশংকর পাত্র।

যেমন চলতি বছরের ২৪ জুন ৩৮ পাউন্ডের কেক কেটেছেন। সেইসঙ্গে প্রতিবছর ওইদিনে নিজেকে নানানরকম সামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গেও যুক্ত রাখেন।

শিবশংকরের কথায়, '২০১১ সালে মেসি ভারতে এসেছিলেন। সেইসময় পুরো বাড়ির রং নীল-সাদা করে ফেলি। এলাকার মানুষের কাছে আমার বাসস্থান আর্জেন্টিনা বাড়ি। খুব ইচ্ছে ছিল ২০২২ সালে কাতারে গিয়ে বিশ্বকাপ দেখার। কিন্তু আর্থিক কারণে সেই স্বপ্নপূরণ না হওয়ায় বাড়িতে মেসির উচ্চতার সমান একটি মূর্তি বসিয়েছি।' তাঁর এই প্রেমের কথা পৌঁছে গিয়েছে আর্জেন্টিনাতেও। তারপরও আজ অবধি ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে দেখা হয়নি শিবশংকরের, যা নিয়ে আক্ষেপ আছে তাঁর।

এই আক্ষেপ মেটাতে উদ্যোগী হয়েছেন তাঁর মেয়ে নেহা। ডিসেম্বরে মেসি কলকাতায় আসছেন। সেই সময় বাবার সঙ্গে মেসির সাক্ষাৎ করাতে চান তিনি। সম্প্রতি ফেসবুকে এজন্য কেউ তাঁকে সাহায্য করতে পারবেন কিনা সেটা জানতে চেয়ে পোস্ট করেন। নেহার কথায়, 'বাবার জীবনে ফুটবল আর মেসি ছাড়া কিছু নেই। আমাদের মধ্যেও সেই ভালোবাসা ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি, এমনকি আমার ছেলের নামও লিও। বাবার জন্য এইটুকু করা আমার কর্তব্য।'

> ২০১১ সালে মেসি ভারতে এসেছিলেন। সেইসময় পুরো বাড়ির রং নীল-সাদা করে ফেলি। এলাকার মানুষের কাছে আমার বাসস্থান আর্জেন্টিনা বাড়ি।
>
> **শিবশংকর পাত্র**

কিন্তু নেহা চাইলেও আদৌ তাঁর কিংবা তাঁর বাবার স্বপ্নপূরণ হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। মেসিকে কলকাতায় নিয়ে আসার মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এই বিষয়টি তাঁর হাতে নেই। তবে তিনি চেষ্টা করবেন, আপাতত টিকিটের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

ব্যর্থ বৈভব, এগিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ ভারত

ম্যাকে, ৭ অক্টোবর : একদিনে ১৭ উইকেট। ভারত-অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ব্যর্থ গত ম্যাচে শতরান করা বৈভব সূর্যবংশীও।

দ্বিতীয় টেস্টে টস জিতে শুরুতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় অস্ট্রেলিয়া। শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট খুইয়ে চাপে পড়ে যায় অজি ব্রিগেড। অ্যালেক্স লি ইয়ংয়ের ৬৬ রানে ভর করে কোনওমতে ১০০ রান পার করে তারা। ১৩৫ রানে শেষ হয় তাদের ইনিংস। ভারতের হয়ে ৩টি করে উইকেট নেন হেনিল পটেল ও খিলান পটেল।

ভারতীয় ব্যাটাররাও অবশ্য উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু করতে পারেননি। অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে করেন ৪ রান। অপর ওপেনার বিহান মলহোত্র করেন ১১। দ্রুত রান তোলার চেষ্টা করলেও ১৪ বলে ২০ রান করে ফিরতে হয় বৈভবকে। দিনের শেষে ভারতের স্কোর ৭ উইকেটে ১৪৪। ৯ রান এগিয়ে ভারত।

পিছিয়ে থাকা সিঙ্গাপুরই এখন দুশ্চিন্তা ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে সিঙ্গাপুর পৌঁছে এদিন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন খালিদ জামিল।

গত ২০ সেপ্টেম্বর থেকে বেঙ্গালুরুতে প্রস্তুতি শিবির শুরু করেন খালিদ। গার্ডেন সিটিকে বেছে নেওয়ার কারণই ছিল, আবহাওয়ার সঙ্গে সিঙ্গাপুরের অনেকটাই মিল থাকা। তবু দিনদুয়েক ওখানকার পরিবেশের সঙ্গে সড়োগড়ো করতে গতকাল বিকেলেই সুনীল ছেত্রীদের নিয়ে ওখানে পৌঁছে গেলেন জাতীয় দলের হেড কোচ। আপাতত গ্রুপের শীর্ষস্থানে থাকা সিঙ্গাপুরকে হারানোই প্রথম এবং একমাত্র লক্ষ্য ভারতীয় দলের। এই ম্যাচ জিততে পারলে তবেই গোয়ার ফতোরদায় হোম ম্যাচের গুরুত্ব থাকবে। আর যদি সিঙ্গাপুর এই ম্যাচ জিতে যায় তাহলে তারা পৌঁছে যাবে ৭ পয়েন্টে। যা তাদের এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে অনেকটাই সাহায্য করবে বলে মনে করা হচ্ছে। ফিফা ক্রমতালিকার বিচারে গ্রুপের বাকিদের মতো সিঙ্গাপুরও (১৫৮) ভারতের থেকে পিছিয়ে। কিন্তু প্রথম দুই ম্যাচে মানোলো মার্কুয়েজের কোচিংয়ে ভারতের বিশ্রী পারফরমেন্সই এখন তাদের খাদের কিনারে এসে দাঁড় করিয়েছে।

সিঙ্গাপুর জাতীয় দল মূলত আসিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের অন্যতম সেরা দল। চারবার আসিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জেতা দলটাকে নিয়ে তাই চিন্তায় থাকতেই হচ্ছে জাতীয় দলের হেড কোচকে। শুধু তাই নয়, এই সিঙ্গাপুর এর আগে একবারই এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলে। সেবার গ্রুপ পর্যায় থেকে বিদায় নিলেও একটা জয় ছিল তাদের। আর সেটা ভারতের বিপক্ষে।

কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বুধিয়া স্পোর্টস ক্লাব। ছবি : মুরতুজ আলম

চ্যাম্পিয়ন বুধিয়া স্পোর্টস

সামসী, ৭ অক্টোবর : চাঁচল-২ ব্লকের চন্দ্রপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালপাড়া কব্বিমোড় যুব কমিটির একদিনের কাবাডি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল বুধিয়া স্পোর্টস ক্লাব। ফাইনালে তারা ২-১ গেমে হারিয়েছে মহারাজপুরকে। চ্যাম্পিয়নরা পেয়েছে ট্রফি সহ ১৫ হাজার টাকা পুরস্কার। রানার্সদের প্রাপ্তি ট্রফির সঙ্গে ৯ হাজার টাকা পুরস্কার। পুরস্কার তুলে দেন মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি, জেলা পরিষদ সদস্য আব্দুল হাই, প্রধান ছবি সরকার প্রমুখ।

খেতাব জিতল মিলন ক্লাব

হরিরামপুর, ৭ অক্টোবর : লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে হরিরামপুর ব্লকের নাগপাড়া বিশ্ব জননী সমাজ সেবা সংস্থার ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল খারুয়া আদিবাসী মিলন ক্লাব। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নাগপাড়া ফুটবল মাঠে ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে সান্ধিয়া আদিবাসী নিউ স্টার ক্লাবকে হারিয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে খারুয়া আদিবাসী মিলন ক্লাব। ছবি : সৌরভ রায়

জুনিয়ার অ্যাথলেটিক্সে মহসিন

রায়গঞ্জ, ৭ অক্টোবর : ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে ১০-১৪ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় জাতীয় জুনিয়ার অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সুযোগ পেল রায়গঞ্জের দুই অ্যাথলিট মহম্মদ মহসিন আওয়াল ও প্রীতিকা বর্মন। মহসিন অনূর্ধ্ব-২০ ছেলেদের ৮০০ মিটার দৌড়ে এবং প্রীতিকা অনূর্ধ্ব-১৬ মেয়েদের ৬০০ মিটার দৌড়ে সুযোগ পেয়েছে। তবে প্রীতিকা এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছে। উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ সচিব কমল রায়ের কথায়,'প্রীতিকা এই মুহূর্তে জাতীয় দলের সঙ্গে কিরগিজস্তানে। তাই সে অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে নামতে পারবে না।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা স্বরূপ বাউরি - কে 10.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 80H 48982 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এখন প্রায় সব জায়গাতেই কোটিপতি তৈরি করছে, আর মানুষ এখন মেগা পুরস্কার জেতার ব্যাপারে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষকে তাদের জীবন উন্নত করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।